মানবিক বাংলাদেশ

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা শুক্রবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৭৭ ॥ ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ১০ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৪ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

জাতীয় জীবনে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য অপরিসীম : তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, গণঅভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্যই ছিল স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন, বহুদলীয় রাজনৈতিক কার্যক্রম, বহুমত এবং চিন্তার চর্চা ও মানুষের নাগরিক স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া। আমাদের জাতীয় জীবনে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য অপরিসীম।

বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ বৈষম্যমূলক: বার সভাপতি

স্টাফ রিপোর্টার : বচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫'-কে বৈষম্যমূলক উল্লেখ করে অধ্যাদেশটি সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির (বার) সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) সুপ্রিম কোর্ট এনেক্স ভবনের মিডিয়া রুমের সামনে এ দাবি জানান তিনি।

স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ও ফ্যাসিবাদী সহযোগীর মিলনে গণতন্ত্র পুরিপুষ্ট হবে না: দুদু

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি আর ফ্যাসিবাদী সহযোগীর মিলনে গণতন্ত্র পুরিপুষ্ট হবে না। মেরুকরণ যাই হোক জনগণ যেটিকে অনুমোদন করবে আমরা মনে করি সেটাই হবে গণতন্ত্র। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১ টায় ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির আয়োজিত সাংগঠনিক সভায় যোগ দেবার আগে শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

জুলাই নৃশংসতা নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিবেদন ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে বৃহস্পতিবার সুইজারল্যান্ডে ডাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সাইডলাইনে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মি. ফলকার তুর্ক সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জাতিসংঘের তথ্য-অনুসন্ধানী মিশনের প্রতিবেদন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, যা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে প্রকাশ করা হবে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক এমন তথ্য জানিয়েছেন। স্থানীয় সময় গত বুধবার (২৩ জানুয়ারি) সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এমন মন্তব্য করেন। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনের ফাঁকে দুই নেতার মধ্যে এই বৈঠক হয়েছে। পরে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেসসচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এমন তথ্য জানিয়েছেন। এ সময়ে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে জাতিসংঘের সহায়তা চেয়েছেন ড. ইউনূস। ভলকার তুর্ক বলেন, জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় থেকে প্রতিবেদনটির প্রকাশনা সামনে রেখে বাংলাদেশের সঙ্গেও এটি শেয়ার করা হবে। শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানের সময় অপরাধের তদন্ত করায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এছাড়া ছয়টি স্বাধীন সংস্কার কমিশনের

২-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রম সংশোধন চাওয়া রিভিউর শুনানি ১৩ ফেব্রুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পদমর্যাদার মানক্রম (ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স) সংশোধন করে আপিল বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে করা পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন শুনানির জন্য আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি দিন ঠিক করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের বিচারপতির আপিল বিভাগের বেঞ্চ এ দিন ঠিক করে আদেশ দেন। এর আগে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পদমর্যাদার মানক্রম (ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স) সংশোধন করে আপিল বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে করা পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) দ্রুত শুনানির জন্য আবেদন করে বিচারকদের সংগঠন জুডিসিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। এ সংক্রান্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৯ জানুয়ারি প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বিচারপতির আপিল বিভাগের বেঞ্চ শুনানির জন্য ১৬ জানুয়ারি দিন ঠিক করেন। তারই ধারাবাহিকতায় সেদিন সেটি শুনানির জন্য ওঠে। আইনজীবী ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর দ্রুত শুনানি

২-এর পাতায় দেখুন

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১৭তম কর্নেল হিসেবে সেনাপ্রধানের অভিষেক

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : সেনাবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১৭তম 'কর্নেল অব দ্য রেজিমেন্ট' হিসেবে অভিষিক্ত হলেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের শহীদ এম আর চৌধুরী প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এক অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি রেজিমেন্টের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। অভিষেক অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নতুন নতুন ইউনিট প্রতিষ্ঠা, আধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জামাদিসহ নানা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমরা চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান ও আধুনিকায়ন করতে কাজ করব। এ অনুষ্ঠানের পর সেনাপ্রধান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৩৭তম বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলন উদ্বোধন করেন। তিনি রেজিমেন্টের সদস্যদের আধুনিক যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। সেনাপ্রধান আরও বলেন, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরা তাদের দায়িত্ব

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টার সফর থেকে ভালো কিছু রেজাল্ট পাবো : প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে ব্যস্ত সময় পার করছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। সেই সম্মেলন ও সফর থেকে ভালো কিছু রেজাল্ট পাবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ আশা

২-এর পাতায় দেখুন

ছয় মাসে রাজস্ব আদায় এক লাখ ৫৬ হাজার কোটি, ঘাটতি ৫৮ হাজার কোটি

স্টাফ রিপোর্টার : গত ৫ আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রভাবে পড়েছে অর্থনীতিতে। এর প্রভাব পড়েছে রাজস্ব আদায়েও। গত ছয় মাসে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় কমেছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ছয় মাসে আদায় হয়েছে এক লাখ এক লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা কম। আবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫৮ হাজার কোটি টাকা কম। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর ছয় মাসে রাজস্ব আদায় হয়েছিল এক লাখ ৫৭ হাজার ৯৮৮ কোটি ৯০ লাখ টাকা। যেখানে চলতি অর্থবছরের একই সময়ে আদায় হয়েছে প্রায় এক লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছর এনবিআরের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ লাখ ১৪ হাজার ১৪৩ কোটি ১০ লাখ টাকা। যার বিপরীতে রাজস্ব আদায় হয়েছে এক লাখ ৫৬ হাজার ৪১৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকা। ছয় মাসে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৫৭ হাজার ৭২৩ কোটি ৬১ লাখ টাকা কম রাজস্ব আদায় হয়েছে। অন্যদিকে গত অর্থবছর একই সময়ে রাজস্ব আদায় হয়েছিল এক লাখ ৫৭ হাজার ৯৮৮ কোটি ৯০ লাখ টাকা। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর যেখানে চলতি অর্থবছর একই সময়ে আদায় হয়েছে প্রায় এক লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। রাজস্ব আদায়ের বাড়তি লক্ষ্যমাত্রা ও সরকার পরিবর্তনের আন্দোলনের প্রভাব কারণে রাজস্ব আদায় পিছিয়েছে বলে মনে করছেন রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তারা। এনবিআর-এর

২-এর পাতায় দেখুন

খোলাবাজার থেকে দুই ট্রাক বিনামূল্যের পাঠ্যবই জব্দ, গ্রেপ্তার ২

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন বছর শুরুর মাস পেরিয়ে গেলেও সারা দেশের সব শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছায়নি। এ সংকটের মধ্যেই খোলাবাজার থেকে প্রায় ১০ হাজার বই জব্দ করা হয়েছে। এ সময় দুই জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গত বুধবার বিকালে রাজধানীর সূত্রাপুরের বাংলা বাজার ইস্পাহানি গলির বিভিন্ন গোডাউনে অভিযান চালিয়ে এসব বই জব্দ করা হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের এসব বইয়ের বাজারমূল্য প্রায় ৮ লাখ টাকা। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলো সিরাজুল ইসলাম উজ্জ্বল (৫৫) ও দেলোয়ার হোসেন (৫৬)। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে ডিবির যুগ্ম কমিশনার মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম বলেন, একটি চক্র বাংলাবাজারের ইস্পাহানি গলিতে বিভিন্ন গোডাউনে প্রথম

২-এর পাতায় দেখুন

ফলের ওপর শুল্ককর বৃদ্ধিতে আমদানি বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব

স্টাফ রিপোর্টার : আমদানিকৃত ফলের ওপর বাড়তি শুল্ককর করায় বেনাপোল বন্দর দিয়ে কমেছে আপেল, আঙুর, কেনু, মালটা ও আনার জাতীয় ফল আমদানি। গত ০৯ জানুয়ারি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর ফলের ওপর সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ নির্ধারণ করে। এতে প্রতিকেজি ফলের শুল্ককর ১০১ টাকা থেকে বেড়ে ১১৬ টাকা দাঁড়ায়। শুল্ককর বাড়ানোর কারণে দেশে আমদানিকৃত ফলে বছরে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করবে সরকার। এদিকে রমজানের ঠিক আগ মুহূর্তে ফলের ওপর শুল্ককর বৃদ্ধিতে নাখোশ ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা। বন্দর সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন বেনাপোল বন্দর দিয়ে প্রায় দেড়শো ট্রাক বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব জাতীয় কাঁচামাল আমদানি হয়ে থাকে। এর মধ্যে শতাধিক ট্রাক থাকতো আপেল,আঙুর,কেনু, মালটা ও আনার জাতীয় পণ্য। আগে ফল আমদানিতে ২০ শতাংশ শুল্ককর পরিশোধ করতে হতো। এতে প্রতিকেজি ফলে সরকারকে রাজস্ব দিতে হতো ১০১ টাকা। হঠাৎ করেই গত ০৯ জানুয়ারি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর নতুন এক নির্দেশনায় ফল আমদানির ওপর সম্পূরোক শুল্ক বাড়িয়ে ২০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ নির্ধারণ করে। এতে বর্তমানে কেজিতে ১৫ টাকা শুল্ককর বেড়ে দাড়িয়েছে ১১৬ টাকায়। ফলে আমদানি খরচ বাড়ায় দাম বাড়িয়েছে খোলা

২-এর পাতায় দেখুন

'নির্বাচনী এজেন্টদের প্রশিক্ষণ দিতে চায় ইউএনডিপি'

স্টাফ রিপোর্টার : ভোটের সময় নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে যারা কাজ করেন জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) তাদের প্রশিক্ষণ দিতে চায় বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) ইউএনডিপির বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি। সচিব বলেন, '১০ দিন পর এসে আজকে একটা ফিডব্যাক দিয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজের সঙ্গে কথা বলেছে তারা। সরেজমিন দেখেছে। এর ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের কিছু সহযোগিতা করবে। কিছু লজিসটিকস ক্যামেরা, কম্পিউটার, হার্ডওয়্যার, আরেকটা জিনিস হচ্ছে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেবে।' এক প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, 'দলগুলোর সঙ্গে

২-এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি আন্দোলন আয়োজিত নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

খালেদার সময় দেখিয়ে হাসিনা আমলের চুক্তি বাস্তবায়ন করছে বিপিসি!

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতের আসামের নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড (এনআরএল) থেকে মৈত্রী পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিশোধিত ডিজেল কেনার চুক্তি রয়েছে বাংলাদেশের। চুক্তিটি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে করা। অথচ নেগোশিয়েট পত্রে ২০০৪ সালের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এসওপির (স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর) সূত্র উল্লেখ করে এই ডিজেল কেনার প্রস্তাবের বিষয়ে প্রত্যয়ন করেছেন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান। যে দামে এনআরএল থেকে ডিজেল কেনার চুক্তি রয়েছে সেই দামে ২০২৫ সালে আমদানি করলে বিপিসিকে প্রতি ব্যারেলে ৩৯ সেন্ট বেশি গুনতে হবে। কারণ সিঙ্গাপুর থেকে জাহাজে পরিবহনে খরচ তুলনামূলক এখন কম। চুক্তির সময় ওই দামে ভারত থেকে

২-এর পাতায় দেখুন

১৬ বছর পর বিডিআরের ১৬৮ সদস্য কারামুক্ত

স্টাফ রিপোর্টার : পিলখানা ট্রাজেডির ঘটনায় বিস্ফোরক আইনে করা মামলাতে জামিন পেয়ে ১৬ বছর পর কারামুক্ত হচ্ছেন ১৬৮ জন সাবেক বিডিআর সদস্য। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে গাজীপুরের কাশিপুর কারাগার থেকে একে একে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় সাবেক বিডিআর সদস্যদের। এ সময় কারাফটকের সামনে অপেক্ষমাণ স্বজনদের চোখেমুখে উচ্ছ্বাস। মিষ্টিমুখ করান বেরিয়ে আসা সাবেক বিডিআর সদস্যদের। এর আগে গত ২১ জানুয়ারি ঢাকার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়ার আদালত জামিনপ্রাপ্ত ১৭৮ জন আসামির নাম প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল জানান, ১৬৮ জনের তালিকা হাতে পেয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ। সেই তালিকা অনুযায়ী বিডিআর সদস্যদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মোট ৪১, কাশিমপুর-১ থেকে ২৬, কাশিমপুর-২ থেকে ৮৯, কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি থেকে ১২ জনসহ মোট ১৬৮ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তরে বিদ্রোহের ঘটনায় ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন। ওই ঘটনায় হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে দুটি মামলা হয়। হত্যা মামলায় খালাস বা সাজাভোগ শেষে বিস্ফোরক মামলার কারণে

২-এর পাতায় দেখুন

আন্দোলনকারীদের সরকারের অংশ হওয়া উচিত হয়নি: আলাল

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোজাম্মেল হোসেন আলাল বলেছেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যারা নেতৃত্বে ছিলেন তাদের কারোর বর্তমান সরকারের অংশ হওয়া উচিত হয়নি। বাইরে থেকে যে চাপ সৃষ্টি করতে পারতেন তা অনেকাংশেই এখন কমে গেছে। গত বুধবার বিকেল ৪টা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে 'ইউনিটি ফর বাংলাদেশ' আয়োজিত 'জাতীয় ঐক্য : কেন, কীসের ভিত্তিতে ও কোন পথে?' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। মোজাম্মেল হোসেন আলাল বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে যদি যুদ্ধ বলি, সেই যুদ্ধে কে জয়ী হয়েছে তার মধ্যে আরও একটি বিবেচ্য বিষয় হলো কে থাকবে কে থাকবে না। তারপর বিবেচ্য হলো যদি কেউ থাকে কোনও পূর্বশর্তের ভিত্তিতে থাকতে হবে। আওয়ামী লীগ ও তাদের সঙ্গে যারা জোটবদ্ধ ছিল, তাদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ একটি বিবৃতির আশা করেছিল। যে

২-এর পাতায় দেখুন

টাকা জমানো দুরাশা, সঞ্চয় ভেঙে টিকে থাকার চেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ক্রমে কঠিন হয়ে উঠছে নাগরিক জীবন। রাজধানী ঢাকার জীবনযাত্রায় বিগত কয়েক বছরে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বছরের শুরুতেই একগাদা খরচের চাপ আসে জগদ্দল পাথরের মতো। বাসাভাড়া, সন্তানের পড়াশোনার খরচ বাড়েই। সঙ্গে যোগ হয় মূল্যস্ফীতি কিংবা ভ্যাট-ট্যাক্স, গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়া, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণে অতিরিক্ত পণ্যমূল্য। নগরজীবনে টিকে থাকার লড়াই নিয়ে জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ইয়াসির আরাফাত রিপনের চার পর্বের ধারাবাহিকের আজ থাকছে চতুর্থ ও শেষ পর্ব। বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মো. হাসান। পরিবার নিয়ে থাকেন রাজধানীর মালিবাগ এলাকায়। দুই রুমের ফ্ল্যাটে সম্প্রতি তার মাকে নিয়ে এসেছেন। শুরুতে তেমন কষ্ট না হলেও এখন আছেন বেশ বিপাকে। গত মাসে প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে টাকা উঠিয়েছেন। আয়-ব্যয়ের ব্যাপক অসংগতি। উল্টো এখন পরিবার গ্রামে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বেঁচে থাকার জন্য সঞ্চয়ও তো দরকার। হাসান বলেন, 'সব জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। এতে একই পরিমাণ পণ্য কিনতে হচ্ছে আগের চেয়ে বেশি দামে। কষ্ট করে হলেও আগে প্রতি মাসে চার হাজার টাকা ব্যাংকে ডিপিএস করতাম। এখন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাজার খরচ। যাতায়াত, বাসাভাড়া, চিকিৎসাসহ অন্য খরচ তো আছেই। বিপরীতে সেভাবে ইনক্রিমেন্ট হয়নি। নিরুপায় হয়ে গত দুই মাস ডিপিএস বন্ধ করেছি। তবুও চলা কঠিন হচ্ছে। শিগগির পরিবার গ্রামে রেখে আসবো, ইতোমধ্যে বাসাও ছেড়ে দিয়েছি।' দেশে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি প্রায় দুই বছর ধরে দুই অঙ্কে। নিত্যপণ্যসহ ফলমূলের দাম চড়া। এর মধ্যে শতাধিক পণ্যে বসেছে অতিরিক্ত ভ্যাট-ট্যাক্স। যার প্রভাবে অন্য পণ্যের দামও বাড়ার আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদরা। সব ক্ষেত্রে খরচ বাড়ায়, টান পড়ছে সঞ্চয়ে। এতে বেশি বিপাকে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। কারও সঞ্চয় শূন্য, কেউ সঞ্চয় ভেঙে চলছেন। এই শহরে টিকে থাকতে কেউ আবার মো. হাসানের মতো পরিবার গ্রামে পাঠিয়ে ব্যাচেলর জীবন বেছে নিতেও বাধ্য হচ্ছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরবরাহ চেইন, চাহিদা ও জোগানের মধ্যে পার্থক্য এজন্য দায়ী। প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি নজর দিতে হবে স্থিতিশীলতার দিকে। যদিও সরকার বলছে, সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা। সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। চতুর্থ প্রজন্মের ব্যাংক কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম। মাসে প্রায় অর্ধলাখ টাকা বেতন তার। তবু উচ্চ মূল্যস্ফীতির কাছে অসহায় তিনি। সঞ্চয় শূন্য

২-এর পাতায় দেখুন

মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ সফর করতে চান ফিফা সভাপতি

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো আগামী দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সফর করতে পারেন এবং দেশের নারী ফুটবলে সহায়তার আশা ব্যক্ত করেছেন। গত বুধবার দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভার সাইড লাইনে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা বলেছেন। ড. ইউনূসের কার্বন নিরপেক্ষ ক্রীড়া উদ্যোগের প্রশংসা করেন ইনফান্তিনো। এ সময় তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় ফুটবল উন্নয়নে ফিফার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। ড. ইউনূসকে ইনফান্তিনো বলেন, আমি আগামী দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সফর করতে চাই। প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস নারী ফুটবলারদের জন্য ডরমিটরি ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের প্রস্তাব করলে তিনি জানান, বাংলাদেশের নারী ফুটবলের জন্য ফিফা তহবিল বরাদ্দ করতে চায়। ইনফান্তিনো বলেন, সৌদি আরবের নারী ফুটবলকেও ফিফা সহায়তা করবে। যা দেশটিতে থাকা বাংলাদেশি

২-এর পাতায় দেখুন

বিচারকরা ১১৬ অনুচ্ছেদের কারণে সরকারের কাছে জিম্মি: আইনজীবী

স্টাফ রিপোর্টার : সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের কারণে অধস্তন আদালতের বিচারকরা সরকারের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না বলে মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর বেঞ্চে এ বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিতে শিশির মনির বলেন, এই অনুচ্ছেদের অধীনে বিচারকদের পদোন্নতি, কর্মস্থল নির্ধারণ ও ছুটি মঞ্জুরির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রাষ্ট্রপতির হাতে রয়েছে, যা বিচারকদের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। তিনি আরও বলেন, ১১৬ অনুচ্ছেদের কারণে বিচারকরা কখনোই স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না, বরং তারা সরকারের চাপের মুখে থাকে। এমনকি সরকারের পছন্দ অনুযায়ী আদেশ না দেওয়ার কারণে কিছু বিচারককে বদলি করা হয়েছে। তাদের নতুন কর্মস্থলে পাঠানোর সময় তাদের চোখের পানি ফেলতে দেখা গেছে। শিশির মনির উদাহরণ হিসেবে বলেন, একটি ঘটনা ছিল, যেখানে বিচারককে রাতের বেলা আদালত বসিয়ে সাজা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। সরকারের পছন্দমতো আদেশ না দেওয়ার কারণে বিচারককে বান্দরবানে বদলি করা হয়। শিশির মনির জানান, ১১৬ অনুচ্ছেদের কারণে বিচার

২-এর পাতায় দেখুন

সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ সম্পদ অর্জন, অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে পৃথক দুইটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, প্রায় ৪০ কোটি ৮৭ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং ৩৪২ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এনটিএমসির সাবেক মহাপরিচালক জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়াসহ অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে। গত ১৮ ডিসেম্বর জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় দুদক। অভিযোগ অনুসন্ধানে তিন সদস্যের অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়। ঢাকার নিউ মার্কেট থানার হত্যা মামলায় গত ১৬ আগস্ট জিয়াউল আহসানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে, ১৩ আগস্ট জিয়াউল আহসানকে গ্রেপ্তারের দাবি

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শুক্রবার ॥ ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ১০ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

শীত নিয়ে দুঃসংবাদ

স্টাফ রিপোর্টার : কথায় আছে, মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে। এবার যেন তাইই হতে যাচ্ছে। রাজধানীসহ আজ দেশের বিভিন্ন স্থান ছিল কুয়াশায় মোড়া। সেই সঙ্গে ছিল হিমেল হাওয়া। আগামীকালও একই অবস্থা বিরাজ করবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) সংস্থাটি জানিয়েছে, আজ শুক্রবারও (২৪ জানুয়ারি) দেশের বিভিন্ন স্থানে কুয়াশা থাকতে পারে। তাপমাত্রা প্রায় আজকের মতোই থাকতে পারে। তবে শনিবার (২৫ জানুয়ারি) থেকে তাপমাত্রা আরও কমে শীত বাড়তে পারে। দু-একটি স্থানে বয়ে যেতে পারে শৈত্যপ্রবাহ। এ বিষয়ে আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, আজকের মতোই আগামীকাল (২৪ জানুয়ারি) দেশের তাপমাত্রা একই থাকতে পারে। সেই সঙ্গে থাকতে পারে বিভিন্ন স্থানে কুয়াশাও। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে যেতে পারে। আবার শনিবার (২৫ জানুয়ারি) থেকে কুয়াশা কম হলেও তাপমাত্রা কমে শীতের তীব্রতা বাড়তে পারে। তিনি আরও বলেন, শনিবার থেকে পরের অন্তত দুই দিন তাপমাত্রা কমতে থাকবে। এ সময় দেশের উত্তরাঞ্চলের কিছু স্থানে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। তবে ২৮ জানুয়ারির পর তাপমাত্রা আবার বাড়তে পারে। এদিকে, আজ রাজধানীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল যা ছিল ১৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একইসঙ্গে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে, ১০ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া ও মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে, ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

রাজধানীতে রাতে ও ভোরে চলাচলে ভয় পাচ্ছে মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : ছিনতাইকারী ও ডাকাতের ভয়ে রাজধানীতে রাতে ও ভোরে চলাচল করতে ভয় পাচ্ছে সাধারণ মানুষ। কারণ রাজধানীতে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে চুরি-ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনা বেড়েছে। আর শুধু রাজধানীই নয়, দেশজুড়েই প্রতিনিয়ত ঘটছে চুরি-ছিনতাইসহ প্রকাশ্যে হত্যাকাণ্ডে ঘটনা। দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে অপরাধ পরিস্থিতি। সরকার পরিবর্তনের পর থেকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল কমে যাওয়ায় অপরাধীরা বেশি সক্রিয়। গত ৫ আগস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাসে ছিনতাইকারীর হাতে ১৬ জন নিহত হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তর চুরি, ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনায় কতো মামলা হয়েছে, তা তাদের ওয়েবসাইটে তুলে ধরেছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় ভুক্তভোগীরা থানায় অভিযোগ নিয়ে যায় না। ফলে শুধু মামলার পরিসংখ্যান দিয়ে অপরাধের প্রকৃত চিত্র উঠে আসে না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বিগত ২০১৯ সাল থেকে প্রতি বছরই ছিনতাই বেড়ে চলেছে। ২০১৯ সাল থেকে গত বছরের আগস্ট পর্যন্ত ছিনতাইয়ের ঘটনায় ৪৭ হাজারের বেশি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালে অভিযোগ ছিল ৬ হাজার ৮৮০টি, ২০২০ সালে ৭ হাজার ২০০, ২০২১ সালে ৮ হাজার ৪৯৮, ২০২২ সালে ৯ হাজার ৫৯১, ২০২৩ সালে ৯ হাজার ৪৭৫ এবং ২০২৪ আগস্ট পর্যন– ৫ হাজার ৮৮৩টি ঘটনা মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঢাকা মেট্রোপলিটন ও রেঞ্জ এলাকায় ১৫

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবেন না : ফারুক

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সমালোচনা করে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আর কখনো মাথা ঘামাবেন না। অতীতে করেছেন শেখ হাসিনার জন্য, এখন বাংলাদেশে শেখ হাসিনা নেই। বাংলাদেশের সীমান্ত নিয়ে ন্যায্য দাবি আপনাকে দিতে হবে। আর টালবাহানা চলবে না। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গণতান্ত্রিক ফোরামের উদ্যোগে জনগণের উপর অযৌক্তিক ভ্যাট আরোপের প্রতিবাদে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আদর্শিক বিভাজন চাই না, দেশে সবার ওপরে জনগণ থাকবে। জিয়াবাদ বা মুজিববাদও আর চাই না-জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে এমন বক্তব্য না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, যে জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, যে জিয়া বাংলাদেশকে মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত দিয়েছেন, যেই জিয়া সার্ক গঠন করেছেন, যেই জিয়া খাল খনন করে কৃষকদের সেচের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যে জিয়ার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বসে সমস্যা সমাধান করেছেন; সেই জিয়াবাদ নিয়ে দয়া করে কোনো মন্তব্য করবেন না। তিনি বলেন, আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, হাসিনার পতন শুধু জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গত ১৬ বছর ধরে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এবং গণতান্ত্রিক দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন করেছি। জেল জুলুম হামলা মামলা সব সহ্য করেছি। রাতে আমাদের ঘুম হারাম ছিল, কবরস্থানে ঘুমিয়েছি। তিনি আরো বলেন, সবাই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে শেখ হাসিনাকে বিদায় করতে পেরেছি। আমরা আশা করি বাংলাদেশে এমন একটি নির্বাচন দেবেন ড. ইউনূস, সে নির্বাচনে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। বাংলাদেশে সংস্কার হবে, আইন প্রণয়ন হবে। সব কিছুই হবে, কিন্তু তার আগে ষড়যন্ত্র করে ১/১১ এর মতো বিলম্বিত করার কোনো অবকাশ বাংলাদেশে আর হবে না। বিএনপি চেয়ারপার্সনের এই উপদেষ্টা বলেন, অনেকেই বলে বিএনপির লোক চলে যাবে। আওয়ামী লীগ এত বছর জুলুম নির্যাতন করেও বিএনপির একটি কর্মীও এত বছরে আওয়ামী লীগে যোগ দেয়নি। অতএব বিএনপি খাঁটি গণতন্ত্রী, বিএনপি সংবিধানে অনুগত, বিএনপি স্বাধীনতার ঘোষক শহীদদের আদর্শের দল। আমরা জীবন দেব, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছি, সামনেও করব। ফারুক বলেন, বাংলাদেশে আর ডিম, চাল, পেঁয়াজের সিন্ডিকেট হবে না। এমন বাংলাদেশ গড়ব, যে বাংলাদেশের বিচারের নামে আর প্রহসন হবে না। এমন বাংলাদেশ গড়ব, যেই বাংলাদেশে আর আয়নাঘর হবে না। এমন দেশ গড়ব, যে দেশে আর দুর্নীতি হবে না। এমন বাংলাদেশ গড়ব, যে দেশে আইনের শাসন চলবে। বাংলাদেশ

৭-এর পাতায় দেখুন

ভ্যাটের জালে মানুষকে দুর্বল না করে বিকল্প বের করতে হবে : হাসনাত

স্টাফ রিপোর্টার : ভ্যাটের জালে দেশের মানুষকে দুর্বল না করে দিয়ে সরকারকে বিকল্প খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজ থেকে দেওয়া এক পোস্টে এ আহ্বান জানান তিনি। অস্থির নিত্যপণ্যের বাজারে আসন্ন রমজানে জনগণকে স্বস্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ওই পোস্টে হাসনাত আব্দুল্লাহ লিখেন, সামনে রোজা আসছে। জনগণের জীবনকে সহনশীল পর্যায়ে রাখতে হবে। দ্রব্যমূল্য মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে। তিনি আরও লিখেন, ভ্যাটের জালে জনগণ ও ব্যবসায়ীদের দুর্বল না করে দিয়ে বরং সরকারকে এর বিকল্প খুঁজে বের করতে হবে এবং তা অবশ্যই দ্রুততম সময়ের মধ্যে। এর আগে গত ২২ জানুয়ারি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আরেক স্ট্যাটাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের বিদ্যুৎ খাতে অতিরিক্ত ৩৬৭ কোটি টাকা দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে অতিরিক্ত ৩ কোটি মার্কিন ডলার অর্থায়ন করতে যাচ্ছে বিশ্বব্যাংক। বাংলাদেশি মুদ্রায় এ অর্থের পরিমাণ ৩৬৭ কোটি ১৪ লাখ টাকা (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ৩৮ পয়সা ধরে)। এনহ্যান্সমেন্ট অ্যান্ড স্ট্রেনদেনিং অব পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ইন ইস্টার্ন রিজন প্রকল্পের জন্য এ ঋণ সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে (ইআরডি) বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি ঋণচুক্তি সই হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বৃহত্তর কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত ও বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর গেইল মার্টিন ঋণচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। বিশ্বব্যাংকের স্কেল আপ ফ্যাসিলিটি(এসইউএফ) তহবিল থেকে ৩ হাজার ৬৪২

কোটি ৪৮ লাখ টাকা ঋণ সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পটির মূল ঋণচুক্তি ২০১৮ সালের ১০ এপ্রিল স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তী সময়ে কোভিড-১৯ চলাকালীন কোভিড সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে মূল অর্থায়ন ৪৫০ দশমিক ৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রত্যাহার করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির সফল সমাপ্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত ৩ কোটি ডলার প্রয়োজন হওয়ায় বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে

৭-এর পাতায় দেখুন

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের বৈধতা জানতে আইনি নোটিশ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বর্তমান চেয়ারম্যানের বৈধতা জানতে চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে এ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার হুমায়ন কবির পল্লব একটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ও তিন জন আইনজীবীর পক্ষে নোটিশটি পাঠান। নোটিশদাতারা হলেন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ল অ্যান্ড লাইফ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট বায়েজীদ হোসাইন, অ্যাডভোকেট নাঈম সরদার ও ঢাকা জজকোর্টের অ্যাডভোকেট ওসমান গনি। নোটিশে উল্লেখ বলা হয়েছে, ২০১৩ সালের নিরাপদ খাদ্য আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী খাদ্য বিষয়ে অন্যূন ২৫ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং বিস্তৃত বিশেষায়িত জ্ঞান ও

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে বিএনপি হাল ধরেছে: সেলিমা রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে বিএনপি হাল ধরেছে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের মাওলানা আকরম খাঁ হলে জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন কলমকলি'র উদ্যোগে আয়োজিত মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম)'র ৮৯ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সেলিমা রহমান বলেন, আজকে বিএনপির ৩১ দফা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে বুঝাতে হবে। বিএনপি সবসময় মানুষের কল্যাণে সংস্কার করে গেছে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, সেটি হলো- বাংলাদেশে যতগুলো ক্রান্তিলগ্নে এসেছে, বিএনপি প্রতিটি সময় হাল ধরেছে। তিনি আরও বলেন, আজকে জুলাই-আগস্টে আমাদের যে আন্দোলন হয়েছে, বুকের রক্ত দিয়ে যারা এদেশকে মুক্ত করেছে তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন রয়েছে। কিন্তু, সেইসাথে মনে রাখতে হবে তাদের বুকের রক্ত কিন্তু এখনো শুকায়নি। রাজপথ এখনো তাদের রক্তে লাল হয়ে আছে।

৭-এর পাতায় দেখুন

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত থাকবে : মাহমুদুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বলেছেন, ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আমার দেশের যে লড়াই, সম্পাদক হিসেবে আমার যে লড়াই সেটা অব্যাহত থাকবে। গতকাল বৃহস্পতিবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ করে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত মাহমুদুর রহমানে বিরুদ্ধে করা আপিলের মামলায় শুনানি শেষে সাংবাদিকদের একথা জানান। ঢাকার চতুর্থ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ শেখ তারেক

৭-এর পাতায় দেখুন

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মশিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বুধবার রাতে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবের বিসিএসআইআরের সামনে থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার নিউমার্কেট থানার ওসি মোহসীন উদ্দিন গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মশিউর রহমানের বিরুদ্ধে নিউমার্কেট থানা, শাহবাগ থানা ও ধানমন্ডি থানায় একটি করে মামলা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, তার বিরুদ্ধে জুলাই ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় মামলা এবং বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলার মামলা রয়েছে। গ্রেপ্তার মশিউর রহমানকে আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ডের আবেদন করা হবে বলেও জানান নিউ মার্কেট থানার ওসি।

ঢাকার বাতাসের অবস্থা খুবই ভয়াবহ

বায়ুদূষণের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বজুড়ে দিনদিনই বাতাস দূষিত হচ্ছে। এর প্রভাবে বাড়ছে নানা রোগব্যাধি। এর মধ্যে ঢাকার বাতাসের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। ঢাকার বায়ুদূষণের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা জানিয়ে সতর্কতামূলক পরামর্শ দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। দূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্টরা বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিলেও ক্রমেই নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে বায়ুদূষণে। বিশেষজ্ঞরা জানান, শীতে বৃষ্টি না থাকায় দূষণ বাড়ছে তবে নিতে হবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। বিশ্বে প্রতিবছরই বায়ুদূষণের তালিকার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকে ঢাকা। এবারও শীতের শুষ্ক মৌসুমে বায়ুদূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণহীন রয়েছে। আবহাওয়াবিদ মো. তরিকুল নেওয়াজ কবির বলেন, শীতকালে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় কারণে বাতাসের মধ্যে ধূলিকণা ভেসে বেড়ায় এবং ধোঁয়ার পরিমাণটা বেশি থাকে। এ কারণে এ সময়ে বায়ুমানটা অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি

৭-এর পাতায় দেখুন

পান্থপথে বহুতল ভবনে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পান্থপথে একটি বহুতল ভবনে আগুন লেগেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ৮টার দিকে ভবনটিতে আগুন লাগে বলে জানান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট সকাল পৌনে ৯টায় ঘটনাস্থলে পৌছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। তবে এর আগেই ভবনটিতে থাকা লোকজন অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র (ফায়ার এক্সটিংগুইশার) ব্যবহার আগুন নিভিয়ে ফেলে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ১৭ শুক্রাবাদ পশ্চিম পান্থপথ ঠিকানার ভবনটি ১৫ তলা বিশিষ্ট। ভবনটিতে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালসের অফিস রয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ৮টার দিকে ভবনটির ১২ তলার ফ্লোর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হতে দেখে স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়।

৭-এর পাতায় দেখুন

কারখানা খুলে দিয়ে বেক্সিমকোর ৪২ হাজার কর্মীর চাকরি রক্ষার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : বেক্সিমকো গ্রুপের বন্ধ কারখানাগুলো খুলে দিয়ে ৪২ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি রক্ষার দাবি জানানো হয়েছে। লে-অফ প্রত্যাহার করে সব পোশাক কারখানা খুলে দেওয়ার পাশাপাশি রপ্তানি শুরু করা এবং বিদেশি কার্যাদেশ পাওয়ার সুবিধার্থে ব্যাংকিং কার্যক্রম ও ব্যাক টু ব্যাক এলসি খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বেক্সিমকোর শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তারা। একইসঙ্গে কারখানা ও ব্যবসা চালু রেখে সব বকেয়া বেতন এবং কোম্পানির দায়-দেনা পরিশোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিজয়নগরে ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্টস ফোরামের (সিএমজেএফ) মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে বেক্সিমকো ফ্যাশন

৭-এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎখাতে বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগে ক্ষেত্রে নীতি বদল করেছে সরকার। এতোদিন দেশে বেসরকারি খাতের সব বিদ্যুৎ প্রকল্পে বাস্তবায়ন চুক্তি বা ইমপ্লিমেন্ট এগ্রিমেন্ট (আইএ) করার বাধ্যবাধকতা ছিলো। কিন্তু সমপ্রতি ১০টি সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য আহ্বান করা দরপত্রে তা বাতিল করা হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ খাতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ বাড়ারও শঙ্কা রয়েছে। তাতে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়তে পারে। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) লোকসানও বেড়ে যাবে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বাস্তবায়ন চুক্তি বা ইমপ্লিমেন্ট এগ্রিমেন্টকে (আইএ) বিদ্যুৎ প্রকল্পে বিনিয়োগের ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম গ্যারান্টির মতো বা বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির (পিপিএ) সম্পূরক চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের

৭-এর পাতায় দেখুন

সাধন চন্দ্রের আয়কর নথি জব্দ, গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া তাকে দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তার আয়কর নথি জব্দের আদেশ দেন। তার উপস্থিতিতে গ্রেপ্তার দেখানোর বিষয়ে শুনানির জন্য আগামী ২৯ জানুয়ারি তারিখ ধার্য করেছেন আদালত। তাকে আদালতে হাজির করতে প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট জারি করেছেন আদালত। দুদকের পক্ষে কমিশনের সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া এসব আবেদন করেন। আয়কর নথি জব্দের আবেদনে বলা হয়, সাধন চন্দ্র মজুমদার ২৫ কোটি ৩৪ লাখ ৬৬ হাজার ২৬৮ টাকার টাকার

৭-এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার সিলেটে চা বাগানগুলোতে কাজ করা শ্রমিকদের হাতে কম্বল বিতরণ করে উম্মাহ আপিল ইউকে চ্যারিটি সংগঠন।

দেশে পাঠ্যবই সরবরাহে সংকট কাটবে কবে?

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে গত ১ জানুয়ারি। তবে এখনও বেশিরভাগ শিক্ষার্থী পাঠ্যবই পায়নি। এই পরিস্থিতিতে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। কারণ পাঠ্যবই না থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়ার টেবিলে বসানো যাচ্ছে না। পরিস্থিতি বিবেচনায় ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের প্রথম থেকে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যবই চলতি জানুয়ারির মধ্যেই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছাতে চায় সরকার। এনসিটিবি জানায়, জানুয়ারির মধ্যে পাঠ্যবই সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে মুদ্রণ মালিকরা বলছেন, চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কতটুকু দেওয়া সম্ভব তা নির্ভর করছে কাগজ ও ছাপা শেষ হওয়ার ওপর। সব পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছানোর বিষয়ে গত ১৩ জানুয়ারি শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, 'ফেব্রুয়ারির মধ্যে শিক্ষার্থীরা সব পাঠ্যবই হাতে পাবে'। এনসিটিবি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের প্রথম থেকে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যবই চলতি জানুয়ারির মধ্যেই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছানো হবে। আর এ লক্ষ্যে মুদ্রণ মালিকদের সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। কিন্তু জানুয়ারির মধ্যে সব পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছানো নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা কাটছে না। মুদ্রণ সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেরিতে টেন্ডার আহ্বান করার কারণে মুদ্রণ মালিকদের শত চেষ্টার পরও সরকারের চাহিদা মতো সময়ে পাঠ্যবই সরবরাহ করা যাচ্ছে না। যে কারণে পাঠ্যবই সরবরাহে সংকট প্রথম দফা টেন্ডারের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যবই সরবরাহের জন্য মুদ্রণ মালিকদের শেষ সময় ছিল গত ২১ জানুয়ারি। দ্বিতীয় দফায় মুদ্রণ মালিকদের প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবই

৭-এর পাতায় দেখুন

পলাতক ছাত্রলীগ নেত্রী পরীক্ষা না দিয়েও পাস তদন্তে কমিটি গঠন

স্টাফ রিপোর্টার : বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুরাইয়া ইয়াসমিন ঐশী পরীক্ষা না দিলেও তাকে পাস করানোর অভিযোগ উঠেছে একই বিভাগের অধ্যাপক ড. রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পরও ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ দফতরের পরিচালক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে হতে যাওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞান অনুষদের সমন্বয়ক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে এই ঘটনায়

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ সফর করতে চান ফিফা

প্রবাসীদের জন্যও উপকারী হবে। চলমান যুব উৎসবে আমন্ত্রণ পেলেও বাংলাদেশ সফর করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন ফিফা সভাপতি। এ সময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এসডিজি সমন্বয়কারী লামিয়া মুরশেদ এবং জেনেভায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক আরিফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে

জানায় গুম হওয়ার ব্যক্তিদের স্বজনদের সংগঠন 'মায়ের ডাক'। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর এই সাবেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ফোনে আড়িপাতা এবং গুপ্তহত্যায় শেখ হাসিনাকে সহযোগিতা দেওয়ার সরাসরি অভিযোগ তুলেছিলেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও বিরোধী নেতারা। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ঠেকাতে ডিজিটাল ক্র্যাকডাউনের হোতা ছিলেন জিয়াউল আহসান।

বিচারকরা ১১৬ অনুচ্ছেদের কারণে

বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠনের প্রক্রিয়া থেমে গেছে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এই অনুচ্ছেদ বাতিল হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ মিলবে এবং বিচারের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হবে না। এ ছাড়া ১১৬ অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারকদের ওপর সরকারের প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন তিনি। হাইকোর্ট গত ২৭ অক্টোবর একটি রুল জারি করেছিল, যাতে বলা হয়েছিল সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ কেন অসাংবিধানিক হবে না।

এই রুলের ওপর বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) শুনানি অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদ উদ্দিন, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া রিট আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের ১০ জন আইনজীবী, যারা এই রুল জারির জন্য আদালতে আবেদন করেছিলেন। আইনজীবীরা বলেছেন, ১১৬ অনুচ্ছেদ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এতে বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধির বাস্তবায়ন আইন মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত থাকে। রিট আবেদনে বলা হয়, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য ১১৬ অনুচ্ছেদ বাতিল করা আবশ্যক। যদি এটি বাতিল করা হয়, তবে বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিচারের স্বাধীনতা পূর্ণরূপে কার্যকর হবে। এ ছাড়া রিট আবেদনে আরো বলা হয়েছে, যে ২০১৭ সালে প্রণীত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (ডিসিপ্লিনারি) রুলস-এর সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। আবেদনকারীরা দাবি করেছেন, এই রুলসের মাধ্যমে বিচারকদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং তারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছেন না। রিট আবেদনে আইন মন্ত্রণালয়, বিচার বিভাগ এবং সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারকে বিবাদী করা হয়েছে। আবেদনে একটি পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আদালতের নির্দেশনা এবং ২০১২ সালের আদেশ অনুযায়ী অগ্রগতি রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্যও নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিচারকদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা এবং বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমে সরকারের হস্তক্ষেপ কমানোর জন্য এই রিট আবেদন করা হয়েছে।

টাকা জমানো দুরাশা, সঞ্চয়

। বড় কোনো দুর্ঘটনা হলেই হাত পাততে হয় অন্যের কাছে। শরিফুল বলেন, 'একটা সময় মেসে থেকে পড়াশোনা করেছি। তখন যেমন টানাপোড়েন ছিল, এখনো তেমনই আছি। এখন আয় বেড়েছে, সঙ্গে ব্যয়ও। বাচ্চার পড়াশোনা, বাসাভাড়া, নিত্যপণ্য আর যাতায়াতের পেছনেই সব চলে যায়। বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে থেকে গেছি। গত মাসে মায়ের অপারেশনের জন্য ৪৫ হাজার টাকার প্রয়োজন ছিল সেটাও ধার করে সেরেছি।' গ্রামে পরিবার পাঠিয়ে দিয়ে সাবলেটে উঠেছেন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা মারুফ। তিনি বলেন, 'একটা সময় কিছুটা সঞ্চয় ছিল। পরে বিয়ে হলো, মা-বাবা ও স্ত্রীকে ঢাকায় আনলাম। চলেছি দুই বছর। এতেই সঞ্চয় ভাঙতে হয়েছে। তিন মাস হলো পরিবারকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছি। সময় পেলে গ্রামে যাই। অন্তত খরচটা কমেছে। এছাড়া উপায় ছিল না। সন্তান বড় হলে হয়তো নিয়ে আসতে হবে, ততদিনে সঞ্চয় করার চেষ্টা থাকবে।' কমেছে কোটিপতির সংখ্যা : রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোর সার্বিক কর্মকাণ্ডে। আমানত প্রবাহ কমেছে এ দুই খাতেই। আগের প্রান্তিকে বাড়লেও এখন কমেছে কোটিপতিদের আমানত। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত সবশেষ হিসাব বলছে, সেপ্টেম্বর শেষে অন্তত ২৬ হাজার কোটিপতি যাদের সবাই এক কোটি টাকার বেশি অর্থ উত্তোলন করেছেন। তাদের টাকা উত্তোলনের কারণে ব্যাংক হিসাবের ব্যালেন্স দেড় হাজারের বেশি মানুষের কোটি টাকার নিচে নেমেছে। গত বছরের জুন প্রান্তিক শেষে ব্যাংকে আমানত ছিল ১৮ লাখ ৩৯ হাজার কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর প্রান্তিক শেষে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা। জুন প্রান্তিকের তুলনায় সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ব্যাংকগুলোতে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা কমেছে এক হাজার ৬৫৭ জন। জুন শেষে ব্যাংকে কোটিপতি আমানতকারী ছিলেন এক লাখ ১৮ হাজার ৭৮৪ জন। পরের প্রান্তিক সেপ্টেম্বরে তা কমে দাঁড়িয়েছে এক লাখ ১৭ হাজার ১২৭ জনে। কোটিপতিদের আমানতও কমেছে।

সঞ্চয়পত্র বিক্রিতে ভাটা : সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের অন্যতম মাধ্যম সঞ্চয়পত্র বিক্রিও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে। মূলত ধারাবাহিক উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সঞ্চয় করার ক্ষমতা কমছে মানুষের। সঞ্চয়পত্র বিক্রিতে এর প্রভাব অনেক দিন ধরে দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরের প্রথম তিন (জুলাই-সেপ্টেম্বর) মাসে ১৪ হাজার ৯৯২ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বিক্রি হয়েছিল ২১ হাজার ৬৫৬ কোটি টাকা। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে নতুন করে সঞ্চয়পত্র বিক্রি কমেছে সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা বা ৩১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে সঞ্চয়পত্রের আসল বাবদ গ্রাহকদের পরিশোধ করা হয়েছে ছয় হাজার ৬৫৯ কোটি টাকা। গত অর্থবছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৯২১ কোটি টাকা। সে হিসাবে এক বছরে সঞ্চয়পত্রের আসল পরিশোধ বাবদ সরকারের খরচ কমেছে ১৬ হাজার ২৬২ কোটি টাকা।

আমানত রাখার বদলে তুলছেন গ্রাহক : নানান অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আর ঋণ জালিয়াতির কারণে গত দুই বছর তীব্র তারল্য সংকটে রয়েছে প্রায় ১২ ব্যাংক। আওয়ামী লীগ সরকার আমলে চট্টগ্রামভিত্তিক শিল্পগোষ্ঠী এস আলমের নিয়ন্ত্রণে ছিল আটটি ব্যাংক। পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এস আলমের নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যাংকগুলোতে তারল্য সংকট আরও প্রকট হয়। ব্যাংকগুলো নিয়ে গ্রাহকের আস্থা কমে যাওয়ায় তারা টাকা তোলা শুরু করেন। এতে ব্যাংকগুলোয় নতুন করে আমানত রাখার পরিবর্তে তোলার পরিমাণ বেড়েছে। এ কারণে তীব্র হয়েছে তারল্য সংকট। দুর্বল হয়ে পড়া ব্যাংকগুলোকে তারল্য গ্যারান্টি দিতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে। টাকা ছাপিয়েও দেওয়া হচ্ছে তারল্য সহায়তা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা বলেন, 'ব্যাংকে গ্রাহকের আমানতের টাকা নিয়ে আতঙ্কের কিছুই নেই।'

তবে ব্যাংকাররা বলছেন আস্থাহীনতা নয়, বরং উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে চলতে পারছেন না গ্রাহক। এতে টাকা তুলে নিচ্ছেন তারা। এ বিষয়ে ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু বলেন, 'মূল্যস্ফীতির কারণে নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে। এর বিপরীতে আয় বাড়েনি। অনেক গ্রাহক চলতে পারছেন না। বাধ্য হচ্ছেন সঞ্চয় ভেঙে খরচ চালাতে।' সাবিহা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। পেনশনের একটা অংশ দিয়ে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করেন তিনি। ছেলের সঙ্গে থাকছেন ঢাকায়, বাসায় নাতিদের সময় দেন। তবে ছেলের আয় ও নিজের সঞ্চয়পত্রের মুনাফা (৫৫ হাজার টাকা) দিয়েও সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে তাদের। সাবিহা আহমেদ বলেন, 'আমার এক ছেলের ওপর সংসার চলে। আমার যা সঞ্চয়পত্রের লাভ তা দিয়ে চিকিৎসাসহ অন্য খরচ চলছিল। কিন্তু সব কিছুর দামের সঙ্গে পাল্লা দিয়েও ব্যর্থ হয়েছি। এখন ছেলেকে টাকা দেবো। সে চাকরির পাশাপাশি ব্যবসা করবে। আমি সঞ্চয় ভাঙতে এসে দেখি আমার মতো অনেকেই ভাঙছেন।' অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'অনেক সমস্যা যা কি না চলে আসছিল এবং এখনো চলমান। উচ্চ মূল্যস্ফীতি এর মধ্যে অন্যতম। যে কারণে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, জীবনমানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রেই সরবরাহ চেইনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হচ্ছে। চাহিদা ও জোগানের মধ্যে পার্থক্য এজন্য দায়ী। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি দিয়েও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর প্রতিফলন এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। আরও একটু সময় লাগবে হয়তো।' দেশের মানুষের নানান সংকটের মূলে যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি সেটা সরকারও অবগত। এ নিয়ে পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের। এ বিষয়ে পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ একনেক সভায় বলেন, 'সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা। কোনো জিনিসের মূল্য একবার বাড়লে সেটি কমানো কঠিন। তবে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।'

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। অর্থনৈতিক দিক থেকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা। সেখানে খাদ্য মূল্যস্ফীতিই বড় চ্যালেঞ্জ। খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি গত দুই মাসে কমেছে কিছুটা। খানিকটা কমেছে, তবে বাড়েনি। কিন্তু খাদ্য মূল্যস্ফীতি তো এখন প্রায় ১৩। দরিদ্র মানুষের জন্য সংকট এটা। সরকার বাজার ব্যবস্থাপনায় পুরোনো কৌশলগুলো চালিয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা গেলে মানুষের সংকটও দূর হবে।'

আন্দোলনকারীদের সরকারের অংশ হওয়া উচিত

আমরা অনুতপ্ত, আমরা অন্যায় করেছি, আমরা ক্ষমা চাচ্ছি। যারা আওয়ামী লীগের নিরব সমর্থক তারাও সেটা আশা করেছিলেন, যে আগস্ট থেকে জানুয়ারি এই ছয় মাসে অন্তত ছয় জন নেতা প্রকাশ্যে, অডিও বা ভিডিওতে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু তাদের মধ্যে সেই চেতনা আসেনি। যাদের মধ্যে সেই চেতনা আছে তাদেরকে নিয়ে ঐক্যের চিন্তা করতে হবে। তারপর কে যুক্ত হবে কে হবে না সেটা সময় বলে দিবে। ঐক্যের ভিত্তি হবে বাংলাদেশ উল্লেখ করে তিনি বলেন, একসময় আমাদের কিছু জাতীয় পর্যায়ের নেতা বা অভিভাবক ছিলেন যারা বিভিন্ন সংকটে মধ্যস্থতা করেছেন। এখন সেরকম নেতা বা অভিভাবক আমাদের মধ্যে আছে বলে টের পাই না। যারা ছিলেন তারা হতে পারতেন। কিন্তু তাদেরকে অপদস্থ ও কারা অন্তরালে নিয়ে এমন অবস্থা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে বিতৃষ্ণা হয়েছে এখন তারা সেই দায়িত্বে আসতে চান না। ইনস্টিটিউটগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের চেয়ে অনেক নোংরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি ভারতে এবং ইউরোপের অনেক দেশে রয়েছে। কিন্তু তাদের ইনস্টিটিউটগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। আমরা সেই জায়গাটিতে ব্যর্থ হয়েছি স্বাধীনতার পর থেকেই। প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকমতো গড়ে তুলতে পারলে আকাম-কুকাম করার আগে অন্তত চিন্তা করতো। সেই ঐক্যের দিকেও আমাদের জোর দেওয়া উচিত। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সম্পাদক ও ডাকসুর সাবেক ভিপি রাগীব আহসান মুন্না; গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি; শিক্ষাবিদ, ভূরাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) আমিনুল করিম; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. স্নিগ্ধা রিজওয়ানা। আলোচনার মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট তুহিন খান।

১৬ বছর পর বিডিআরের

৪৬৮ জনের মুক্তি আটকে আছে। হত্যা মামলায় ৮৫০ জনের বিচার শেষ হয় ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর। যেখানে ১৫২ জনের ফাঁসি ছাড়াও ১৬০ জনের যাবজ্জীবন ও ২৫৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়। এছাড়া খালাস পান ২৭৮ জন। ২০১৭ সালের ২৭ নভেম্বর সেই মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের রায় দেন হাইকোর্ট। রায়ে ১৩৯ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়। সেই সঙ্গে যাবজ্জীবন সাজা দেয়া হয় ১৮৫ জনকে। পাশাপাশি আরও ২২৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়। আর খালাস পান ২৮৩ জন। তবে হাইকোর্টের রায়ের আগে ১৫ জনসহ সব মিলিয়ে ৫৪ জন আসামি মারা গেছেন। ফলে হত্যা মামলায় হাইকোর্টের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে ২২৬ জন আসামি আপিল ও লিভ টু আপিল করেছেন। অন্যদিকে হাইকোর্টে ৮৩ জন আসামি খালাস এবং সাজা কমানোর রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করেছে রাষ্ট্রপক্ষ। এসব আপিল ও লিভ টু আপিল এখন শুনানির অপেক্ষায়। এদিকে বিস্ফোরক আইনের মামলায় ৮৩৪ জন আসামির বিরুদ্ধে বিচারকাজ শুরু হয় ২০১০ সালে। কিন্তু মাঝপথে বিস্ফোরকের মামলার কার্যক্রম এক প্রকার স্থগিত রেখে শুধু হত্যা মামলার সাক্ষ্য উপস্থাপন করে রাষ্ট্রপক্ষ। যে কারণে এই মামলার বিচার ঝুলে যায়। ক্ষমতার পালাবদলের অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেয়ার পর বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনার তদন্ত পুনরায় শুরুর দাবি উঠে। গত ১৯ ডিসেম্বর অভিযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যান শহিদ পরিবারের সদস্যরা। এই হত্যাকাণ্ড পুনঃতদন্তের জন্য গত ২৪ ডিসেম্বর আ ল ম ফজলুর রহমানকে প্রধান করে কমিশন গঠন করে ৯০ দিনের সময় দিয়েছে সরকার।

খালেদার সময় দেখিয়ে হাসিনা আমলের চুক্তি বাস্তবায়ন

ডিজেল কেনা লাভজনক ছিল। কিন্তু এখন অনুমোদনের সময় নেগোশিয়েট করার সুযোগ থাকলেও সেই সুযোগ না নিয়ে করে শেখ হাসিনার আমলের চুক্তির কথা আড়ালে রেখে ডিজেল আনার প্রক্রিয়া চলছে। যে সময়ের এসওপির কথা বলা হচ্ছে সেটা ২০০৪ সালের। সেসময় বিএনপি সরকার ক্ষমতায়। তখন ভারতের কাছ থেকে ডিজেল আমদানি হতো রেল ওয়াগনে। মৈত্রী পাইপলাইনের বিষয়টি তখন আসেইনি। ভারতের সঙ্গে করা চুক্তি এবং বিগত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এনআরএল থেকে চলতি ২০২৫ সালে (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত) পাইপলাইনে এক লাখ ৩০ হাজার টন (১০ শতাংশ কমবেশি) ডিজেল আমদানির প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে চিঠি দিয়েছে বিপিসি। চিঠিতে উল্লেখ করা তথ্য অনুযায়ী, ভারতের শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপোতে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের (আইবিএফপিএল) মাধ্যমে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এসব ডিজেল আমদানি করা হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের চুক্তি কৌশলে এড়ানোর চেষ্টা গত ১২ জানুয়ারি বিপিসি চেয়ারম্যান মো. আমিন উল আহসান স্বাক্ষরিত প্রত্যয়ন করা ওই চিঠিতে বিগত আওয়ামী সরকারের চুক্তির বিষয়ের সূত্র উল্লেখ না করে ২০০৪ সালের ২১ জুলাই তারিখের ওই সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি প্রজ্ঞাপনের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনের স্মারক নং- মপবি/শাঃক্রঃ/বিবিধ-৩(৪)/২০০২-১৯২ অনুসারের বর্ণিত প্রস্তাবের বিষয়ে নিম্নরূপ প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে: '২০০৪ সালের ৩ মার্চ তারিখের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং- মপবি/শাঃক্রঃ/ক্রয়-২/২০০৪-৪৮ এর সিদ্ধান্ত ১(খ) এর আলোকে নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেডের কাছ থেকে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউরের (এসওপি) আওতায় ২০২৫ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর সময়ে এক লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন (১০ শতাংশ কমবেশি) ডিজেল (০.০০৫ শতাংশ সালফার) প্রিমিয়াম ব্যারেলপ্রতি ৫ দশমিক ৫০ মার্কিন ডলারে প্রিমিয়াম ও রেফারেন্স মূল্য বাবদ দেশীয় মুদ্রায় প্রায় এক হাজার ১৩৭ কোটি ৯৬ লাখ টাকা ব্যয় আমদানির লক্ষ্যে প্রিমিয়াম নির্ধারণ/স্থিতিকরণ বিষয়ে আলোচনা নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে বিপিসি কর্তৃক জি-টু-জি ভিত্তিতে ক্রয়/সংগ্রহ চুক্তি সংক্রান্ত প্রচলিত রীতি ও আইন-কানুন পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে। বিবেচ্য প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বিধানের পরিপন্থি নয় বা এক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম-নীতির কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। উপস্থাপিত কাগজপত্র বর্ণিত তথ্য সুস্পষ্টভাবে সার-সংক্ষেপে প্রতিফলিত হয়েছে এবং কোনো বস্তুনিষ্ঠ/উল্লেখযোগ্য তথ্য সার-সংক্ষেপে অনুল্লিখিত নেই।' বিপিসি চেয়ারম্যানের এই প্রত্যয়ন পর্যালোচনা করে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জ্বালানি বিভাগের এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, 'বিপিসি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নে বিগত সরকারের সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনে তেল আনার ক্ষেত্রে যে চুক্তি হয়েছে কিংবা ওই চুক্তির আলোকে যে নেগোশিয়েট হয়েছে, সেই নেগোশিয়েট পত্রে সূত্রে উল্লেখ না করে ২০০৪ সালের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এসওপির (স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর) সূত্র উল্লেখ করে নুমালীগড় রিফাইনারি থেকে এক লাখ ৩০ হাজার টন ডিজেল কেনার প্রস্তাবের বিষয়ে প্রত্যয়ন করেন বিপিসি চেয়ারম্যান।' তিনি বলেন, এখানে কৌশলে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি প্রত্যয়নে উল্লেখ না করে ২০০৪ সালের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৪ সালে বিএনপি ক্ষমতায় ছিল। তখন পাইপলাইন নিয়ে কোনো কথাই জ্বালানি বিভাগে ছিল না। ভারত থেকে ডিজেল আসতো ট্রেন ওয়াগনে। এসওপিটি করা হয়েছিল ওই ওয়াগননির্ভর। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের চুক্তির বিষয়টি প্রত্যয়নে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানেও সিঙ্গাপুরভিত্তিক সরবরাহকারীদের চেয়ে বেশিতে প্রিমিয়াম ধরা হয়েছে। এতে ভারত থেকে পাইপলাইনে আমদানি করা ডিজেল পরিবহনে দেশের লোকসান হবে।' আরেক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন যখন হয় তখন ব্যারেলপ্রতি ৮ ডলারের বেশি দিয়েও আমরা ডিজেল আমদানি করেছিলাম। তখন এনআরএল থেকে ডিজেল আনতে ব্যারেলপ্রতি সাড়ে ৫ ডলার কম ছিল। ওই পরিস্থিতিতে বিপিসি হয়তো লাভবান হতো। এখন যেহেতু জাহাজে করে ডিজেল আমদানিতে প্রিমিয়াম কম হচ্ছে, সেক্ষেত্রে পাইপলাইনে জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে নতুন করে নেগোশিয়েট করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।' এ বিষয়ে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা অধ্যাপক এম শামসুল আলম বলেন, 'জ্বালানি নিয়ে বিগত সময়ে ভারতের সঙ্গে সবগুলো চুক্তিতেই দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। এখানে ব্যক্তি ও কমিশন প্রাধান্য পেয়েছে। শুধু পাইপলাইনে ভারত থেকে ডিজেল আমদানি নয়, সবগুলো চুক্তিই নতুন করে রিভিউ করা দরকার। আইনগতভাবে দেশের জন্য ক্ষতিকর সব চুক্তি বাতিল করা উচিত।' তিনি বলেন, 'সিঙ্গাপুরভিত্তিক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে জি টু জি ভিত্তিতে পেট্রোলিয়াম জ্বালানি সরবরাহ করে। চলতি জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য ডিজেল আমদানিতে যেখানে ব্যারেলপ্রতি ৫ ডলার ১১ সেন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে, সেখানে একই সময়ে পাইপলাইনে ভারত থেকে ব্যারেলপ্রতি সাড়ে ৫ ডলার প্রিমিয়ামে ডিজেল আমদানির কোনো হেতু নেই। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাতিল করা দরকার।' যা বলছেন বিপিসি চেয়ারম্যান আগের বছরের চুক্তির ভিত্তিতে এনআরএল থেকে ডিজেল আমদানির বিষয়ে বিপিসির চেয়ারম্যান ও সরকারের সচিব আমিন উল আহসান বলেন, 'চুক্তি তো পরিবর্তন হয় না, শুধু প্রতিবছর কী পরিমাণ জ্বালানি কেনা হবে, সেটার বিষয়ে নেগোশিয়েট (সমঝোতা) হয়।' এ বিষয়ে প্রত্যয়নের প্রয়োজন পড়ে কি না জানতে চাইলে বিপিসির চেয়ারম্যান বলেন, 'প্রত্যয়নের বিষয় না, ওদের (ভারত) সঙ্গে আমরা একটি জি টু জি (সরকার টু সরকার) মিটিং করি। কী পরিমাণ তেল আমরা ২৫ সালের জন্য নেবো সেটা নির্ধারণ করেছি। ২০২৫ সালের জন্য আমরা এক লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল কেনার বিষয়ে নেগোশিয়েট করেছি।' সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন পর্যায় থেকে বিগত সময়ে ভারতের সঙ্গে করা চুক্তিগুলো রিভিউ করার যে দাবি উঠেছে, সেক্ষেত্রে এনআরএল থেকে জ্বালানি আমদানির চুক্তিটি রিভিউ করা বিষয়ে সরকারের পর্যায় থেকে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে আমিন উল আহসান বলেন, 'বিষয়টি আমি জানি না। ওদের (ভারত) সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি আছে প্রতিবছরের মতো এবছরেও সরকারের অনুমোদন নিয়ে তেল আনবো। এখন যে পরিমাণ তেল আনার নেগোশিয়েট হয়েছে, সেটার বিষয়েও কেবিনেটের (মন্ত্রিপরিষদ) অনুমোদন নেওয়া হবে।' ব্যারেলপ্রতি সাড়ে পাঁচ ডলার যে প্রিমিয়াম আগে থেকে নির্ধারিত আছে তা কমানো কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ওই প্রিমিয়াম আগে থেকেই ফিক্সড। ওইটা কমবেশি হবে না।' তবে নিজের স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নে বিগত সরকারের সময় করা চুক্তির রেফারেন্স উল্লেখ না করে ২০০৪ সালের ওই সময়ে বিএনপি সরকারের আমলের মন্ত্রিসভার প্রস্তাবের একটি এসওপির রেফারেন্স উল্লেখ করার বিষয়ে বিপিসির চেয়ারম্যান বলেন, 'প্রতিদিন কত চিঠি কিংবা প্রত্যয়ন সাইন করতে হয়। এখানে কী লেখা হয়েছে, তা আমি না দেখে বলতে পারবো না।'

যে দামে আমদানি সূত্রমতে, ভারতের এনআরএল থেকে এক লাখ ৩০ হাজার টন (১০ শতাংশ কমবেশি) পরিশোধিত ডিজেল আমদানি হবে। বিপিসির তথ্য অনুযায়ী, প্রতি টনে ৭ দশমিক ৪৬ ব্যারেল হিসাব করা হয়। সে হিসেবে ১ লাখ ৩০ হাজার টনে দাঁড়ায় ৯ লাখ ৬৯ হাজার ৮০০ ব্যারেল। ১০ শতাংশ বাড়িয়ে হিসাব করলে হবে ১০ লাখ ৬৬ হাজার ৭৮০ ব্যারেল। এনআরএল থেকে ডিজেল আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি ব্যারেলে প্রিমিয়াম ধরা হয়েছে ৫ ডলার ৫০ সেন্ট। জাহাজে করে আমদানিরক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরভিত্তিক সরবরাহকারীদের সঙ্গে প্রিমিয়াম নির্ধারিত হয়েছে ব্যারেলপ্রতি ৫ ডলার ১১ সেন্ট। এতে এনআরএল থেকে ডিজেল আমদানিতে প্রতি ব্যারেলে ৩৯ সেন্ট বেশি দিতে হবে। প্রিমিয়ামখাতে চার লাখ ১৬ হাজার ডলার অতিরিক্ত ব্যয় হবে বিপিসির, বাংলাদেশি টাকায় যা পাঁচ কোটি টাকার বেশি। আমাদের দেশে বছরে প্রায় ৭০ লাখ টনের মতো পেট্রোলিয়াম জ্বালানির চাহিদা রয়েছে। দেশের চাহিদা পূরণের জন্য পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে বিপিসি। এর মধ্যে ১৫ লাখ টন ক্রুড (অপরিশোধিত) অয়েল আমদানির পর ইস্টার্ন রিফাইনারির মাধ্যমে পরিশোধন করে বাজারে সরবরাহ করে। অন্যদিকে জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহকারী বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান থেকে জি টু জি এবং আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি করে বিপিসি। বিপিসির তথ্য অনুযায়ী, সবশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিপিসি ৫০ লাখ ৬৩ হাজার ৯০৫ মেট্রিক টন পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম জ্বালানি পণ্য আমদানি করে। এর মধ্যে ৩৫ লাখ ৩৫ হাজার ৩০৭ মেট্রিক টন ডিজেল, ২ লাখ ৫৯ হাজার ৭৯০ টন অকটেন, ৫ লাখ ৯২ হাজার ৯৬৫ টন জেট এ-১, ৬ লাখ ৬০ হাজার ৮৫৭ টন ফার্নেস অয়েল এবং ১৪ হাজার ৯৮৬ টন মেরিন ফুয়েল। পাশাপাশি একই অর্থবছরে ১৩ লাখ ৭ হাজার ৬৬৮ টন ক্রুড অয়েল আমদানি করে বিপিসি। ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিপিসির প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দেশের উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা আরও দ্রুত, সুষ্ঠু ও ব্যয়সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেডের শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল-ভারত থেকে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ডিপোতে ডিজেল আমদানির জন্য প্রকল্পটি নেওয়া হয়। প্রকল্পে ১৩১ দশমিক ৫৭ কিলোমিটার পাইপলাইন। এর মধ্যে বাংলাদেশ অংশে রয়েছে ১২৬ দশমিক ৫৭ কিলোমিটার। ভারতের অংশে শুধু পাঁচ কিলোমিটার।

সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ সংশোধন চেয়ে

নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রধান বিচারপতিকে সহায়তা করতে এই অধ্যাদেশ অনুসারে বাছাই করে সুপারিশের জন্য একটি স্থায়ী কাউন্সিল থাকবে, যার নাম হবে 'সুপ্রিম জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল'। প্রধান বিচারপতি হবেন সাত সদস্যের এই কাউন্সিলের চেয়ারপারসন। কাউন্সিলের সদস্যরা হলেন আপিল বিভাগে কর্মে প্রবীণতম বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগে কর্মে প্রবীণতম বিচারক, বিচার-কর্ম বিভাগ (অধস্তন আদালত) থেকে নিযুক্ত হাইকোর্ট বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারক, চেয়ারপারসনের মনোনীত আপিল বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, অ্যাটর্নি জেনারেল (পদাধিকারবলে বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান) এবং চেয়ারপারসনের মনোনীত একজন আইনের অধ্যাপক বা আইন বিশেষজ্ঞ। সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল এই কাউন্সিলের সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন বলে ৪ ধারায় বলা হয়। ৬ ধারায় কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিয়ে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়, কাউন্সিল এই অধ্যাদেশ অনুসারে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাছাই করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়ন করবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৫ ও ৯৮ এর অধীন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ও অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের জন্য কাউন্সিল সংবিধানে বর্ণিত যোগ্যতার সম্পূরক হিসেবে কয়েকটি বিবেচনা করবেন। আইনজীবী আজমল হোসেন বলেন, 'কাউন্সিলে হাইকোর্ট বিভাগ থেকে দুইভাগে দুজন বিচারক থাকবেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমিতির কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই। আর রেজিস্ট্রার জেনারেলকে করা হয়েছে সদস্য সচিব। সেখানে স্বার্থের সংঘাত রয়েছে। এছাড়া বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫ বছর। এতে অনেক যোগ্য লোক বঞ্চিত হবেন। তাই নোটিশ পাঠানো ব্যক্তি আইনজীবী কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, কাউন্সিলের সচিব, কাউন্সিলের ক্ষমা ও কাজ এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগের সুপারিশ সংক্রান্ত ধারা সংশোধন চেয়েছেন। নোটিশ পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। না হলে এ বিষয়ে নোটিশ পাঠানো ব্যক্তি আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও নোটিশ উল্লেখ করা হয়।

'নির্বাচনী এজেন্টদের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ নয়। তবে ভোটকেন্দ্রে যিনি দলের থাকবেন তার সঙ্গে যদি আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি তাহলে ভালো ফল পাবো।' এসময় তিনি আরও জানান, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি।

ফলের ওপর শুল্ককর বৃদ্ধিতে

বাজারে বিক্রেতারা। এদিকে ফল কেবল বিত্তশালীদের খাবার নয়। ডেঙ্গু ও সাধারণ জ্বরের রোগীর পথ্য হিসেবে বাড়তি চাহিদা থাকে মাল্টাসহ বিভিন্ন ফলের। এছাড়া রমজানের ঠিক আগমুহূর্তে ফলের দাম বৃদ্ধিতে নিম্ন আয়ের মানুষের ফল ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্রেতারা। বর্তমানে খুচরা বাজারে এক কেজি আপেল প্রকার ভেদে ৩০০-৩৬০ টাকা, মালটা কেজি ৩০-৩২০ টাকা, কমলা ২৫০-৩০০ টাকা এবং আঙুর প্রকার ভেদে ৪৫০-৫০০ টাকা, ডালিম ৪৫০-৫৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। সাধারণ ক্রেতা রাবেয়া বেগম জানান, কেজিতে ফলের দাম ৩০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। সামনে রমজানে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। বেনাপোল খুচরা বাজারের ফল বিক্রেতা রফিক জানান, শুল্ককর বেড়েছে বলে আমদানিকারকেরা বেশি দাম নেওয়ায় খুচরা বিক্রেতাদের বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। দাম বাড়ায় ক্রেতাও কমেছে। বেনাপোল স্থলবন্দর উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ কেন্দ্রের উপ সহকারী শ্যামল কুমার নাথ জানান, শুল্ককর বৃদ্ধিতে হঠাৎ করে ফলের আমদানি কমেছে। তবে যে সব ফলজাতীয় পণ্য আসছে দ্রুত খালাসে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

খোলাবাজার থেকে দুই ট্রাক বিনামূল্যের পাঠ্যবই

থেকে দশম শ্রেণির বিনামূল্যের সরকারি পাঠ্যবই বিক্রির উদ্দেশে মজুদ করেছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুই ট্রাক বই জব্দ করা হয়। যেখানে বিভিন্ন শ্রেণির প্রায় ১০ হাজার বই রয়েছে। সিরাজুল ও দেলোয়ারের বাইরেও আরও বেশ কয়েকটি চক্রের তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের গ্রেপ্তারে ডিবির তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। জব্দ করা বইগুলোর বিষয়ে আদালতকে জানানো হবে। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী এনসিটিবিকে হস্তান্তরের কথাও জানান ডিবির এই কর্মকর্তা। এক প্রশ্নের জবাবে ডিবির যুগ্ম কমিশনার বলেন, 'বইগুলো পরিবহনের জন্য যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়, একটা চক্র বইগুলো নিয়ে যায়। এরপর অতিরিক্ত বই এনে খোলা বাজারে বিক্রি করে। অতিরিক্ত বই ছাপানোর সুযোগ রয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'যারা সরকারি কার্যাদেশ পেয়ে থাকে এ রকম ১১৬টি প্রেসে বই ছাপানো হয়। ঢাকার বাংলাবাজার এবং ঢাকার বাইরেও কয়েকটি প্রেসে ছাপানো হয়। অতিরিক্ত বই ছাপানোর সুযোগ আছে কিনা বিষয়টা তদন্তাধীন। যদি অনুসন্ধানে পাই অতিরিক্ত বই ছাপানো হয়েছে, তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এনসিটিবি অথবা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কেউ জড়িত কিনা জানতে চাইলে মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম বলেন, এনসিটিবির দুটা গোডাউন রয়েছে, একটা তেজগাঁও ও আরেকটা টঙ্গীতে। সেখানেই বইগুলো সংরক্ষণ করা হয়। এর বাইরে কোথাও সংরক্ষণের সুযোগ নেই। ভেতরের কারও সংশ্লিষ্টতা পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গ্রেপ্তার সিরাজুল ১০ বছর আগে একই অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ছিল জানিয়ে ডিবির এই কর্মকর্তা বলেন, এবার তার গোডাউন থেকেই বইগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। সে ১০-১২ টাকা করে বইগুলো কিনে ৮০-৮৫ টাকায় বিক্রি করে আসছিল। বিতরণ এবং পরিবহনের অনিয়মে কার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন আরও কিছু নাম আমরা পেয়েছি। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বছরের প্রথম দিন স্কুলে স্কুলে উৎসব করে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়ার রেওয়াজের শুরুটা হয়েছিল ২০১০ সালে। সেটা দেখা গেছে গত বছরেও। তবে ক্ষমতার পালাবদলের পর সেই উৎসবে ছেদ পড়েছে। নতুন বছরের প্রথম দুই দিনে ৪১ কোটি বইয়ের মধ্যে ১০ কোটি বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। বাকি বই ৩০ জানুয়ারির মধ্যেই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়ার আশা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সব বই না পাওয়া পর্যন্ত এনসিটিবির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বইয়ের পিডিএফ কপি নিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ছয় মাসে রাজস্ব আদায় এক লাখ ৫৬

তথ্য বলছে, আয়কর, ভ্যাট ও কাস্টমস-এই তিন খাতের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর মূসক বা ভ্যাটের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক। আয়কর খাতে ছয় মাসে চলতি অর্থবছর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৬ হাজার ৬৭ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। আদায় হয়েছে ৫২ হাজার ১৬২ কোটি ৪৯ লাখ টাকা। যেখানে গত অর্থবছর একই সময় আদায় হয়েছিল ৫০ হাজার ৮৪৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এই খাতে প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ৫৯ শতাংশ। অপরদিকে কাস্টমস খাতে প্রথমার্ধে ৬১ হাজার ৯৫২ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৪৯ হাজার ৮০ কোটি টাকা। যেখানে গত অর্থবছর একই সময় আদায় হয়েছিল ৪৮ হাজার ৭৮৩ কোটি ৮ লাখ টাকা। প্রবৃদ্ধি শূন্য দশমিক ৬১ শতাংশ। ভ্যাট খাতে ৭৬ হাজার ৩১৭ কোটি ৩৫ লাখ টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৫৫ হাজার ১৭৭ কোটি টাকা। তবে গত অর্থবছর একই সময় আদায় হয়েছে ৫৮ হাজার ৩৬০ কোটি ৪২ লাখ টাকা। অর্থাৎ ভ্যাট খাতে প্রথমার্ধে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাইনাস ৫ দশমিক ৪৫ শতাংশ। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৫ লাখ ৪১ হাজার কোটি টাকা। যা বার্ষিক মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ৯ দশমিক ৭ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা, আর অন্যান্য উৎস থেকে লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে ৬১ হাজার কোটি টাকা।

প্রধান উপদেষ্টার সফর থেকে ভালো

ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, ?দাভোসে প্রচুর প্রাইভেট সেক্টরের এমডি, সিইও'রা আসেন। তাদের সঙ্গে অনেক সরকার প্রধানদের আলাপ-আলোচনা হয়। এমডিদের দাভোসের ছোট ছোট রুমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলাপ হয়। এক ধরনের ডিল মেট হয়। এই দুই দিনে প্রচুর হেড অব গভর্মেন্টের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার, প্রায় ১০টার মতো হেড অব গভর্মেন্টের কথা বার্তা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বড় বড় কোম্পানি বাংলাদেশে ইনভেস্ট করতে চায়। তাদের সিইও'রা প্রফেসর ইউনূসের সঙ্গে দেখা করবেন। তারা বাংলাদেশ সর্ম্পকে জানতে চাইবেন, বাংলাদেশের বিজনেস অপরচুনিটি কী আছে সেটি নিয়ে জানতে চাইবেন। আমাদের তরফ থেকে বার বার বলছি যে, বাংলাদেশ ব্যবসার জন্য প্রস্তুত। বিজনেসের সেই ক্লাইমেট তৈরি হয়েছে। বিজনেস করার জন্য যে শর্তগুলো রয়েছে, সেগুলো যতটা সহজ করা যায় সেটা করা হয়েছে। চট্টগ্রাম পোর্টের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। প্রেস সচিব বলেন, ?অধ্যাপক ইউনূস যুক্তরাষ্ট্র, জার্মান, তুরস্ক, চায়নার ইনভেস্টরকে বাংলাদেশে ইনভাইট করছেন। তাদের বাংলাদেশে ইনভেস্ট করার জন্য বলছেন। বাংলাদেশে এখন তাদের জন্য প্রস্তুত। বাংলাদেশের যুবকদের দিয়ে তারা সহজেই বাংলাদেশকে এক্সপোর্ট হাব করা যেতে পারেন। আশা করছি, এটা থেকে ভালো কিছু রেজাল্ট পাবো।

এদিকে এরই মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা জার্মানির ফেডারেল চ্যান্সেলারির প্রধান ও বিশেষ কার্যাদির ফেডারেল মন্ত্রী উলফগ্যাং শ্মিট, বেলজিয়ামের রাজা ফিলিপ, থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেটংটার্ন সিনাওয়াত্রা, সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল পররাষ্ট্র বিভাগের ফেডারেল কাউন্সিলর ইগনাজিও ক্যাসিস, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই সংস্কৃতি ও শিল্প কর্তৃপক্ষের চেয়ারপারসন শেখ লতিফা বিনতে মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম, জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স শিসেকেদি, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রাক্তন মার্কিন বিশেষ দূত জন কেরি এবং প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারসহ অন্যান্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১৭তম

সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে পালন করবে এবং প্রয়োজনে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করবে না। অনুষ্ঠান শেষে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি চৌকষ দল সেনাপ্রধানকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। অনুষ্ঠানে সেনাসদর, আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ বিভিন্ন পদবীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রম সংশোধন চাওয়া

নর জন্য আপিল বিভাগে আবেদন করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি আদালতে বলেন, এটির দ্রুত শুনানি হওয়া উচিত। কারণ রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রমের এটি ঠিকমতো হয় না। পরে প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রমের এই মামলা শুনানির জন্যে রাখতে বলেন। ২০১৫ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রম ঠিক করে রায় দেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। যার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হয় ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর। রায়ে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক পদধারীদের পদক্রম ওপরের দিকে রাখা ও অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স বিষয়ে আপিল বিভাগের প্রকাশ করা পূর্ণাঙ্গ রায়টি লিখেছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেন। তার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের বেঞ্চের অন্য বিচারপতিরা হলেন বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা (সাবেক প্রধান বিচারপতি), বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা (সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি), বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী (সাবেক প্রধান বিচারপতি) ও বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী (আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি)। আপিল বিভাগের রায়ের পর্যবেক্ষণে প্রধান বিচারপতির পদক্রম এক ধাপ উন্নীত করে জাতীয় সংসদের স্পিকারের সমান এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের (স্বাধীনতা পদক, একুশে পদক ও মহান স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশগ্রহণের কারণে যেসব মুক্তিযোদ্ধা বীর উত্তম খেতাব পেয়েছেন) পদক্রমে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ৬২ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায়ের শেষাংশে বলা হয়, সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। তাই রাষ্ট্রীয় পদক্রমের শুরুতেই সাংবিধানিক পদধারীদের গুরুত্ব অনুসারে রাখতে হবে। জেলা জজ ও সমমর্যাদার বিচার বিভাগীয় সদস্যরা রাষ্ট্রীয় পদক্রমের ২৪ নম্বর থেকে ১৬ নম্বরে সরকারের সচিবদের সমপদে উন্নীত হবেন। অতিরিক্ত জেলা জজ ও সমমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অবস্থান হবে পদক্রমের ১৭ নম্বরে। এর আগে অতিরিক্ত জেলা জজদের অবস্থান রাষ্ট্রীয় পদক্রমে উল্লেখ ছিল না। ১৯৮৬ সালের পদক্রমে জেলা ও দায়রা জজদের ২৪ নম্বরে রাখা হয়। কিন্তু সমমর্যাদাসম্পন্ন বিবেচনায় কমান্ড্যান্ট মেরিন একাডেমি, জেলা প্রশাসক, ডিআইজি, এমনকি বিএসটিআইয়ের পরিচালকের পরে আছেন জেলা ও দায়রা জজ। অবশ্য রায়ে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় পদক্রম রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে। নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্র বা অন্য কোনো কার্যক্রমে এর ব্যবহার যেন না হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী, ১৯৮৬ সালে ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স তৈরি করে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর ওই বছরের ১১ সেপ্টেম্বর তা জারি করা হয়। পরে বিভিন্ন সময়ে তা সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ সংশোধন হয় ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে। সংশোধিত এই ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করা হয়। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক মহাসচিব মো. আতাউর রহমান ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স তৈরির ক্ষেত্রে সাংবিধানিক পদ, সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংজ্ঞায়িত পদগুলো প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিচের ক্রমিকে রাখা হয়েছে বলে এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০০৬ সালে রিটটি করেন। ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট আট দফা নির্দেশনাসহ ১৯৮৬ সালের ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স (সংশোধিত) অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে রায় দেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ ২০১১ সালে আপিল করে। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে নিযুক্ত বিশেষ কৌঁসুলি আবদুর রব চৌধুরী শুনানি করেন। রিট আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মো. আসাদুজ্জামান। রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, ১৯৭৫ সালে পদক্রমে প্রধান বিচারপতির অবস্থান স্পিকারের সঙ্গে ৪ নম্বরে ছিল। সে সময় উপরাষ্ট্রপতি ২ নম্বরে ছিলেন। কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি পদটি বিলুপ্ত হওয়ার পর ৩ নম্বর পদক্রম থেকে প্রধানমন্ত্রী পদটি ২ নম্বর পদক্রমে উন্নীত হয়। রাষ্ট্রপতি ১ নম্বর পদক্রমেই আছেন। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই স্পিকার ও প্রধান বিচারপতি একই পদক্রমে থাকা সত্ত্বেও পরে স্পিকারকে ৩ নম্বর পদক্রমে রেখে প্রধান বিচারপতিকে ৪ নম্বরে নামিয়ে দেওয়া হয়। এটা সংবিধানের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। তাই প্রধান বিচারপতিকে স্পিকারের সঙ্গে ৩ নম্বরে রাখতে হবে। পর্যবেক্ষণে আরও বলা হয়েছে, আপিল বিভাগের বিচারপতিরা এক ধাপ ওপরে তালিকার ৭ নম্বরে আসবেন। আপিল বিভাগের বিচারপতিরা এখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও প্রতিমন্ত্রীদের সঙ্গে পদক্রম ৮ নম্বরে আছেন। হাইকোর্টের বিচারপতি ও অ্যাটর্নি জেনারেল ৮ নম্বরে থাকবেন। এর আগে হাইকোর্টের বিচারপতিরা নির্বাচন কমিশনার ও প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের সঙ্গে পদক্রমের ৯ নম্বরে ছিলেন। এছাড়া পর্যবেক্ষণে সংসদ সদস্য এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে তিন ধাপ ওপরে ১২ নম্বরে এবং সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যানের পদক্রম এক ধাপ ওপরে ১৫ নম্বরে রাখতে বলা হয়েছে। পদক্রম অনুযায়ী এখন ১৫ নম্বর ধাপে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অ্যাটর্নি জেনারেলের সমান পদক্রমে আছেন। আর পুলিশের মহাপরিদর্শকের সঙ্গে ১৬ নম্বরে আছেন পিএসসির চেয়ারম্যান। পর্যবেক্ষণে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, সরকার আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী কাজ করবে।

জুলাই নৃশংসতা নিয়ে জাতিসংঘের

প্রতিবেদনও একই সময়ে প্রকাশিত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাদের পর্যবেক্ষণ, এসব প্রতিবেদন একটি অন্যটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। এ সময়ে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে সহায়তার জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রধানের কাছে আহ্বান জানান ড. ইউনূস। এ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দিয়ে তুর্ক বলেন, এ বিষয়ে মিয়ামারে জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত জুলি বিশপসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গেআলোচনা করা হবে। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবি থেকে সরকার পতন আন্দোলন এবং তার পরবর্তী সময়ে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে কাজ করেছে জাতিসংঘের তথ্য অনুসন্ধানী মিশন। ১ জুলাই থেকে ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে তারা। অভিযোগের সত্যতা উদঘাটন, দায়দায়িত্ব চিহ্নিতকরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের মূল কারণ বিশ্লেষণের পাশাপাশি এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে সুপারিশ করবে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং দল।

টাঙ্গাইলে ব্যবসায়ীকে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : টাঙ্গাইলের সখিপুরে আব্দুস সালাম মিয়া (৪৮) নামের এক মুদি দোকানিকে গলা কেটে হত্যার পর লাশ লেবুর বাগানে ফেলে গেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার চকচকিয়া শ্রীপুর গ্রাম থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত আব্দুস সালাম মিয়া উপজেলার চকচকিয়া শ্রীপুর গ্রামের মৃত আমির আলীর ছেলে। তিনি হাসানগঞ্জ চকচকিয়া বাজারে মুদির দোকান করতেন। স্থানীয়রা ও পুলিশ সদস্যরা জানান, আব্দুস সালাম গত বুধবার রাত ১০টার দিকে তার দোকান বন্ধ করে বাড়িতে ফিরছিলেন। তিনি বাড়ি না আসায় তার স্বজনরা সারা রাত খোঁজাখুঁজি করেন। পরদিন গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির পাশে একটি লেবুর বাগানে তার লাশ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। নিহতের স্ত্রী বাছাতন বেগম বলেন, 'আমার স্বামী তার দোকান বন্ধ বাড়িতে ফিরছিলেন। এ অবস্থায় তিনি নিখোঁজ হয়। পরে সম্ভাব্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাইনি। এক পর্যায়ে সকালে বাড়ির পাশে লেবু বাগানে লাশ দেখতে পাই। আমার স্বামীকে নির্মমভাবে গলা কেটে হত্যা করেছে। আমার হত্যার বিচার চাই। সখিপুর থানার ওসি জাকির হোসেন বলেন, 'লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। খুব দ্রুত হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করে আসামিদের গ্রেপ্তার করা হবে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

কনকনে ঠান্ডায় স্থবির নীলফামারীর জনজীবন

স্টাফ রিপোর্টার : নীলফামারীতে ঘন কুয়াশা আর কনকনে ঠান্ডায় জনজীবনে স্থবিরতা নেমে এসেছে। সারাদিন দেখা মিলছে না সূর্যের। সড়কে বাস ও দূরপাল্লার পরিবহনগুলো হেড লাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে। কনকনে ঠান্ডায় কাজে বের হওয়া মানুষজন চরম বিপাকে পড়েছেন। বিশেষ করে গরম কাপড়ের অভাবে কষ্টে ভুগছেন অসহায় মানুষজন। চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ নেই শীতবস্ত্রের। খোলা মাঠে গরম কাপড়ের দোকানে ক্রেতা ও বিক্রেতার উপচে ভিড় চোখে পড়ার মতো। জেলা শহরের হাই স্কুল মাঠে (বড় মাঠ) ও ফুটপাথে গরম কাপড় কিতে এসে, সদরের রামনগর ইউনিয়নের বাহালী পাড়া গ্রামের আব্দুল হক বলেন, গ্রাম ঘুরে মরিচ পেঁয়াজের দোকান ফেরি করে যা আয়, তাই দিয়ে পাঁচ সদস্যের পরিবার চলে। শীত থেকে রক্ষা পেতে বড় মাঠের লন্ড্রি বাজারে গরম কাপড়ের দোকানে এসেছি। যা দাম চাচ্ছে, তা আমার সামর্থ্যের বাইরে। জানতে চাইলে তিনি বলেন, ছোট বাচ্চার একটি ফুল হাতা সোয়েটার ৮০ টাকা, মেয়ের জন্য একটি পুরোনো কার্টিগান ১৬০ টাকা, আমার জন্য একটি ফুল হাতা সোয়েটার ১৮০ টাকা মিলে ৪২০ টাকায় নিলাম। এই টাকা আমার সাত দিন বাজার খরচ হতো। কিন্তু উপায় নাই, শীত থেকে শিশুদের রক্ষা করা বাবা হিসেবে আমার দায়িত্ব। এবার সরকারিভাবে কোন কম্বল বা সোয়েটার পাইনি। নীলফামারী পৌর শহরের নিউবাবু পাড়ার বাসিন্দা আলেয়া বেগম (৬৫) বলেন, মাঘ মাস পড়ছে, তাই প্রচুর ঠান্ডা। সকালের কনকনে ঠান্ডায় মেসে রান্নার কাজে যেতে পারিনি। দুপুর বেলা তাপ বাড়লে রাতেরসহ রান্না করে দিয়ে আসবো। কী করবো? কাম কাজ না করলে সংসার চলবে কীভাবে? সৈয়দপুর আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লোকমান হাকিম বলেন।

সাধন চন্দ্রের আয়কর নথি জব্দ

জ্ঞাত আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে অর্জনপূর্বক ভোগদখলে রেখেছেন। ৬৫টি ব্যাংক হিসাবে সন্দেহজনকভাবে ৪৩ কোটি চার লাখ ৪৭ হাজার ৩৭৫ টাকা লেনদেন করেছেন। মানিলন্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ অসৎ উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করার দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে অপরাধ করেছেন, যা শাস্তিযোগ্য। গত ১৯ ডিসেম্বর তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আসামির জ্ঞাত আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তার আয়কর নথির শুরু হতে ২০২৪-২৫ করবর্ষ পর্যন্ত আয়কর নথির স্থায়ী অংশ ও বিবিধ অংশসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় রেকর্ডপত্র/তথ্যাদি জব্দ করা একান্ত প্রয়োজন। গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনে বলা হয়, সাধন চন্দ্র মজুমদার দুদকের করা মামলায় জামিনে মুক্তি পেলে তার দখলীয় সম্পদ এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা অর্থ অন্যত্র হস্তান্তর করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া তিনি জামিনে মুক্তি পেলে তদন্তে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এ মামলায়ও তাকে গ্রেপ্তার দেখানো বিশেষ প্রয়োজন। শুনানি শেষে আদালত এ আদেশ দেন। ৩ অক্টোবর রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে সাধন চন্দ্র মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ। এরপর তাকে রিমান্ডেও নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি কারাগারে আছেন।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের

দক্ষতাসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন। অথচ বর্তমান চেয়ারম্যান একজন অতিরিক্ত সচিব। নিরাপদ খাদ্য আইনের ৯ ধারার কোনও যোগ্যতাই বর্তমান চেয়ারম্যানের নেই। তাই কোন যোগ্যতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বর্তমান চেয়ারম্যান তার পদে রয়েছেন, সে সম্পর্কে বিবাদীদের নোটিশ গ্রহণের তিন দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। উপযুক্ত জবাব দিতে ব্যর্থ হলে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়ের করা হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। এবিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার হুমায়ন কবির পল্লব বলেন, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের পদটি একটি টেকনিক্যাল পোস্ট। অথচ এখানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে একজন সরকারি আমলাকে, যার খাদ্য সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।

পলাতক ছাত্রলীগ নেত্রী পরীক্ষা না

গত বুধবার রাতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকত আলী তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গনসংযোগ বিভাগের দেওয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। বেরোবির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) তানজিউল ইসলামকে আহ্বায়ক, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দফতরের পরিচালক প্রফেসর ড. ইলিয়াছ প্রামানিককে সদস্য এবং গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হান্নান মিয়াকে সদস্য সচিব করা হয়েছে। কমিটিকে কোনও সময় বেঁধে না দিয়ে অবিলম্বে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এই কমিটি করে প্রশাসনের একটা নাটক সাজাচ্ছে। এদিকে তদন্ত কমিটি গঠন করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আলী। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগ ও শিক্ষক শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, বেরোবির ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সামনের সারিতে থাকতেন গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী সুরাইয়া ইয়াসমিন ঐশী। গত ১৬ জুলাই শহীদ আবু সাঈদ হত্যার পর থেকেই পলাতক রয়েছেন। তবে ছাত্রলীগ নেত্রী ঐশী পলাতক থাকলেও তাকে ছাড়াই গত ১৯ ডিসেম্বর মাসে গণিত বিভাগের মাস্টার্স প্রথম সেমিস্টারের ৫১০২ কোর্সের মিডটার্ম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাকে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য ৫ নম্বরসহ ২৫ নম্বরের মধ্যে ২১ নম্বর প্রাপ্ত দেখানো হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে গণিত বিভাগ সহ পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলপাড় শুরু হয়। এ নিয়ে বেরোবিতে ব্যাপক সমালোচনা তৈরি হয়। এ বিষয়ে ঐশীর সহপাঠীরা বলেন, ওই কোর্সের পরীক্ষার দিন আমাদের সঙ্গে তাকে পরীক্ষা দিতে দেখিনি। তবে অন্য সময় বা অন্য কক্ষে পরীক্ষা দিয়েছে কি না বলতে পারছি না। তবে জুলাই অভ্যুত্থানের পর থেকে ক্যাম্পাস থেকে উধাও হওয়া শিক্ষার্থী কীভাবে ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা দিল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষার্থীরা। এ বিষয়ে কোর্স শিক্ষক অধ্যাপক ড. রুহুল আমীন বলেন, আমি পরীক্ষা জুলাই-আগস্টের আগেই নিয়েছি। মাস্টার্স প্রথম সেমিস্টারের সব বিষয় আগেই শেষ করে ফেলছি আমরা। তখন সে পরীক্ষা দিয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। কিন্তু ওই ব্যাচের সিআরের দেওয়া পরীক্ষার নোটিশ থেকে জানা যায়, গণিত বিভাগের মাস্টার্স প্রথম সেমিস্টারের ৫১০২ কোর্সের মিডটার্ম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১০ ডিসেম্বর। এ বিষয়ে ওই বিভাগের পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক হান্নান মিয়া বলেন, সংশ্লিষ্ট কোর্স টিচাররা এসব দেখাশোনা করেন। তারা আমাদের রেজাল্ট দেন। আমরা সেটা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরে পাঠাই। অপরদিকে গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. কমলেশ চন্দ্র রায় বলেন, আমি জুলাই অভ্যুত্থানের পরে ওই শিক্ষার্থীকে বিভাগে কখনও দেখিনি। তার পরীক্ষার বিষয়ে আমার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেনি। সার্বিক বিষয়ে জানতে পলাতক ছাত্রলীগ নেত্রী সুরাইয়া ইয়াসমিন ঐশীর মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমি ওই পরীক্ষা দিয়েছি, তবে কবে দিয়েছি তারিখটা মনে নেই।

দেশে পাঠ্যবই সরবরাহে

সরবরাহের শেষ সময় রয়েছে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি। একইভাবে মুদ্রণ মালিকদের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবই সরবরাহের নির্ধারিত সময় ছিল ১৬ জানুয়ারি। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণি: সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে ২০২৪ সালের ৮ মে, টেন্ডার উন্মুক্ত করা হয় ২০ জুন, নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড (নোয়া) দেওয়া হয় ১৪ অক্টোবর। আর চুক্তির শেষ সময় ১১ নভেম্বর এবং বই সরবরাহের সময় দেওয়া ছিল ৭০ দিন। প্রথম ৪০ দিনের মধ্যে ৫০ শতাংশ এবং পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে শতভাগ বই দেওয়ার কথা রয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রাথমিকের প্রথম টেন্ডারের পাঠ্যবই সরবরাহ করার নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে ২১ জানুয়ারি। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির দ্বিতীয় টেন্ডার আহ্বান করা হয় ১৭ অক্টোবর। টেন্ডার ওপেন করা হয় ২৮ অক্টোবর, নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় ৯ ডিসেম্বর, চুক্তি করার শেষ সময় ২০২৫ সালের ৬ জানুয়ারি। বই সরবরাহের সময় ৪০ দিন। ৫০ শতাংশ প্রথম ২৫ দিনে আর পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বাকি বই। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি: টেন্ডার হয় ২৬ সেপ্টেম্বর, টেন্ডার ওপেন করা হয় ৭ অক্টোবর, নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় ৯ ডিসেম্বর। চুক্তির শেষ সময় ২০২৫ সালে ৬ জানুয়ারি। বই সরবরাহের সময় ৪০ দিন। অর্থাৎ সব বই সরবরাহের শেষ সময় ১৬ জানুয়ারি।

ষষ্ঠ শ্রেণি: ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের জন্য টেন্ডার হয় ৩০ সেপ্টেম্বর, টেন্ডার ওপেন করা হয় ২০ অক্টোবর, নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় ২৫ নভেম্বর, চুক্তি করার শেষ সময় ২৩ ডিসেম্বর। বই ছেপে সরবরাহের সময় ৪০ দিন। প্রথম ২৫ দিনে ৫০ শতাংশ এবং পরবর্তী ১৫ দিনে বাকি ৫০ শতাংশ। সেই হিসেবে মুদ্রণ মালিকদের পাঠ্যবই সরবরাহের শেষ সময় ৫ ফেব্রুয়ারি। সপ্তম শ্রেণি: টেন্ডার হয় ২ অক্টোবর, টেন্ডার ওপেন হয় ২০ অক্টোবর আর নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় ২৫ নভেম্বর এবং চুক্তির শেষ সময় ২৩ ডিসেম্বর। বই সরবরাহের সময় ৪০ দিন। প্রথম ২৫ দিনে ৫০ শতাংশ এবং পরবর্তী ১৫ দিনে বাকি ৫০ শতাংশ। সেই হিসেবে মুদ্রণ মালিকদের বই সরবরাহের শেষ সময় ৫ ফেব্রুয়ারি। অষ্টম শ্রেণি: টেন্ডার হয় ১৬ অক্টোবর, টেন্ডার ওপেন করা হয় ২৮ অক্টোবর, নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় ৯ ডিসেম্বর, চুক্তির শেষ সময় ৬ জানুয়ারি। বই সরবরাহের সময় ৪০ দিন। প্রথম ২৫ দিনে ৫০ শতাংশ এবং পরবর্তী ১৫ দিনে বাকি ৫০ শতাংশ। সেই হিসেবে মুদ্রণ মালিকদের বই সরবরাহের শেষ সময় ১৬ ফেব্রুয়ারি। নবম শ্রেণি: টেন্ডার হয় ২৪ নভেম্বর, টেন্ডার ওপেন করা করা হয় ৫ ডিসেম্বর, নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় ১৯ ডিসেম্বর, চুক্তির শেষ সময় ১৬ জানুয়ারি। বই সরবরাহের সময় ৪০ দিন। প্রথম ২৫ দিনে ৫০ শতাংশ এবং পরবর্তী ১৫ দিনে বাকি ৫০ শতাংশ। সেই হিসেবে মুদ্রণ মালিকদের পাঠ্যবই সরবরাহের শেষ সময় ২৬ ফেব্রুয়ারি। দশম শ্রেণি: দশম শ্রেণির পাঠ্যবই ছাপতে টেন্ডার আহ্বান করা হয় ১৩ নভেম্বর, টেন্ডার ওপেন করা হয় ২৫ নভেম্বর, নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় ১৯ ডিসেম্বর। চুক্তির শেষ সময় ১৬ জানুয়ারি এবং বই সরবরাহের সময় ৪০ দিন। প্রথম ২৫ দিনে ৫০ শতাংশ এবং পরবর্তী ১৫ দিনে বাকি ৫০ শতাংশ। সেই হিসেবে মুদ্রণ মালিকদের পাঠ্যবই সরবরাহের শেষ সময় ২৬ ফেব্রুয়ারি। বই সরবরাহের সর্বশেষ পরিস্থিতি রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত প্রি-প্রাইমারির বই পায়নি শিক্ষার্থীরা। বছর শুরুর দিন প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সব বই শিক্ষার্থীরা পেয়েছে। আর ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজধানীর বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চতুর্থ শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি ও গণিতসহ চারটি বই পেয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বাংলা, ইংরেজি ও গণিতসহ ছয়টি বই পেয়েছে। নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বাংলা, ইংরেজি ও গণিত এবং দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বাংলা, ইংরেজি ও গণিতসহ ছয়টি বই পেয়েছে। এছাড়া অন্য ক্লাসের কিছু বই পেয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। কবে নাগাদ বাকি বই পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি প্রতিষ্ঠানগুলো। ডিসেম্বর মাসে এনসিটিবি জানিয়েছিল, শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের প্রথম দিন বই দেওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আর্মি প্রিন্টিং প্রেস থেকে মাধ্যমিকের এক কোটি বই ছেপে নেওয়া হয়েছে ডিপিএম পদ্ধতিতে। তবে নবম ও দশম শ্রেণির বই ছাপার কাজ শুরু করতে হয় ডিসেম্বরের শেষ সময়ে। ফলে শিক্ষার্থীদের হাতে কিছু বই জানুয়ারি শুরুর দিকে দিতে পারলেও সব বই জানুয়ারিতে দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন মুদ্রণ মালিকরা। এনসিটিবির বক্তব্য পাঠ্যবই কবে নাগাদ দেওয়া সম্ভব হবে জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, '২৫ জানুয়ারি মধ্যে পঞ্চম শ্রেণির বই যাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। দশম শ্রেণির সব বই চলে যাবে ২৭-২৮ জানুয়ারির মধ্যে। তাহলে তো ৫০ শতাংশ বই চলে গেলো। বাকি বইগুলো পরবর্তী ১৫-২০ দিনের মধ্যে চলে যাবে।' সরবরাহ করা হবে ৪০ কোটি বই এনসিটিবি জানায়, এবার মোট বইয়ের সংখ্যা ৪০ কোটির মতো। এর মধ্যে মাদ্রাসার এবতেদায়ি এবং মাধ্যমিক স্তরের জন্য প্রায় দুই কোটি ৩১ লাখ এবং প্রাথমিক স্তরের জন্য ৯ কোটির বেশি। ২০১২ সালের শিক্ষাক্রমে (২০১৩ সাল থেকে পাঠ্যবই) ফেরত যাওয়ায় মাধ্যমিকের বইয়ের সংখ্যা এবার বেশি। কারণ স্থগিত হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি শ্রেণিতে একজন শিক্ষার্থীকে ১৪টি করে বই পড়তে হতো। আর ২০১২ সালের শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ২২টি করে এবং নবম-দশম শ্রেণিতে একজন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ৩৩টি করে বই ছাপতে হতো। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের পড়তে হতো ১৪টি করে পাঠ্যবই। এসব কারণেও পাঠ্যবই পৌঁছানোর ক্ষেত্রে দেরি হচ্ছে। সঠিক সময়ে বই পৌঁছানোর বিষয়ে জানতে চাইলে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সাবেক সভাপতি ও বিপণন সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান বলেন, 'দেরিতে কাজ পাওয়ার কারণে সরকারের প্রত্যাশিত সময়ে পাঠ্যবই দিতে পারেনি মুদ্রণ মালিকরা। অনেকের জানুয়ারি পর্যন্ত এবং আরও পরেও সরবরাহের সুযোগ রয়েছে। তাহলে বছরের শুরুতে কীভাবে বই দেবে এনসিটিবি?'

বায়ুদূষণের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা

খারাপ থাকে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য নিতে হবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। সাধারণ মানুষের মধ্যেও বাড়াতে হবে সচেতনা। পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, গত সাত বছরে পরিবেশ দূষণ মাত্রায় দৃশ্যমান কোনো পরিবর্তন নেই। ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী যেখানে বায়ুদূষণ মাত্রার বার্ষিক গড় মান ৩৫ এর কাছাকাছি থাকার কথা; সেখানে প্রতিবছরই ঢাকায় এ মান থাকে ৮০ এর ওপরে। গত বছর ঢাকায় এ দূষণের মান ছিল ৮৩.৯। প্রতিনিয়ত বায়ুদূষণের মাত্রা যে হারে বাড়ছে তাতে পূর্বের বছরগুলো ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। পরিবেশ অধিদপ্তর জানিয়েছে, বায়ুদূষণ প্রতিরোধে জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা ২০২৪ থেকে ২০৩০ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে ইটভাটা বন্ধসহ নানা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব বলেন, শীতকালে বায়ুদূষণের মাত্রাটা বেশি থাকে। এর কারণ হলো কোনো কিছু পোড়ানো। এই সময়ে ইটভাটা বেশি চলে, ফলে পোড়ানো ধোঁয়া বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ।

বায়ুদূষণ প্রতিরোধে জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা ২০২৪ থেকে ২০৩০ গ্রহণ করা হয়েছে পুরো ঢাকাকে কেন্দ্র করে। এ ছাড়াও বায়ুদূষণ প্রতিরোধে নানা ধরনের পরিকল্পনার প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে সরকার। আইকিউএয়ারের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) ২২৩ স্কোর নিয়ে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে ঢাকা। বুধবার (২২ জানুয়ারি) সকালেও ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় বায়ুমান ছিল ৩০০ এর বেশি।

বিদ্যুৎখাতে বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে

নিশ্চয়তা পায়। আর বাস্তবায়নকারী কোম্পানি স্বল্প সুদে ঋণসহ দাতা সংস্থা থেকে বিভিন্ন সুবিধা পেয়ে থাকে। ফলে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ কম হয় এবং দামও কম থাকে। বিভিন্ন দেশে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির (পিপিএ) সম্পূরক চুক্তি হিসেবে আইএ করার বিধান রয়েছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বেসরকারি খাতে যতো বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে তার সবগুলোতেই আইএ ছিল। কিন্তু বর্তমানে আইএ বাতিল হওয়ায় বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগকারীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। ফলে ওই খাতে বাধাগ্রস্ত হবে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই)। ইতিমধ্যেই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আইএ না থাকার কারণে বিদ্যুৎখাতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলার কথা জানিয়েছে। কারণ বাংলাদেশে বিনিয়োগকে তারা আর নিরাপদ মনে করছেন না। তাছাড়া আইএ বাতিল হলে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোও দেবে না ঋণ সহায়তা। তাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে কোম্পানির ব্যয় বাড়বে। আর ওই বাড়তি ব্যয় উৎপাদন খরচের সঙ্গে যোগ হয়ে গ্রাহকের কাঁধে পড়বে। ফলে শিল্প খাতের উৎপাদন খরচও বাড়বে। সূত্র জানায়, সরকারের নতুন সিদ্ধান্তে পিডিবিকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনে কম দামে বিক্রি করতে হবে। তাতে সংস্থাটির লোকসান বাড়বে ও ভর্তুকি বাড়বে। কারণ আইএ বিধান বাদ দেয়ায় দরপত্রে অংশ নেওয়ার সময়ই বিনিয়োগকারীদের ব্যয় বেশি দেখাবে। আর তাতে পিডিবি বিপাকে পড়বে। গত বছরের ৫ ডিসেম্বর পিডিবি আইএ বিধান ছাড়া ৩২৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১২টি নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করে। আর চলতি বছরের ৪ জানুয়ারি ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরো ১০টি সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করে। দরপত্র অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন ও চালু হওয়ার পর সরকার ২০ বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট দামে বিদ্যুৎ কিনতে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) স্বাক্ষর করবে। কিন্তু সরকারের এমন সিদ্ধান্তে বিদ্যুৎ খাতের বেসরকারি উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী এবং বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আইএ বাতিল করায় বর্তমান সরকারের বিদ্যুৎ খাতে নেয়া প্রকল্পগুলোর জন্য ডাকা দরপত্রে দেশিবিদেশি কোম্পানির বিনিয়োগকারীদের অংশ কমে যাওয়ার আশঙ্কার কথাও জানানো হয়েছে। এদিকে এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সোলার অ্যান্ড রিউনিয়েবেল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মোস্তফা আল মাহমুদ জানান, আইএ ও পিপিএ আন্তর্জাতিকভাবে একটি পরিচিত ব্যবস্থা। বিনিয়োগকারীরাও এর সঙ্গে পরিচিত এবং অভ্যস্ত। এরই মধ্যে ৪০টি কোম্পানি এ খাতে ৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিত করে এর ২০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে ফেলেছে। কিন্তু এই প্রকল্পগুলো রিভিজিট না করে দায়িত্বপ্রাপ্তরা অন্য ব্যবস্থায় চলে গেছেন। বিনিয়োগকারীদের আইএ না থাকলে এ খাতে বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। আইএ বাতিল হলে তারা আর বিনিয়োগে যাবেন না বলেও জানিয়েছে। কারণ তারা বিনিয়োগ করা নিরাপদ মনে করছে না। আর এ মুহূর্তে বিদেশি বিনিয়োগ ছাড়া এতো বড় লক্ষ্য অর্জনও সম্ভব না। কিন্তু সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার চাইলেও কাজ ও কথার মধ্যে মিল পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ইন্ডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের (বিপা) সভাপতি জানান, আইএ বাদ দিয়ে সরকার খুব বেশি লাভবান হবে না। আবার বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছেও বাংলাদেশের একেকবার একেক সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি নেতিবাচক বার্তা দেবে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমে যাবে। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান জানান, সরকার এ দায়িত্ব আর নিতে পারছে না। আইপিপিগুলোকে টাকা দিতে পারছে না। সরকারের যে সার্বভৌম গ্যারান্টির প্রতিশ্রুতি তার মূল্য তো থাকতে হবে। এখন থেকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়া হবে না, যা সরকার রাখতে পারবে না।

কারখানা খুলে দিয়ে বেক্সিমকোর ৪২

লিমিটেডের অ্যাডমিন বিভাগের প্রধান সৈয়াদ মো. এনাম উল্লাহ এবং বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের অ্যাডমিন বিভাগের প্রধান আব্দুল কাইয়ুম বক্তব্য রাখেন। সৈয়াদ মো. এনাম উল্লাহ লিখিত বক্তব্যে বলেন, ৫ আগস্ট ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর থেকে বেক্সিমকো গ্রুপের পোশাক কারখানা ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রায় ৪২ হাজার চাকরিজীবীকে লে-অফের আওতায় জনতা ব্যাংকের ঋণ সুবিধায় চলতি জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বেতনাদি দেওয়া হচ্ছে। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফেব্রুয়রি মাস থেকে বিশাল জনবলকে আর কোনো প্রকার আর্থিক সহযোগিতা করা হবে না। ফলে, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৬টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাবে এবং এগুলোতে কর্মরত প্রায় ৪২ হাজার মানুষ চাকরি হারাবেন। সেই সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক ভবন, দোকানদার, যানবাহন, স্কুল-মাদ্রাসা-কিন্ডার গার্টেন বন্ধ হয়ে যাবে। এসবের সঙ্গে প্রায় ১০ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। তিনি বলেন, বেক্সিমকোর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্রুপ বন্ধ হয়ে গেলে ৪২ হাজার কর্মজীবী মানুষ চাকরি হারাবেন। তাদের পরিবারের প্রায় ২ লাখ সদস্য এবং এ শিল্পকারখানাকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থান হওয়া প্রায় ৮ লাখ মানুষের রিজিক বন্ধ হয়ে যাবে। এই ৪২ হাজার কর্মজীবী মানুষের মাঝে প্রায় ২ হাজার প্রতিবন্ধী, শতাধিক তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ এবং ৫ হাজারের মতো ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি আছেন, যাদেরকে আমরা পরম মমতায় সমাজ ও পরিবারের বোঝা হওয়া থেকে রক্ষা করছি। সরকারের সিদ্ধান্তে যদি কোনো পরিবর্তন না হয়, তাহলে তারা সবাই মানবেতর জীবনের দিকে এগিয়ে যাবেন। সেই সঙ্গে প্রায় ৪২ হাজার নতুন বেকার এবং ব্যবসা-বাড়িভাড়াবঞ্চিত লাখো মানুষ নৈরাজ্য ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে নতুন সঙ্কট তৈরি করবেন। সংবাদ সম্মেলনে লে-অফ প্রত্যাহার করে ১৬টি বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে বলা হয়, বেক্সিমকো শুধু বাংলাদেশে নয়, এশিয়া মহাদেশের একটি বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ। শুধু বেক্সিমকো গার্মেন্টস ডিভিশনই প্রতি মাসে প্রায় ৩০ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করত। সেই কারখানাগুলো বন্ধ ও ব্যাংকিং সুবিধা থেকে বঞ্চিত করায় সরকার ও জনগণ সেই বিশাল বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তা আমাদের জাতীয় আয় ও রিজার্ভ ঘাটতির অন্যতম কারণ। মো. এনাম উল্লাহ বলেন, "বর্তমান সময়ের উপযোগী মেশিনারিজ, প্রযুক্তি আর ৪২ হাজার দক্ষ জনবল নিয়ে তিল তিল করে গড়ে ওঠা আজকের বেক্সিমকোর গার্মেন্টস শিল্প মরিচা ধরার অপেক্ষায় আছে। আমাদের মাসিক প্রায় ৪০-৫০ লাখ পিস পোশাক তৈরির সক্ষমতা, এশিয়ার বৃহত্তম ওয়াশিং প্ল্যান্ট এবং অত্যাধুনিক মেশিনে সজ্জিত প্রিন্টিং, এমব্রয়ডারি ও এক্সেসরিজ তৈরির কারখানা, টেক্সটাইল মিল ও দক্ষ জনবল বায়ারদের প্রধান আকর্ষণ। তিনি আরো বলেন, কম্পোজিট গ্রুপ হওয়ায় শুধু তুলা ও কেমিকেল কেনা ছাড়া পোশাক তৈরির জন্য অন্য কিছু বাইরে থেকে আমদানি করতে হয় না। এসব সুবিধা বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে থাকায় বায়াররা আমাদেরকে কার্যাদেশ দিতে সব সময় তৎপর থাকেন। করোনা মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধকালীন বৈশ্বিক সঙ্কটের মাঝেও বেক্সিমকো গার্মেন্টস ডিভিশন পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ স্থানে ছিল। এরকম একটি লাভজনক শ্রমঘন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে, ১০ লাখ মানুষের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে, জাতীয় প্রবৃদ্ধির ব্যাহত করে বর্তমান জননন্দিত সরকার কী সুবিধা লাভ করছেন, আমরা জানি না। তাই, সবিনয়ে অনুরোধ, অবিলম্বে আমাদের কারখানাগুলো খুলে দিয়ে ৪২ হাজার শ্রমিক-কর্মচারীসহ ১০ লাখ মানুষের খেয়ে-পরে বেঁচে থকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক। বেক্সিমকোর এই কর্মকর্তা বলেন, ব্যাংকিং ও এলসি সুবিধা ছাড়া দেশি-বিদেশি কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যই করা যায় না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ৬ মাস ধরে বেক্সিমকোর গার্মেন্টস ডিভিশনের সকল ব্যাংকিং ও এলসি সুবিধা বন্ধ রাখা হয়েছে। একদিকে কারখানা বন্ধ, উৎপাদন নেই; অন্যদিকে দায়-দেনার পরিমাণ প্রচার করে তা পরিশোধের জন্য সকল প্রকার চাপ অব্যাহত আছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, যদি আয় থেকে দায় শোধ ব্যাংকিং ও ঋণ ব্যবস্থাপনার মূলমন্ত্র হয়ে থাকে, তাহলে বেক্সিমকো গ্রুপের সকল দায়-দেনা নিয়মিতভাবে পরিশোধের জন্য প্রতিটি কারখানা খুলে দিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরুর করার বিকল্প নেই। মো. এনাম উল্লাহ বলেন, সবকিছু বন্ধ করে দিয়ে দায় পরিশোধের চাপ সৃষ্টি শুধু অমানবিকই নয়, অন্যায্যও বটে। এই দায় বহন করার সক্ষমতা কোনো সরকার বা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। কারখানা বন্ধ রাখার প্রক্রিয়া যতই প্রলম্বিত হবে, বেক্সিমকোর দায়ও তাতে বাড়তে থাকবে। তাই, অবিলম্বে বায়ারদের কার্যাদেশ পাওয়ার সুবিধার্থে বেক্সিমকোর ব্যাংকিং সুবিধা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিয়ে উৎপাদন শুরু করার মাধ্যমে সকল দায়-দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছি। বকেয়া বেতন ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানের কাছে শ্রমিকদের অর্জিত ছুটির ২ বছরের টাকা জমে গেছে এবং অফিসারদের ৪ মাসের বেতনের টাকা বকেয়া রয়ে গেছে। বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার ভেতর এই বকেয়াগুলো পাওয়া গেলেও সন্তানদের স্কুল-কলেজে ভর্তির খরচটা মিটিয়ে ফেলা যেত। টাকার অভাবে সন্তানদের নতুন বছরে নতুন ক্লাসে ভর্তি করানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের অ্যাডমিন বিভাগের প্রধান আব্দুল কাইয়ুম বলেন, বেক্সিমকোর যে পরিমাণ ঋণ আছে, তা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে আদায় করা সম্ভব না। এই ঋণ আদায় করতে হলে প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে আমরা বেশকিছু প্রস্তাবও দিয়েছি। এর মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল ২৩ একর জমি বন্ধক রেখে ৭০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া। এই ঋণ চাওয়া হয় চার মাসের জন্য। এই ঋণ দেওয়া হলে আমরা কার্যক্রম পরিচালনা করে বকেয়া ঋণও পরিশোধ করতে পারব। সেক্ষেত্রে বছরে ৪০০ কোটি টাকার মতো বকেয়া ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব, এ ধরনের একটি প্ল্যানও আমরা দিয়েছি। আরেক প্রশ্নের জবাবে এনাম উল্লহ বলেন, আমরা মালিক বলতে এখন আমাদের এমডি ওসমান কায়সার চৌধুরীকে বুঝি। এমডি আছেন, রিসিভার আছেন। তাদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। এমডি মহোদয় বেক্সিমকোর চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই সব ধরনের প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়েছে।

যারা 'আদিবাসী' স্বীকৃতি চায়, তাদের

এসেছে। আমরা তাদের থাকতে দিয়েছি। তারা উপজাতি, তারা আদিবাসী না। এই দেশে কখনও আদিবাসী ছিলও না ভবিষ্যতেও থাকবে না। যদি তারা এই দাবি করতে চায়, তাহলে সেটা রং নাম্বারে ডায়াল করা হবে। সমাবেশে অন্য বক্তারা বলেন, সম্প্রতি এনসিটিবির পরিমার্জন কমিটিতে নিয়োগ করা বহিরাগত লাল সন্ত্রাস রাখাল রাহা ওরফে সাজ্জাদরা পাঠ্যবইতে রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন বিরোধী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিভাষা 'আদিবাসী' যুক্ত গ্রাফিতি অন্তর্ভুক্ত করে। এটাকে কেন্দ্র করে পাহাড়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী উপজাতি, তাদের পৃষ্ঠপোষক ও দোসরদের আদিবাসী দাবির অন্তরালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুপ্ত পরিকল্পনা দেশবাসীর কাছে ফাঁস করে দেয় দেশ রক্ষায় নিবেদিত ছাত্রদের প্লাটফর্ম 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি'। এই কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদী উপজাতি, তাদের পৃষ্ঠপোষক ও দোসর বামপন্থি লাল সন্ত্রাসীরা একজোট হয়ে 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি'র বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রপাগান্ডা ও অপপ্রচারে মাঠে নেমেছে, মিথ্যা মামলা করেছে, দুজন শুভাকাঙ্ক্ষীকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে, হয়রানি করা হচ্ছে সংগঠনটির সদস্যদের, যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি। বিক্ষুব্ধ সার্বভৌম ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে ৩ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। তাদের দাবিগুলো হলো-

১. স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টির বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা তুলে নিতে হবে এবং তার সকল বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।

২. মতিঝিলে সহিংস ঘটনা তৈরির অন্যতম পরিকল্পনাকারী ও হোতা লাল সন্ত্রাস রাখাল রাহা, অলিক মৃ ও আরমানুল হক গংদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। একই সাথে তাদের পক্ষে যারা সাফাই গাইছে বিশেষ করে দেশবিরোধী সংবাদমাধ্যম দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারকে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩. 'আদিবাসী' শব্দটি সংবিধানবিরোধী ও দেশবিরোধী শব্দ। যে বা যারা 'আদিবাসী' স্বীকৃতি চাচ্ছে ও এই দাবির পক্ষে কাজ করছে, প্রচার করছে তারা প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদী ও তাদের দোসর। রাষ্ট্রকে স্বপ্রণোদিত হয়ে এই রাষ্ট্রদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে হবে।

এ সময় বিক্ষোভ সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন বিক্ষুব্ধ সার্বভৌম ছাত্র-জনতার সহ-মুখপাত্র মুহম্মদ রাসেল, মুহম্মদ সাইদুর রহমান প্রমুখ।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত

এজাজের আদালত আপিলের রায়ের তারিখ আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি ধার্য করেছেন। মাহমুদুর রহমান বলেন, আমরা যদি প্রথম দিন থেকে প্রতিবাদ করতাম তাহলে ১৫ বছর ধরে এতো জুলুম, গুম, খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হতো না। এভাবে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিল্লির কাছে বিসর্জন দেওয়া হতো না। জণগণের কাছে আমার আহ্বান, আর কোনো ফ্যাসিবাদী সরকারকে দেশে জায়গায় দেবেন না। সব ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই যেন অব্যাহত থাকে। তিনি বলেন, মামলা যখন করা হয় তখন আমি জেলে বন্দি ছিলাম। এ মামলার সঙ্গে কোনো রকম সংশ্লিষ্টতা নেই। এই মামলা করার সময় আমি পত্রিকা অফিসে বন্দি ছিলাম। পত্রিকা অফিস পুলিশ, র‍্যাব ঘিরে রেখেছিল। এটাতে প্রমাণিত হলো একটা রাষ্ট্র কতটা নির্মম হতে পারে মিডিয়ার কণ্ঠরোধ করতে। তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনার বিদায় হয়েছে। ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আমার দেশের যে লড়াই, সম্পাদক হিসেবে আমার যে লড়াই সেটা অব্যাহত থাকবে। এই মামলাটি হয়েছিল শেখ হাসিনার ছেলেকে নিয়ে, এমন শতাধিক মামলা আমার বিরুদ্ধে আছে। শেখ হাসিনার বোনের মেয়ে টিউলিপকে নিয়ে ৩৬টি মামলা রয়েছে। এরকম একটি মামলাতেই আমার ওপর হামলা করা হয়েছিল। যতদিন জীবিত আছি এই লড়াই চালিয়ে যাব। মাহমুদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের জনগণকে এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে। যেন কোনো ফ্যাসিবাদ সরকারকে উঠতে দেওয়া না হয়। জনগণের প্রথম দিন থেকে প্রতিবাদ করা উচিত। আমরা যদি প্রথম দিন থেকে প্রতিবাদ করতাম তাহলে ১৫ বছর ধরে এতো জুলুম, গুম, খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হতো না। তিনি আরও বলেন, আশা করি, এই রায়ে আমি ন্যায়বিচার পাবো। কারণ ফ্যাসিবাদের পতন ও বিচারবিভাগ স্বাধীন হয়েছে। ইতিপূর্বে ফ্যাসিবাদের উত্থানের পক্ষে বিচার বিভাগের ভূমিকা রয়েছে। এটা বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তীতে বিচার বিভাগের সহযোগিতায় ফ্যাসিবাদের উত্থান ঠেকানো গেছে। আমি আশাবাদী, আদালতের কাছে ন্যায়বিচার পাবো। আসামি পক্ষের আইনজীবী তানভীর আহমেদ আল আমিন বলেন, এ মামলায় কোনো সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া রায় হয়েছে তা প্রসিকিউশন দেখাতে পারেননি। সাক্ষ্য প্রমাণ বাদেই বিচারক মাহমুদুর রহমানের ৭ বছরের কারাদণ্ডের রায় দেন। কোনো চাপে পড়ে বিচারক এ রায় দিয়েছেন তা উত্তর দিতে হবে। সাক্ষ্যের দিন বিচারক সাক্ষী জয়কে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়েছেন। এতে বুঝতে বাকি থাকে না এটা পক্ষপাতিত্ব মূলক মামলা। এর আগে ২০২৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার তৎকালীন অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুল হকের আদালতে তিনি আত্মসমর্পণ করে আপিল শর্তে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তার জামিনেরে আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। ওই বছরের ৩ অক্টোবর পাঁচ দিন কারাভোগের পর তিনি জামিনে মুক্ত হন।

দেশের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে বিএনপি

কিন্তু, শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারত সরকার এই দেশে আন্তর্জাতিক চক্র হিসেবে নানারকম মিথ্যা, প্রপাগাণ্ডা ছড়িয়ে দেশকে নানাভাবে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, আজকে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ৫ আগস্ট। স্বৈরাচারের পতনের মধ্য দিয়ে আমরা কথা বলার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছি। আমরা মুক্তভাবে নিশ্বাস নিতে পারছি। এটা কিন্তু দীর্ঘ আন্দোলনের ফল ছিল। বিগত ১৫ বছর বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল নির্যাতিত, গুম-খুনের শিকার হয়েছে। আমাদের নেতাকর্মীরা ঘরে ঘুমাতো পারতো না। বিএনপির এই স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, আজকে শহীদ জিয়াউর রহমানের নাম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। একটা দানবীয় সরকার দুইটা প্রজন্মকে জিয়াউর রহমানের নাম জানতে দেয়নি। এত বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু করেছে কিন্তু, তার মেয়ে (শেখ হাসিনা) শেখ মুজিবের নাম একবারে তলানিতে নিয়ে গেছে। সেলিমা রহমান বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শিশুদের জন্য শিশু একাডেমি করেছেন। শিশু পার্ক করেছেন। এমন কিছু নেই, যা তিনি শিশুদের জন্য করেননি। নারী ক্ষমতায়নের সবচেয়ে বড় সংস্কারক ছিলেন জিয়াউর রহমান। আজকে শিশু পার্ক নেই। শিশু একাডেমি নেই। আজকে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা অন্যের কালচার নিয়ে কাজ করেছি। একটি দানবীয় সরকার শুধুমাত্র তার নিজের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের হাত ধরে দেশের মানুষের ভোটের অধিকার, মৌলিক অধিকারসহ সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। কলমকলি'র সভাপতি গোলাম কাদের'র সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক সোহাগ'র সঞ্চালনায় আলোচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি চেয়াপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাছের মো. রহমতুল্লাহ, প্রফেসর ড. আব্দুল হালিম, মশিউর রহমান আকন প্রমুখ।

দেশের বিদ্যুৎ খাতে অতিরিক্ত ৩৬৭

অতিরিক্ত ঋণ সহায়তা গ্রহণ করা হবে। এই ঋণ ৫ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ আগামী ৩০ বছরে পরিশোধ করতে হবে। এই ঋণের সুদের হার ১ দশমিক ২৫ শতাংশ এবং সার্ভিস চার্জ শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ। এ ছাড়া অনুত্তোলিত ফান্ডের ওপর সর্বোচ্চ ০ দশমিক ৫০ শতাংশ কমিটমেন্ট চার্জ থাকলেও আগের বছরের মতো বিশ্বব্যাংক বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই অর্থবছরে কোন কমিটমেন্ট ফি দিতে হবে না।

ভ্যাটের জালে মানুষকে দুর্বল না করে

লিখেছিলেন, এই দেশের অধিকাংশ মানুষ সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। দেশটা কেমন আছে সেটাও তারা বোঝার চেষ্টা করেন সহজ হিসাব নিকাশের মধ্যেই। যখন চালের দাম বাড়ে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ে, বাবা-মা-সন্তানের মুখে পুষ্টিকর খাবার তুলে দিতে ব্যর্থ হয় মানুষ, তখন তারা ধরে নেয়, দেশটা ভালো নেই।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে

জাতীয়তাবাদী শক্তি ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে সফল করেছে। সেই সফলতা যেন নষ্ট না হয়। আয়োজক সংগঠনের সভাপতি ভিপি ইব্রাহিমের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ, গণতান্ত্রিক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার ওবায়দুর রহমান টিপু, মৎস্যজীবী দলের সদস্য ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ।

রাজধানীতে রাতে ও ভোরে চলাচলে

হাজার ৪১৯টি অভিযোগ রয়েছে। আর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অপরাধ তথ্যানুযায়ী গত ১১ মাসে ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা হয়েছে ২০৮টি, চুরির ঘটনায় মামলা হয়েছে ১ হাজার ৪৩৭টি এবং খুনের ঘটনায় মামলা হয়েছে ৫১৪টি। অভিযোগ রয়েছে- চুরি ও ছিনতাইয়ের বেশির ভাগ ঘটনার মামলা নেয় না পুলিশ। ফলে প্রকৃত অপরাধের চিত্র সব সময় আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া পুলিশ সদর দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী বিগত ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ডাকাতি ছিল ১৩৫টি, চুরি ৯০৪টি ও খুন ২৩৩ জন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দেখা গেল ডাকাতি ২৩০টি, চুরি ৯৬৬টি ও খুন ২০৪টি। পাশাপাশি পুলিশ সদর দফতরের বার্ষিক পরিসংখ্যানের তথ্যানুযায়ী ২০২৩ সালে ডাকাতির ঘটনা ছিল ১ হাজার ৫৪৬টি, চুরি ৩ হাজার ৯০টি ও খুন ৩ হাজার ২৩ জন। সেখানে ২০২৪ সালে এসে ডাকাতি হয়েছে ১ হাজার ৯০২টি, চুরি ১১ হাজার ৩১০টি এবং খুন ৩ হাজার ৪৩২ জন। অর্থাৎ ২০২৪ সালে আগের বছরের তুলনায় চুরি বেড়েছে ৮ হাজারেও বেশি আর ৪ শতাধিকের মতো খুন বেড়েছে। সূত্র জানায়, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও খুনের বিষয় নিয়ে পুলিশ সব সময়ই কাজ করছে। সব সময়ই ওই অপরাধগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হয়। তবে বর্তমানে পুলিশ ছিনতাই নিয়ে বেশি কাজ করছে।ছিনতাইয়ের ঘটনা যাতে আরো কমে আসে সে বিষয়ে সারা দেশের সব ইউনিটের দায়িত্বশীলদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গত ২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে একটি চলন্ত বাসে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ডাকাতদের হামলায় চার যাত্রী গুরুতর আহত হয়। এর আগে ১৯ ডিসেম্বর ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে রূপালী ব্যাংকে দুই কিশোরসহ তিনজন ডাকাতির চেষ্টা করে। ১৮ ডিসেম্বর রাতের ধানমন্ডির ২৭ নম্বর সড়কে ফারজানা আক্তার নামে এক নারী ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে। এর দুদিন আগে ১৬ ডিসেম্বর রাতে আসাদগেট এলাকায় দেশীয় অস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে ছিনতাই করে কয়েক জন এমন দৃশ্যের কয়েকটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। ১৮ ডিসেম্বর রাতে সায়েদাবাদে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এক ব্যক্তি মারা যান। এর আগে ১৫ ডিসেম্বর রাতে মগবাজারে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মারা যায় এক কিশোর। হরহামেশাই ঘটছে এমন ঘটনা। এদিকে এ প্রসঙ্গে ডিএমপি কমিশনার শেখ সাজ্জাদ আলী সম্প্রতি রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে বলেন, ছিনতাই অনেক বেড়ে গেছে। অধিকাংশ ছিনতাই হচ্ছে মোবাইল ফোন। বাসে যাত্রী বসে থাকে আর ছিনতাইকারী মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় দেয়। ধারালো অস্ত্র দেখিয়েও ফোন ছিনতাই হচ্ছে। পুলিশ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে উদ্যোগী হচ্ছে। অন্যদিকে রাজধানীসহ সারা দেশে চুরি-ছিনতাই ও ডাকাতির মতো প্রকাশ্যে অপরাধ বেড়ে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বর্তমান সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চেনধুরী জানান, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল কার্যক্রম বাড়িয়ে ছিনতাই শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মূলত শেষ রাতের দিকে সাধারণত ছিনতাইয়ের ঘটনা বেশি হচ্ছে। পুলিশকে ইন্সট্রাকশন দেয়া হয়েছে যাতে শেষ রাতে প্যাট্রলিং বাড়িয়ে দেয়া হয়। পুলিশের টহল বাড়িয়ে ছিনতাই যাতে কমিয়ে আনা যায়, সে চেষ্টা করা হচ্ছে।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা আজহারের রিভিউ শুনানি ২০ ফেব্রুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জামায়াত নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামের মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদনের শুনানির জন্য আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেছেন আপিল বিভাগ। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। আদালতে জামায়াত নেতা আজহারের রিভিউ আবেদন শুনানিতে আছেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক। তার সঙ্গে আছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির, ব্যারিস্টার এহসান আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, ব্যারিস্টার নাজিব মোমেন। এরআগে, ২০১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়ে ২, ৩ এবং ৪ নম্বর অভিযোগে আজহারকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। আর অপহরণ, নির্যাতন, ধর্ষণসহ বিভিন্ন অপরাধ সংক্রান্ত ৫ নম্বর অভিযোগে ২৫ বছর জেল ও ৬ নম্বর অভিযোগে নির্যাতনের দায়ে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া ১ নম্বর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে রায়ে উল্লেখ করে ট্রাইব্যুনাল। পরে আজহারুল ইসলাম খালাস চেয়ে ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে ২০১৫ সালের ২৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় আপিল দায়ের করা হয়। ওই আপিলের ওপর ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর রায় ঘোষণা করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ। আপিলের রায়ে বিচারপতিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ২, ৩ এবং ৪ নম্বর অভিযোগে আজহারের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখা হয়। পাশাপাশি ৬ নম্বর অভিযোগের দণ্ড বহাল রাখেন আপিল বিভাগ। আর ৫ নম্বর অভিযোগ থেকে তাকে খালাস দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আজহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ৬টি। প্রথম অভিযোগে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ থেকে ২৭ মার্চের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, ভাসানী (ন্যাপ) নেতা ও রংপুর শহরের বিশিষ্ট আয়কর আইনজীবী এ ওয়াই মাহফুজ আলীসহ ১১ জনকে অপহরণ করে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। এরপর তাদের ৩ এপ্রিল রংপুর শহরের দখিগঞ্জ শ্মশানে নিয়ে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় অভিযোগে বলা হয়, আসামি একাত্তরের ১৬ এপ্রিল তার নিজ এলাকা রংপুরের বদরগঞ্জ থানার ধাপপাড়ায় ১৫ জন নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করে তাদের বাড়িতে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেন। তৃতীয় অভিযোগে বলা হয়, আসামি একই বছরের ১৭ এপ্রিল নিজ এলাকা রংপুরের বদরগঞ্জের ঝাড়ুয়ারবিল এলাকায় ১২শ'র বেশি নিরীহ লোক ধরে নিয়ে হত্যা করে তাদের বাড়িতে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেন। চতুর্থ অভিযোগে বলা হয়, একাত্তরের ১৭ এপ্রিল কারমাইকেল কলেজের ৪ জন অধ্যাপক ও ১ জন অধ্যাপকের স্ত্রীকে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে অপহরণ করে দমদম ব্রিজের কাছে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেন। পঞ্চম অভিযোগে বলা হয়, ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে রংপুর শহর ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মহিলাদের ধরে এনে টাউন হলে আটকে রেখে ধর্ষণসহ শারীরিক নির্যাতন চালান। একই সঙ্গে মহিলাসহ নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিদের অপহরণ, আটক, নির্যাতন, গুরুতর জখম ও গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এ আসামি। ষষ্ঠ অভিযোগে বলা হয়, একাত্তরের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে রংপুর শহরের গুপ্তপাড়ায় একজনকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। একই বছরের ১ ডিসেম্বর রংপুর শহরের বেতপট্টি থেকে এজনকে অপহরণ করে রংপুর কলেজের মুসলিম ছাত্রাবাসে আটকে রেখে অমানুষিক নির্যাতন ও গুরুতর জখম করেন।

মালয়েশিয়ান নম্বর থেকে শাহজালাল বিমানবন্দরে বিস্ফোরকের বার্তা

স্টাফ রিপোর্টার : এবার মালয়েশিয়ান নম্বর থেকে শাহজালাল বিমানবন্দরে বিস্ফোরক রয়েছে বলে মোবাইলে বার্তা এসেছে। এই তথ্যের প্রেক্ষিতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দরে নিরাপত্তায় নিয়োজিত এভিয়েশন সিকিউরিটি ফোর্স, এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে। বিমানবন্দরে বাইরে থেকে শুরু করে ভেতরের সব জায়গায় তল্লাশি করছে আইনশৃঙ্খলায় নিয়োজিত সদস্যরা। হুমকির প্রেক্ষিতে গতরাতে সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দলও মোতায়েন করা হয়। সকালে এই দলটি বিমানবন্দর ছেড়ে যায়। বিমানবন্দরের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। জানা যায়, গত বুধবার দিবাগত গভীর রাতে মালয়েশিয়ান একটি নম্বর থেকে বিমানবন্দরের ভেতরে কোনও একটি স্থানে লাগেজের ভেতর বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য রয়েছে বলে জানানো হয়। রাত ২টার দিকে এটি বিস্ফোরণ হতে পারে বলেও ওই নম্বর থেকে আসা বার্তায় বলা হয়। এর পরপরই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়িয়ে দেয়। এভসেকের নিয়ন্ত্রণাধীন বিমান বাহিনী বিশেষ প্রশিক্ষিত দল, কুইক রেসপন্স ফোর্স (কিউআরএফ), এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশের কুইক রেসপঞ্জ টিম, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সোয়াটসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিশেষ তৎপরতা শুরু করে। এমনকি সেনাবাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি দলও এই তৎপরতায় অংশ নেয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও ধরনের বিস্ফোরকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। বিমানবন্দরের একটি সূত্র জানায়, রাতে মালয়েশিয়ান নম্বর থেকে একটি লাগেজের ছবি দিয়ে বলা হয় বিমানবন্দরে ভেতরে এই ধরনের ব্যাগে বিস্ফোরকদ্রব্য রয়েছে। এটি বিস্ফোরণও হতে পারে। বিষয়টি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার পরপরই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। বিস্ফোরকদ্রব্য খোঁজার জন্য ব্যাপক তল্লাশিও চালানো হয়। কিন্তু এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সূত্র আরও জানায়, বর্তমানে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখনও বলবৎ রয়েছে। বহিরাঙ্গনে সন্দেহজনক হলেই তল্লাশির আওতায় আনা হচ্ছে। এছাড়া ভেতরে যাত্রীদের লাগেজও শতভাগ স্ক্যানিংয়ের আওতায় আনা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বুধবার ইটালির রোম থেকে ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে আগত বিমান বাংলাদেশের একটি ফ্লাইটে বিস্ফোরকদ্রব্য রয়েছে বলে পাকিস্থানি মোবাইল থেকে ম্যাসেজ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রায় ৬ ঘণ্টা তল্লাশির পর এ ধরনের বিস্ফোরকের আলামত পাওয়া যায়নি।

জুলাই আন্দোলন নিয়ে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং প্রতিবেদন ফেব্রুয়ারিতে

স্টাফ রিপোর্টার : জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বলেছেন, জুলাই-আগস্ট আন্দোলন বিষয়ে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে তা প্রকাশ করা হবে। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক বৈঠকের ফাঁকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে জাতিসংঘের হাইকমিশনার এ মন্তব্য করেন। তুর্ক বলেন, জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিস থেকে প্রতিবেদনটি প্রকাশের আগে বাংলাদেশ পক্ষের সঙ্গেও শেয়ার করা হবে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনূস ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহের সময় সংঘটিত অপরাধের তদন্তের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিসকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ছয়টি স্বাধীন কমিশনের প্রতিবেদনও প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হবে। তারা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, এই প্রতিবেদনগুলো একে অপরের পরিপূরক হতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধানকে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে তার সমর্থনের জন্য আহ্বান জানান, যা সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মিয়ানমার থেকে কয়েক হাজার নতুন শরণার্থীর আগমনের পরে আরও খারাপ হয়েছে। অধ্যাপক ইউনূস নতুন করে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার প্রচেষ্টায় মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চলের অভ্যন্তরে একটি জাতিসংঘ-ওভারসিন সেফ জোন তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

মানব পাচার বন্ধে কঠোর হোন

প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী মানব পাচারের হালচাল নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের প্রতিবেদনেও মানব পাচার নির্মূল প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের অগ্রগতি নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক বলছে, মানব পাচারকারী চক্রের সঙ্গে জড়িত আছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগান এবং ইরানিরা। বহুদিন ধরে এরা মধ্যপ্রাচ্য গড়ে তুলেছে একটি চক্র। তারা শুরুতে কাউকে টাকা ছাড়াই, কাউকে ৪০-৫০ হাজার টাকা আবার কাউকে ২-৩ লাখ টাকার বিনিময়ে ইউরোপে যাওয়ার স্বপ্ন দেখায়। যারা কম টাকা দিতে চায় তাদের আকর্ষণীয় শর্ত দিয়ে বলা হয়, গন্তব্যে পৌঁছে বাকি ২-৩ লাখ টাকা কাজ করে পরিশোধ করতে হবে। ব্র্যাকের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, এই চক্রের কাছে রয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্র। লিবিয়া, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের জঙ্গলের মধ্যে এবং শহর ও গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় তাদের ভাড়া করা বাসা আছে, যেগুলো টর্চার সেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেখান থেকে ছবি পাঠিয়ে আটক ব্যক্তির স্বজনদের দেশে দিতে হয় লাখ লাখ টাকা মুক্তিপণ। মুক্তিপণের টাকা না দিলে হত্যা করে লাশ পুঁতে ফেলা হবে বলে বার বার হুমকি দেওয়া হয়। ইতালি নেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিলেও দালালরা ভুক্তভোগী যুবকদের লিবিয়ায় পাঠিয়ে তুলে দেয় মাফিয়াদের হাতে। তাদের খপ্পরে পড়ে শুধু অর্থ নয়, প্রাণও দিতে হচ্ছে অনেক যুবককে। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামের আমানত শাহ বিমানবন্দর হয়ে দুবাই, মিশর ও লিবিয়া রুট দিয়ে ইতালিতে পাঠানোর নামে মূলত মানব পাচার হচ্ছে বেশ কয়েকটি চক্র। জাতিসংঘের অভিবাসন-বিষয়ক সংস্থা আইওএমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সব এলাকার বাসিন্দারাই মানব পাচারের শিকার হয়। তবে ঢাকা, খুলনা এবং সিলেট অঞ্চলের মানুষ বেশি পাচার হয়। জেলা হিসেবে মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, শরীয়তপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং হবিগঞ্জ থেকে সবচেয়ে বেশি মানব পাচারের ঘটনা ঘটে। এসব জেলা থেকে প্রতি লাখে দেড় জনের বেশি মানুষ পাচারের শিকার হয়। যে-সব এলাকার সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বেশি সেসব এলাকার বাসিন্দারই বেশি মানব পাচারের শিকার হচ্ছে মর্মে আইওএম 'ট্রাফিকিং ইন পারসন ইন বাংলাদেশ' নামক প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে। মানব পাচার একটি বৈশ্বিক সমস্যা হলেও বাংলাদেশে এ চক্রটি খুবই সক্রিয়। বাংলাদেশের মানুষদের তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করে এবং প্রেমের প্রলোভন ও উন্নতজীবন যাপনের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের পাচার করাটা অনেক সহজ। এজন্য পাচারকারী ও দালালদের পরিচয় জানার পর তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া, বিশেষ করে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা এবং যথাসম্ভব বিচার করে আইনের শাসন নিশ্চিত করা গেলে পাচারকারীরা হয়তো কিছুটা থামবে। প্রশাসন ও সংশ্লিষ্টদের মানব পাচার বন্ধে আরও জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে।

জাতিসংঘের অভিবাসন-বিষয়ক সংস্থা আইওএমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সব এলাকার বাসিন্দারাই মানব পাচারের শিকার হয়। তবে ঢাকা, খুলনা এবং সিলেট অঞ্চলের মানুষ বেশি পাচার হয়। জেলা হিসেবে মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, শরীয়তপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং হবিগঞ্জ থেকে সবচেয়ে বেশি মানব পাচারের ঘটনা ঘটে

সবজি চাষিদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত জরুরি

বাজারে সবজির যথেষ্ট কদর থাকলেও কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেনা। বাজারে সিন্ডিকেট করে ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট মূল্যে সবজি বিক্রি করছে কিন্তু চাষিরা তাদের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেনা। যার জন্য প্রতিটি কৃষক হতাশায় ভুগছেন। আমরা সবসময়ই কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্যের কথা বলে এসেছি। বর্তমানে সবজির মৌসুম চলছে। এবার উৎপাদনও হয়েছে ভালো। তাই বাজারে সবজির দামে স্বস্তি ফিরে এসেছে। কিন্তু ভোক্তার স্বস্তিই শেষ কথা নয়। উৎপাদক তথা কৃষক যদি তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পায়, তাহলে তো দেশের একটা বড় শ্রেণি তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এটাও সত্য যে, কোনো মৌসুমে কৃষক যদি তার পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পান, তাহলে পরবর্তী মৌসুমে তারা ওই পণ্যটির চাষ করতে নিরুৎসাহিত বোধ করেন। জমিতে অন্য কিছু ফলিয়ে থাকেন। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে আলু, পেঁয়াজ, ফুলকপি, বাঁধাকপিসহ সব ধরনের সবজির দাম আগের তুলনায় কয়েকগুণ কমেছে। আর এতে সাধারণ মানুষ স্বস্তি প্রকাশ করলেও লোকসান গুনতে হচ্ছে সবজি চাষিদের। পাইকারি বাজারের সাথে খুচরা বাজারের সমন্বয় না থাকায় বাজারে এ অবস্থা চলছে। বড় ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কবলে পরে কৃষকরা বারবার লোকসান দিচ্ছে। পাইকারি বাজারের সাথে খুচরা বাজারের কোনো মিল নেই। তাছাড়া কৃষক ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ বছর বীজ, সার, কীটনাশকের দাম বাড়তি ছিল তাই কৃষির উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে সব ধরনের সবজির বাজার কমে যাওয়ায় কৃষক বিপাকে পড়েছেন। বিশেষ করে যারা এ বছর ফুলকপি চাষ করেছেন তাদের লোকসান গুনতে হচ্ছে। প্রতি পিছ ফুলকপি চাষে কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ টাকা খরচ হয় কিন্তু বাজারে বর্তমানে ফুলকপি পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ৫ থেকে ৮ টাকায়। তাছাড়া আলু এবং পেঁয়াজের বীজের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় এ বছর ফলনের খরচও বেড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পাইকারি পর্যায়ে সবজির দাম কমে যাওয়ায় সবজি চাষিরা হতাশায় ভুগছেন। বর্তমানে পাইকারি বাজারে প্রতিটি ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ৫ থেকে ৮ টাকা করে, নতুন আলু বিক্রি হচ্ছে ৩০ থেকে ৩৫ টাকা কেজি, নতুন পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩৫ থেকে ৪০ টাকায়, সিম বিক্রি হচ্ছে ১০ থেকে ১৫ টাকা কেজি করে, প্রতিটি বাঁধাকপি পাইকারি ১৫ থেকে ২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। খুচরা বাজারে ফুলকপি প্রতিটি ২৫ থেকে ৩০ টাকা, নতুন আলু ৫০ থেকে ৬০ টাকা করে, পেঁয়াজ প্রতি কেজি ৪০ থেকে ৫০ টাকা, সিম ৪০ থেকে ৫০ করে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি বাঁধাকপি ৩০ থেকে ৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সব সবজির ক্ষেত্রে চাষি যেন তার পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান, তা নিশ্চিত করা হবে। কীভাবে বাজারমূল্য ঠিক রেখে কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা যায়, অর্থনীতিবিদসহ দেশের কর্তাব্যক্তিদেরই সেই উপায় বের করতে হবে।

কারিগরি শিক্ষার সংকট দ্রুত সমাধানে উদ্যোগ নিন

শিক্ষাব্যবস্থার যে কোনো ক্ষেত্রে নেতিবাচক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে। শিক্ষক সংকট, উপকরণের অভাব, অনুন্নত কারিকুলামসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত দেশের কারিগরি শিক্ষা। সংকট এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, বিভিন্ন পলিটেকনিক, মনোটেকনিক এবং কারিগরি স্কুল ও কলেজে শিক্ষক পদের ৭০ শতাংশই শূন্য আছে। এছাড়া জনশক্তি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যুরোর অধীন কারিগরি প্রতিষ্ঠানেও প্রায় ৬০ শতাংশ শিক্ষক পদ শূন্য। বিভিন্ন টেকনোলজি ও কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক ল্যাবরেটরি না থাকার বিষয়টিও উদ্বেগজনক। বিপুল জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে কারিগরি শিক্ষায় সরকার বিশেষ জোর দিলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন হয়নি। ২০১২ সালে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার্থী হবে ২০ শতাংশ। ২০২৪ সালে বলা হচ্ছে শিক্ষার্থীর হার ১৬ শতাংশ। তবে আন্তর্জাতিক কারিগরি শিক্ষার সংজ্ঞা ও বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এটি মূলত ৯ শতাংশ। সাম্প্রতিক সময়ে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। দেশে এখন প্রতি তিন জন বেকারের মধ্যে এক জন উচ্চশিক্ষিত। তারা বিএ কিংবা এমএ ডিগ্রি নিয়েও শোভন চাকরি পাচ্ছেন না। গত পাঁচ বছরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী বেকারের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। এমন বড় ডিগ্রিধারী বেকারের সংখ্যা ৪ লাখ থেকে ৮ লাখে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে 'বিএ-এমএ' ডিগ্রিধারী বেকার বেড়েছে প্রায় ৪ লাখ। এর মূলে রয়েছে কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্ব না দেওয়া। সরকারি হিসাবে কারিগরি শিক্ষায় দিনদিন মেয়েদের সংখ্যা কমছে। অথচ সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। কারিগরি শিক্ষার হার কম হওয়ার কারণে দেশ একদিক দিয়ে বেকারত্বের রেকর্ড ভঙ্গ করছে অন্যদিকে, অন্যদিকে বিদেশে দক্ষতা ঘাটতি বেড়েই চলেছে। ফলে সার্বিক উন্নতি চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দেশের সরকারি গড়ে ওঠা বেসরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত সংকট কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা দরকার। এসব সংকট দ্রুত সমাধানের পদক্ষেপ নিতে হবে। কোনো কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রদানের সার্বিক মান প্রশ্নবিদ্ধ হলে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে যারা সনদ নিয়ে বের হবেন, তাদের দক্ষতাও প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

ভূ-রাজনীতির গতি-প্রকৃতি ও মুসলিম বিশ্ব

ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব

সপ্তম খ্রিষ্টাব্দ থেকে ঊনবিংশ শতকের গোড়া পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তি। মুসলিম শাসকদের অনৈক্য, ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ও বিলাসিতায় খিলাফতের পতন ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) বিশ্ব মানচিত্রের বদলসহ ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটায়। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জার্মানির পতন ঘটে। পরমাণু বোমার আঘাতে জাপান বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রতিপত্তি ও প্রভাব নিয়ে বিশ্বরাজনীতিতে আবির্ভূত হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স আগে থেকে ঔপনিবেশিক প্রভু ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বহু উপনিবেশ হারালেও যুদ্ধে জয়লাভে চালকের আসনে বসে যায়। যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত বিশ্বরাজনীতিতে ততটা প্রবলভাবে হাজির হয়নি। পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং ন্যাটো জোটগঠনের মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটন রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয়ে জার্মানির হিটলারের ফ্যাসিবাদী ও আধিপত্যবাদী আগ্রাসন একত্রে মোকাবেলা করে। যুদ্ধজয়ের পরে রাশিয়া কমিউনিস্ট আদর্শ সম্প্রসারিত করে সোভিয়েত ইউনিয়ন নামক বৃহদাকার সাম্রাজ্য গড়ে তোলে এবং পূর্ব ইউরোপে তার প্রভাব সম্প্রসারিত করে গঠন করে 'ওয়ারশো জোট'। অন্যদিকে, কমিউনিস্ট আগ্রাসন মোকাবেলায় ন্যাটো জোট রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে পশ্চিম ইউরোপে কমিউনিজম সম্প্রসারিত হতে পারেনি। ষাট ও সত্তরের দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলতে থাকে। বিভিন্ন দেশে কমিউনিজমের জোয়ার প্রতিহত করতে যুক্তরাষ্ট্র নানা কৌশল নেয়। বিশেষত এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোর সাথে কমিউনিস্টবিরোধী জোট গঠন করে। এর মধ্যে সেন্টো ও সিয়াটো অন্যতম। পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের মতো মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নেতারা সেন্টোতে এবং ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া সিয়াটোর সদস্যপদ লাভ করে। এ দুটো জোটের উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিজম প্রতিহত করা। এর দ্বারা আমেরিকা ইতিবাচক ফল লাভ করে। এসব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো বেশ তৎপর থাকলেও সে সব দেশে কখনো কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। ১৯২৪ সালে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের হাত দিয়ে খিলাফতের অবসান হলেও বিভিন্ন মুসলিম দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এতে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী চেতনা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়। আলজেরিয়ায় বেন বেল্লা, মিসরের হাসানুল বান্না, তুরস্কে বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি, আফগানিস্তানে জামাল উদ্দিন আফগানি, উপমহাদেশে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মালয়েশিয়ায় তুন আব্দুর রহমান, ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ন প্রভৃতি খ্যাতিমান নেতার নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে। মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি আলেমসমাজ ও বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন বিভিন্ন দেশে সক্রিয় ছিল। জাতীয়তাবাদী নেতারা স্বাধীনতা-উত্তর রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা পাশ্চাত্য চিন্তাচেতনায় প্রভাবিত হয়ে অনেকটা সেক্যুলার স্টাইলে দেশ পরিচালনা করেন। সেই সাথে তারা কেউ মার্কিন, কেউবা কমিউনিস্ট পরাশক্তির প্রভাববলয়ে চলে যান। কেউ কেউ ক্রীড়নক হয়ে পড়ে। এর মোকাবেলায় মুসলমানদের নিজস্ব মূল্যবোধ ও দর্শনের আলোকে রাষ্ট্রগঠন ও স্বাধীনতা অর্থবহ করে তুলতে ইসলামী রাজনীতি বিকশিত হতে শুরু করে। এর নেতৃত্ব দেন আরব বিশ্বে হাসানুল বান্না, তুরস্কে বদিউজ্জামান নুরসি, পাক-ভারত উপমহাদেশে আল্লামা ইকবাল, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ও ইরানে আয়াতুল্লাহ খোমেনি। আশির দশকের শুরুতে দুটো ঘটনা ঘটে; যা পুরো বিশ্বব্যবস্থায় নতুন উপাদানের বিকাশ ঘটায়। ১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্রের তল্পিবাহক শাহের শাসনের পতন ঘটে। আলেম সমাজের নেতৃত্বে শরিয়াহ আইন চালু হয়। যুক্তরাষ্ট্র এ বিপ্লব প্রতিহত করার এবং পরবর্তী প্রতিবিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা চালাতে গিয়েও ব্যর্থ হয়। ইরানের ইসলামী বিপ্লব মুসলিমবিশ্বে ইসলামী রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে তুমুল উদ্দীপনা এবং আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। আশির দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের বিপর্যয় ঘটে। স্বৈরতান্ত্রিক ও প্রকৃতিবিরোধী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অন্তর্নিহিত দুর্বলতায় তাসের ঘরের মতো উবে যায়। একদিকে পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য যেমন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করত, তেমনি ইসলামপন্থী দেশগুলো ও আলেমসমাজ প্রধানত ধর্মীয় কারণে সমাজতন্ত্রের প্রবল বিরোধী ছিল। বলাই বাহুল্য, কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে আগ্রাসীভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। মধ্য এশিয়ার বহু মুসলিম দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের শিকার হয়। বিশেষ করে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন মুসলিমবিশ্বকে বেশি নাড়া দেয়। সমাজতন্ত্রের পতনে ইসলামী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শক্তিগুলো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী ব্লক সবচেয়ে বেশি উল্লসিত হয়। দৃশ্যত পুঁজিবাদের ধ্বজাধারীরা বিশ্বরাজনীতির একক চালকের আসনে অধিষ্ঠিত হন। অবসান ঘটে স্নায়ুযুদ্ধের। ইউরোপের বিশেষ করে পূর্ব-ইউরোপে পাশ্চাত্যের প্রভাব সম্প্রসারিত হয়। বার্লিন প্রাচীর ভেঙে পড়ে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্লক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসঙ্ঘ মিলে বিশ্বায়নের নতুন মেরুকরণ শুরু হয়। মুক্তবাণিজ্য সম্প্রসারিত হতে থাকে। রাশিয়ার প্রভাব খর্ব হওয়ায় সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। এতে আমেরিকা স্বস্তিবোধ করলেও নতুন শত্রু চিহ্নিত করতে চিন্তা গবেষণা করতে থাকে। এরা লক্ষ করে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় দেশগুলোর বিরাট অংশ মুক্তবাজার অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণ করে এসে টেকসই হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পতনের পরে পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলোও বাজার অর্থনীতি ও গণতন্ত্র মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর শাসকরা গণতন্ত্র সংহত করেননি; বরং রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্র হয় তাদের রাজনৈতিক কৌশল। এ দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরে উপনিবেশ হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণের ক্ষেত্র ছিল। এসব দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের আওতায় যাতে থাকে সে জন্য পাশ্চাত্য শক্তি এসব দেশে অস্থিতিশীলতা, অস্থিরতা ও তল্পিবাহী স্বৈরশাসন টিকে থাকাকে পছন্দ করে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ ও তেল সম্পদের ওপর পশ্চিমাদের লোলুপদৃষ্টি কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। অন্যদিকে পশ্চিমারা সাম্রাজ্যবাদীরা লক্ষ করে যে, জাতীয়তাবাদী, সেক্যুলার, স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগুলো ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। বিপরীতে ইসলামী রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটছে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থনৈতিক আগ্রাসন প্রতিরোধের সম্ভাব্য জনপ্রিয় ও বিকাশমান ইসলামী শক্তিগুলোকে প্রতিহতের কৌশল নেয়। তারা আরো লক্ষ করে, শুধু মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নয়, বিশ্বব্যাপী বিকল্প সভ্যতা ও সংস্কৃতি হিসেবে ইসলামের বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। স্যামুয়েল পি হান্টিংটন 'ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন' গ্রন্থে ইসলামকে পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তুলে ধরার পর মার্কিন নীতিনির্ধারকরা বিশ্বব্যাপী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রতিহত করা পশ্চিমা পরাশক্তির রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডাচয় অন্তর্ভুক্ত করে। একইসাথে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের নামে নতুন রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ইসলামকে প্রতিপক্ষ ধরে নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ২০০১ সালে নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ারে রহস্যজনক হামলার পর থেকে ইসলামবিরোধী আগ্রাসন চূড়ান্ত রূপ নেয়। পুরো আমেরিকা ও ইউরোপে 'ইসলামফোবিয়া' সংক্রমণের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এক সমীক্ষা অনুযায়ী, আমেরিকার ৬০ শতাংশ নাগরিক মুসলমানদের পছন্দ করে না। এখন এটি পরিষ্কার যে, আমেরিকা নিজেকে যতই উদার গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী বলে দাবি করুক না কেন, সে দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠী বর্ণবাদী ও মুসলিমবিরোধী। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র কোনো মুসলিম দেশের কল্যাণে কাজ করেছে এরূপ প্রমাণ নেই। ওয়াশিংটন ফিলিস্তিনিদের জন্মগত অধিকারের বিরুদ্ধে অবৈধ ইসরাইলকে পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। সাম্প্রতিক-কালে আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় ইসরাইল গাজায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে তা এককথায় অবর্ণনীয়। ইরাককে দিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে ৯ বছরের যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। মিসরের স্বৈরশাসক ও সামরিক শাসকদের পূর্ণ সমর্থন-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। ইরাকের সম্ভাব্য সামরিক শক্তি বিপর্যস্ত করার লক্ষ্যে তথাকথিত রাসায়নিক অস্ত্রের অজুহাতে দেশটি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। সিরিয়াকেও মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা হয়। আফগানিস্তানে এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তালেবানকে পৃষ্ঠপোষকতা দিলেও পরবর্তীতে তালেবান ও আল-কায়েদা ধ্বংসের নামে আফগানিস্তানকে বিপর্যস্ত করে তল্পিবাহক সরকার বসানো হয়েছিল। আফগান মুজাহিদদের অমিত সাহসের মোকাবেলায় পশ্চিমারা লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আল-কায়েদার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাকিস্তানকে সম্পৃক্ত করে সে দেশটিকেও ঝুঁকিতে ফেলা হয়েছিল। মিসরের স্বৈরশাসক জেনারেল সিসিকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দিয়ে সে দেশের ইসলামী আন্দোলনকে বিপর্যস্ত করেছে। আলজেরিয়ায় ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক শাসনকে সমর্থন দিয়েছে। লিবিয়াকে গৃহযুদ্ধের মধ্যে ফেলে দেশটির অস্তিত্ব বিপন্ন করা হয়েছে। ইয়েমেনে ছায়াযুদ্ধের মাধ্যমে শিয়া প্রাধান্য খর্বের চেষ্টা করা হচ্ছে। তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতায় অবতীর্ণ না হলেও সে দেশের সেনাবাহিনীর সেক্যুলার অংশকে বারবার উসকানি দিয়েছে। এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট ব্লকের পতনের দুই দশক অতিক্রান্ত হতে না হতে রাশিয়া আবার হারানো শক্তি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে ইউক্রেনে রাশিয়া আগ্রাসন চালিয়েছে। সিরিয়ায় আসাদ সরকারের পক্ষে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে। রাশিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শক্তিমান শাসক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। দেশটি এখন মার্কিন নির্বাচনেও প্রভাব খাটাতে পারছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাশিয়া এখন আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা বলে না। গত দুই দশকে ভূমণ্ডলীয় রাজনীতিতে কিছুটা নীরব থাকলেও সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্রের মোকাবেলায় নিজের সামরিক শক্তির জানান দিচ্ছে। ফলে বিশ্বরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রতিপত্তি আর আগের মতো থাকছে না। রাশিয়া ক্রমান্বয়ে শক্তি সংহত করে এশিয়া ও ইউরোপে নিজের অবস্থান জোরদার করছে। পাকিস্তান ও তুরস্কের মতো যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক মিত্রগুলো এখন রাশিয়ার দিকে ঝুঁকছে। দৃশ্যত কোনো মুসলিম দেশে রাশিয়ার ইসলামের প্রতি প্রত্যক্ষ বৈরিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অন্যদিকে, চীন কমিউনিস্ট পার্টি-শাসিত রাষ্ট্র হলেও বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজের অবস্থান আগের চেয়ে অনেক বেশি সংহত করেছে। খোদ মার্কিন অর্থনীতি এখন চীনের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। অর্থনীতির সামর্থ্য বিচারে চীন এখন জাপানকে অতিক্রম করে দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তি। সামরিক শক্তি বিচারেও দেশটি দ্বিতীয়। রাশিয়ার সাথে ঐতিহাসিকভাবে চীনের ভালো সম্পর্ক রয়েছে যা বেইজিংয়ের জন্য একটি ইতিবাচক উপাদান। লক্ষণীয় যে, বিশ্বরাজনীতিতে সামরিক শক্তি প্রদর্শনের চেয়ে অর্থনৈতিক প্রভাবকে চীন গুরুত্ব দিচ্ছে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান তথা প্রতিবেশীর সাথে চীন সামরিক শক্তির মহড়া দিলেও এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় অর্থনৈতিক বিনিয়োগ এবং ব্যবসাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। ইতোমধ্যে এসব অঞ্চলে চীনের উপস্থিতি বেশ লক্ষণীয়। বিভিন্ন বিশ্লেষণে মনে করা যায়, চীন ক্রমান্বয়ে বিশ্বের এক নম্বর শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। লক্ষণীয় যে, চীন সারা বিশ্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান না নিলেও নিজ দেশে উইঘুর মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নকে (ইইউ) মনে করা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প একটি বড় শক্তি হিসেবে। তবে বহু মতপার্থক্যও রয়েছে। ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বশর্ত হওয়ায় ইইউ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। প্রতিটি নীতিগত বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পার্লামেন্টের অনুমোদনের শর্ত থাকায় সংস্থাটির গতিশীলতা নেই। ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে ব্রিটেনে যে গণভোট হয়েছিল তাতে ব্রিটিশদের ব্রেক্সিট সমর্থন থেকে প্রতীয়মান হয়, সংস্থাটি ভবিষ্যতে অধিকতর শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা কম। ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ব্রিটেন ও জার্মান সরকার মুসলমান বিশেষ করে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়ে উদারতা দেখালেও বেশ কিছু রাষ্ট্র অনুদার বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফ্রান্স বরং কিছুটা আগ্রাসী। তুরস্কে ইইউতে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে যে কাঠিন্য দেখানো হচ্ছে; তা থেকে মুসলমানদের প্রতি এদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

লেখক : ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব; গবেষক ও সাবেক সচিব

আলজেরিয়ায় ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক শাসনকে সমর্থন দিয়েছে। লিবিয়াকে গৃহযুদ্ধের মধ্যে ফেলে দেশটির অস্তিত্ব বিপন্ন করা হয়েছে। ইয়েমেনে ছায়াযুদ্ধের মাধ্যমে শিয়া প্রাধান্য খর্বের চেষ্টা করা হচ্ছে। তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতায় অবতীর্ণ না হলেও সে দেশের সেনাবাহিনীর সেক্যুলার অংশকে বারবার উসকানি দিয়েছে। এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট ব্লকের পতনের দুই দশক অতিক্রান্ত হতে না হতে রাশিয়া আবার হারানো শক্তি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে ইউক্রেনে রাশিয়া আগ্রাসন চালিয়েছে। সিরিয়ায় আসাদ সরকারের পক্ষে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে। রাশিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শক্তিমান শাসক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। দেশটি এখন মার্কিন নির্বাচনেও প্রভাব খাটাতে পারছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাশিয়া এখন আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা বলে না। গত দুই দশকে ভূমণ্ডলীয় রাজনীতিতে কিছুটা নীরব থাকলেও সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্রের মোকাবেলায় নিজের সামরিক শক্তির জানান দিচ্ছে। ফলে বিশ্বরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রতিপত্তি আর আগের মতো থাকছে না। রাশিয়া ক্রমান্বয়ে শক্তি সংহত করে এশিয়া ও ইউরোপে নিজের অবস্থান জোরদার করছে। পাকিস্তান ও তুরস্কের মতো যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক মিত্রগুলো এখন রাশিয়ার দিকে ঝুঁকছে। দৃশ্যত কোনো মুসলিম দেশে রাশিয়ার ইসলামের প্রতি প্রত্যক্ষ বৈরিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অন্যদিকে, চীন কমিউনিস্ট পার্টি-শাসিত রাষ্ট্র হলেও বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজের অবস্থান আগের চেয়ে অনেক বেশি সংহত করেছে। খোদ মার্কিন অর্থনীতি এখন চীনের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। অর্থনীতির সামর্থ্য বিচারে চীন এখন জাপানকে অতিক্রম করে দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তি। সামরিক শক্তি বিচারেও দেশটি দ্বিতীয়। রাশিয়ার সাথে ঐতিহাসিকভাবে চীনের ভালো সম্পর্ক রয়েছে যা বেইজিংয়ের জন্য একটি ইতিবাচক উপাদান। লক্ষণীয় যে, বিশ্বরাজনীতিতে সামরিক শক্তি প্রদর্শনের চেয়ে অর্থনৈতিক প্রভাবকে চীন গুরুত্ব দিচ্ছে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান তথা প্রতিবেশীর সাথে চীন সামরিক শক্তির মহড়া দিলেও এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় অর্থনৈতিক বিনিয়োগ এবং ব্যবসাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। ইতোমধ্যে এসব অঞ্চলে চীনের উপস্থিতি বেশ লক্ষণীয়। বিভিন্ন বিশ্লেষণে মনে করা যায়, চীন ক্রমান্বয়ে বিশ্বের এক নম্বর শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। লক্ষণীয় যে, চীন সারা বিশ্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান না নিলেও নিজ দেশে উইঘুর মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নকে (ইইউ) মনে করা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প একটি বড় শক্তি হিসেবে। তবে বহু মতপার্থক্যও রয়েছে। ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বশর্ত হওয়ায় ইইউ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না

নির্ভেজালপন্থিদের অধিকার কারা নিশ্চিত করবে?

মাহবুব হাসান জ্যোতি

বছর তিনেক আগের কথা। রাজনৈতিক বিভিন্ন সেমিনারে গুরুগম্ভীর আলোচনায় তখন আফসোস নিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠরা একটা বিষয়ে আলোকপাত করতেন; কেন শিক্ষিত তরুণ সমাজ রাজনীতি থেকে দিনে দিনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে! অনেক আলোচক এমনও বলতেন এ জামানার তরুণরা নাকি রাজনীতিবিমুখ। অগ্রজ কিংবা রাজনৈতিক পট তৈরির কারিগররা বিষয়টি নিয়ে অনেক বেশি চিন্তিত ছিলেন যে এটা অন্তত এ ধরনের বক্তব্য থেকে বোঝা যেত। আর জাতিকে শিক্ষিত রাজনীতিবিদ উপহার দেওয়ার অভিপ্রায়ে কম গবেষণাও হয়নি। কেন তরুণ সমাজ রাজনীতিতে অনাগ্রহী, এর খুঁটিনাটি দিক নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জরিপ পর্যন্ত হয়েছিল নিকট অতীতে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের পর এবং পরবর্তী নানা ইস্যু ঘিরে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকায় রাজনৈতিক মোড়লদের সেই আফসোসখানি আর মগজে অবশিষ্ট আছে কিনা জানা নেই। হয়তো অনেকেই বিষ খেয়ে বিষ হজম করছেন এখন।

পূর্ববর্তী বছরগুলোয় দেশের মোড়ল যারা ছিলেন, উনারা বিভিন্ন ইস্যুকে ঘিরেই দেশের মোট জনসমষ্টির সংখ্যাটি উল্লেখ করে নানা অজুহাত উপস্থাপন করতেন। যখন যে উদ্যোগ নিতেন বা ইস্যু তৈরি হতো, তখন দেশের মোট জনসংখ্যার কথা উল্লেখ করে দম্ভকণ্ঠে জানাতেন, 'দেশের দশ কোটি মানুষ এটি চায়।' অথবা বলতেন 'দেশের বারো কোটি মানুষ এটা চেয়েছিল বলেই আমরা এটি করতে বাধ্য হচ্ছি।' তারা তৎকালীন সমাজ বা রাষ্ট্র নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন! আর কোন ফাঁকে 'বৈষম্যটা' গেঁড়ে বসলো- যেন কেউই বুঝতেই পারলেন না! রাজনৈতিক নেতারা তো 'পীর'র চেয়েও কোনও অংশে কম নন। কারণ নেতাদের মতাদর্শের বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই যার যার নেতার কবরকে মাজার বলেন। উনাদের এই দোসর বা মুরিদদের বিশ্বাসও এমন; আমজনতার উন্নয়নের জন্যই তাদের পীর বা মোড়ল বা নেতা জীবনটাকে উৎসর্গ করে গেছেন। যার যার মোড়ল তার তার কাছে সর্বেসর্বা অথবা ফেরেশতা। কেউই মোড়লদের শেকড় বা পূর্ব পুরুষদের সম্পদ নিয়ে গবেষণায় যেতে রাজি ছিলেন না। মিলিয়ে দেখেননি যুগ অন্তে মসনদের বলে তারা কেমন ধনে সম্পদে আর শক্তিতে বলীয়ান হয়েছিলেন। ভেজালযুক্ত রাজনৈতিক ঘটনার পরিক্রমায় পালা বদলে বিভিন্নকালে মোড়ল কাতারে আরও অনেকে যুক্ত হওয়া শুরু করলো। যারা যুক্ত হতে থাকলেন তারা পূর্ববর্তীদের মুখোশও উন্মোচন করলেন। যারা উন্মোচনের এই 'মহতি' উদ্যোগে যুক্ত হন, আবার সেই পক্ষকেও কেউ না কেউ যুক্তিযুক্ত কারণ দাঁড় করিয়ে পেছন হতে 'ল্যাং মারা' শুরু করে। এভাবেই তো চলছে দেশ। সে হিসেবে রাজনীতি হলো একটি ভেজাল ময়দান। আবার সেখানে জটিল সমীকরণে সমঝোতা হতেও দেখেছি বিগত বছরগুলোতে। বয়স কিংবা জেনারেশন গ্যাপ সমঝোতার ক্ষেত্রে কোনও ফ্যাক্টর হয়নি। আশ্চর্য লাগে যারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের আলোকে মোড়ল হচ্ছেন, তারা কেউ-ই লিপ্সা বা লালসার ঊর্ধ্বে উঠতে পারছেন না। আবার কালের আবর্তে প্রতিষ্ঠিত কথিত কোনও রথী মহারথীও সম্পদ গড়ার আকাঙ্ক্ষা হতে বেরিয়ে এসে নজির স্থাপন করতে পারছেন না। এমনকি বিগত দিনেও কেউ প্রমাণসমেত জাতিকে দেখাতে পারেননি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি বা তারা যে আখের গোছাননি। পক্ষ-বিপক্ষের উত্থানের আলোকে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি কিংবা ইতিহাস ঘাঁটলে এও বোঝা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতেই এ দেশে যারা নেতা হয়েছেন, উনারা চমৎকার কথামালা খুঁজে খুঁজে বের করেছেন কেবল সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। আড়ালে নিজেরা কেবল নগদ গ্রহণ বা কামাইয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। সম্পদ গড়ার লোভের যে প্রতিযোগিতা বা পদ্ধতি এ তো বহু আগ হতেই শুরু হয়েছিল, সেখানে সবাই যে যার যুক্তি অখণ্ড রেখেই শামিল ছিলেন। সব কালেই পুরোনোদের কাছে তরুণ প্রজন্ম নিয়ে কথাবার্তা ছিল অডিটরিয়াম কিংবা গোলটেবিল জমানোর মতো টপিকের কিঞ্চিৎ প্রয়াস মাত্র! রাষ্ট্রের মামুলি নাগরিকদের প্রশ্ন বা ভাবনা নিয়ে মোড়লদের তেমন কিছু আসে যায় না। তারপরও জানতে ইচ্ছে করে, 'সংঘবদ্ধ' হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের দেশে কেন কাউকে কিছু প্রদান করা হয় না? কী সেলাই কারিগর, কী দোকানি, কিংবা রিকশা শ্রমিক অথবা চিকিৎসক, শিক্ষক কিংবা স্যুট-টাই পরা আমলা- এখন এমন কোনও পর্যায় বা সেক্টর নাই- যেখানে 'সংঘবদ্ধভাবে আদায়' করে নেওয়ার প্রচলনটা নেই। আর চক্র, চক্রান্তের জালও কিছু না কিছু বিস্তৃত হয় এভাবেই। ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার, সমতা, সুশাসন এগুলো কেবলই যে ফাঁকা বুলি- তা তো অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। ফেরেশতার মতো মোড়ল যারা ছিলেন তারাও পরিকল্পিত কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেননি। আবার অনাগত ভেজাল পরিস্থিতিতে যারা ফেরেশতা সাজার চেষ্টা করবেন, তারা কেন ভাবনায় আনছেন না; এই যে আদায় করার 'সংঘবদ্ধ পদ্ধতি' এখন চালু হয়ে গেলো দেশে প্রচলিত এই 'পদ্ধতিতে' সবাই কি শামিল হতে পারেন বা পারবেন? আবার সবাই কি সব পদ্ধতিতে সায় দেয়? রাষ্ট্রের মামুলি অনেক নাগরিকের কাছ থেকে জবাব পাওয়া যাবে 'না'। যারা 'না'-এর দলে অর্থাৎ চুপচাপ বা রাজনৈতিক মারপ্যাচে যারা 'নির্ভেজালপন্থি', যারা আদায় করে নেওয়ার কায়দাকানুন জানে না কিংবা সেখানে যুক্ত হয় না, তারা কি শুধুই অবহেলিতই থাকবে? এসবের উত্তর বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন বা ক্ষমতাধরদের কাছাকাছি যিনি থাকেন, তারা কি খুঁজে দেখার তাগিদ অনুভব করবেন? নির্ভেজালদের যাপিত জীবন কি সহজ হবে না? একটা বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়ে আরেকটি বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে যাচ্ছে কিনাসেদিকে কারো দৃষ্টি আছে কিনা- সন্দেহ হয়। কারণ দেখা যাচ্ছে পূর্ববর্তী মোড়লেরা যাদের খুশি করার সব সময় ব্রতী ছিলেন, সেই তাদের মতোই একই তরিকায় বর্তমানে যারা দেশের হর্তাকর্তা হয়েছেন উনারাও সবার আগে সরকারি চাকরির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদেরই খুশি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন! হয়তো উনাদের কাজকর্মে সম্পৃক্ত বলেই এই প্রাধান্য দিচ্ছেন বা শক্তিসঞ্চার করার অভিলাষেই বিভিন্ন সেক্টরে যারা সংঘবদ্ধ হয়েছেন তাদের দাবি-দাওয়াও পূরণ করে চলেছেন। রাজা ভেগে যায় কিন্তু তার তন্ত্র ঠিকই থেকে যায়। সে জন্যই কিনা জানি না, আমরা একজনের অধিকার কেড়ে নিয়ে আরেকজনের অধিকার দেওয়াটাই শিখছি বা শিখেছি। আর যারা নেই কোনও সংঘবদ্ধে, তারা কেবল বঞ্চিতই থেকে যায়। সংগঠন, মিছিল-সমাবেশ, রাস্তা অবরোধ, পিকেটিং, পট তৈরির কারিগর এসব ভেজাল প্রক্রিয়া যারা এড়িয়ে চলেন, তারা কি এই দেশের নাগরিক নন? চুপচাপ বা নির্ভেজালপন্থিরা কি দেশের কোনও অংশে কম মঙ্গল কামনা করেন? সংঘবদ্ধ হয়ে অথবা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্র সৃষ্টি না করতে পারলে কি এই দেশে কিছুই আদায় করা যাবে না? আরও বিস্মিত ব্যাপার হলো সব কিছু বদলে ফেলার চেষ্টা চলছে ঠিকই, তবে সংলাপ এখনও পুরোনোটি আছে। যেকোনও ইস্যুতে কথায় কথায় এখনও অনেকে বলেই ফেলেন; 'আমরা যা করছি এটি ১৮ কোটি মানুষ চায়!' খুব সহজে জনসমষ্টির এই যে সংখ্যাটা পূর্ববর্তী মোড়লদের মতোই আওয়াজে রাখা বা বেচে ফেলছেন এও বড় আশ্চর্য! আর উদ্ভট যত প্রকট যুক্তি যার চিন্তায় যা আছে, তার ভিত্তিতেই নগদ গ্রহণে উঠেপড়ে লেগেছেন এমন সংবাদও তো প্রকাশ হচ্ছে। জীবনভর আমাদের শুনতেই হচ্ছে ক্ষমতার পালাবদলে একপক্ষ পুরো জাতির জন্য গোলা ভরে যান, আর পরে যারা ক্ষমতায় আসেন তারা এসে জানান ফাঁকা গোলা, কিছুই নাই! সবই যে গালগল্প তাও তো অনেকে এখন বুঝেন। নির্ভেজাল যারা তারাও চিন্তায় নিচ্ছেন, রাজনীতির অন্তরালে কেমন ধরনের মধুর চাক আমাদের মতো ছোট্ট এই দেশের ফাঁকা গোলাতে জানি রয়েছে! এখানে শুধু সাহস করে হাত বাড়ালেই মৌমাছি বা ভিমরুলের আনাগোনা হতেও মধু খাওয়া যায়। এ দেশে মোড়ল বা কাপ্তান না হতে পারলে কেউ কাউকে পাত্তা দিতে চায় না। বাড়তি বা প্রচুর অর্থ কামাইয়ের পদ্ধতি না শেখা থাকলে কিংবা মোড়ল বা কাপ্তান না হতে পারলে 'ব্যর্থ নাগরিক' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিজ পরিবারেও ঠিকমতো সমাদর পাওয়া যায় না। বছরের পর বছর এভাবেই তো পার হয়। মানুষে মানুষে বিভেদ এভাবেই বেড়ে চলেছে। একগোষ্ঠী সবসময় সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করতে করতে তরুণ হতে বুড়ো হয়ে যায়। মূল্যস্ফীতি আর নানা ধরনের বৈষম্যের জাঁতাকলে না পড়লে ফুরফুরে জীবন তো হবেই। আনন্দের ঠেলায় কিছু মানুষের আয়েশি আলাপও উতরে আসে তখন। রাষ্ট্র, সরকার সবই যদি থাকে নাগালে, তাহলে তো 'এজেন্ডানির্ভর' সভা-সেমিনারে কিছু বলার জন্যও দাওয়াত মেলে। হয়তো এখন যারা সুবিধাভোগী অথবা মোড়ল কাতারে আছেন যারা, তারা একসময় অদূর ভবিষ্যতের কোনও সভা সেমিনারে গুরুগম্ভীর আলোচনা পর্বে অংশ নিয়ে বলবেন; 'আমরা দিব্বি দেখতে পাচ্ছি তরুণ সমাজ রাজনীতি থেকে দিনে দিনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে! আমরা এর থেকে উত্তরণ খুঁজছি।' ঠিক সেই সময়ই হয়তো আরেকটি জেনারেশন উদ্ভব হতে পারে। তখন পরিণতি বা দৃশ্যপট কেমন হবে- তা কিন্তু কল্পনা করতে পারছি না। পরিণতি আরও অপমানজনকও হতে পারে। কারণ অতীতের পটপরিবর্তনের মুহূর্তগুলো স্মরণ রাখলেও কেউই ভয়ে রাখেন না! যুগের পর যুগ থেকে চলা ভেজালযুক্ত বৈষম্যমূলক অর্থ ব্যবস্থা, সমাজ বা অনিরাপদ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নতুন পন্থায় কেউ এগিয়ে নেবার জন্য চায় কিনা সন্দেহ। দেশ পরিচালনাকারীরা বঞ্চনার যে বীজ বপন বা চারা গাছ লাগিয়ে রাখেন, এটি বেমালুম অনিচ্ছাকৃত নয়, নেপথ্যে রয়েছে গুপ্ত অভিলাষ। কেউ স্বীকারও করেন না। হয়তো ভবিষ্যৎ তরুণ প্রজন্মের রাজনীতিবিমুখ হওয়া নিয়ে গবেষণা সেল গঠন করবেন সেই তারাই! সামনে জরিপ কার্য চালাতেও উদ্বুদ্ধ হবে তাদের মদতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কোনও না কোনও প্রতিষ্ঠান। এখনও সময় আছে কেবল নিজেদের পারিপার্শ্বিক মুখগুলো নিয়ে ব্যস্ত হলেই চলবে না, যারা কোনও ভেজালে নেই- তাদের জন্যও ফলপ্রসূ কিছু বাস্তবায়ন করুন। এই মানুষগুলোও দেশের ১৮ কোটিরই একটা অংশ। জীবন-জীবিকার জন্য নির্ভেজাল মানুষেরাও কোনও না কোনও পেশায় সম্পৃক্ত। ক্ষমতাধররা নিজেদের নির্ভেজালপন্থিদের সামনে পর্তুগিজ কিংবা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মালিক অথবা হাল আমলের চা বাগানের মালিক আর নির্ভেজালদের চা শ্রমিক হিসেবে ভাববেন না। নির্ভেজালপন্থিদেরও টিকে থাকতে দরকার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার অধিকার, তাদেরও প্রয়োজন কিছুটা ইজ্জত-সম্মান। কারও গঞ্জনায় প্রকৃতিকে আর ভারী হতে দেবেন না।

গাজায় বাস্তুহারা ৯০ শতাংশ মানুষ, তীব্র খাদ্য সংকটে ৯১ শতাংশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ১৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে গাজায় সংঘাত চলছে। সহিংসতার অবসানের জন্য ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে এবং যুদ্ধবিরতি এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। কিন্তু এক বছরের বেশি সময় ধরে গাজাকে রীতিমত ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করেছে ইসরায়েল। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ইসরায়েলে আক্রমণের পর থেকে এই সংঘাত শুরু হয়। হামাসের ওই হামলায় প্রায় ১২০০ মানুষ নিহত হন এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়। এর প্রতিশোধ নিতে গাজায় ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায় ইসরায়েল। সেখানে মানবিক সংকট এখন প্রকট আকার ধারণ করেছে। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, ইসরায়েলের সামরিক অভিযান চলাকালে ৪৬ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এবং গাজার অধিকাংশ অবকাঠামো বিমান হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, তারা হামাসের যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে এবং বেসামরিক মানুষদের হতাহতের ঘটনা এড়ানোর চেষ্টা করেছে। ইসরায়েলি অভিযানের জবাবে পাল্টা রকেট হামলা চালিয়ে যাচ্ছে হামাস। এই সংঘর্ষের ফলে গাজায় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ বিশ্লেষণ করেছে বিবিসি ভেরিফাই।

গাজায় হতাহতের সংখ্যা : গাজার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা ৪৬ হাজার ৯১৩ জনের মৃত্যুর হিসাব পেয়েছেন। হাসপাতাল এবং নিহতদের পরিবারের সদস্যদের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই সংখ্যা তৈরি করেছেন তারা। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর পর্যন্ত অর্থাৎ সংঘাতের এক বছরে শনাক্ত হওয়া নিহতদের মধ্যে ৫৯ শতাংশই ছিল নারী, শিশু এবং বৃদ্ধ। তবে নভেম্বরে জাতিসংঘের বিশ্লেষণে নিহতের মধ্যে নারী এবং শিশুর সংখ্যা ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বলে উল্লেখ করা হয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এক লাখ ১০ হাজার ৭৫০ জন ফিলিস্তিনি এই সংঘর্ষে আহত হয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গত ১৩ জানুয়ারি এক প্রতিবেদনে জানায়, আহতদের মধ্যে ২৫ শতাংশের আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে, তাদের জীবন আর আগের অবস্থায় ফিরবে না। মেডিসিনস সান ফন্তিয়েখ (এমএসএফ)-এর সমন্বয়ক কারিন হাস্টার বিবিসি ভেরিফাইকে বলেছেন, দীর্ঘ সময় ধরে আহত রোগীদের ঠিকমতো দেখাশোনা করার ক্ষেত্রে গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ল্যানসেট মেডিকেল জার্নালে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, নিহতের সংখ্যা মন্ত্রণালয়ের হিসাবের চাইতেও উল্লেখযোগ্য হারে বেশি হতে পারে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যখন নিহতের সংখ্যা গণনা করে তখন তারা সাধারণ নাগরিক এবং যোদ্ধাদের আলাদা কোনো হিসাব করে না। তবে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ দাবি করেছে, তারা ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৭ হাজার হামাস যোদ্ধাকে হত্যা করেছে। তারা কীভাবে এই সংখ্যা নির্ধারণ করেছে তা প্রকাশ করেনি।

অবকাঠামো এবং হাসপাতাল : এই সংঘাতে গাজার অবকাঠামোগত ক্ষতির মাত্রা ব্যাপক। সিএনওয়াই গ্র্যাজুয়েট সেন্টারের অধ্যাপক কোরি শের এবং ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জামন ভ্যান ডেন হোক স্যাটেলাইট চিত্রের মাধ্যমে গাজার ক্ষয়ক্ষতির পরিসর যাচাই করেছেন। ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির বিশ্লেষণে তারা অনুমান করেছেন, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজার ৫৯ দশমিক ৮ শতাংশ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে।

ইসরায়েল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শহুরে এলাকায় বোমা-বর্ষণ করেছে এবং কিছু অবকাঠামোয় একাধিকবার হামলা চালানো হয়েছে। জাতিসংঘের স্যাটেলাইট সেন্টারের (ইউএনওস্যাট) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ডিসেম্বরের শুরুতে গাজার ৬৯ শতাংশ ভবন ও স্থাপনা পুরোপুরি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে গাজার রাস্তাঘাটের ৬৮ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। জাতিসংঘ আরও জানিয়েছে যে, অনেক হাসপাতাল এবং এর আশেপাশের এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একাধিক উদাহরণ পাওয়া গেছে। গাজার ৫০ শতাংশ হাসপাতাল এখন বন্ধ গেছে। আর বাকি হাসপাতালগুলোতে আংশিক কাজ চলছে। এর মানে হলো, হাসপাতালগুলো খোলা আছে ঠিকই কিন্তু তারা দীর্ঘস্থায়ী রোগ এবং জটিল আঘাতের কোনো চিকিৎসা দিতে পারছে না। ইসরায়েল শুরু থেকেই অভিযোগ করে আসছে যে, হামাস হাসপাতাল এবং এর আশেপাশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা না থাকার ব্যাপক সমালোচনা করেছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী চলমান সংঘাতে অন্তত এক হাজার ৬০ জন চিকিৎসাকর্মী নিহত হয়েছেন। গাজার ছয়টি পাবলিক কমিউনিটি মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং একমাত্র ইনপেশেন্ট সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালও এখন আর চালু নেই বলে সেভ দ্য চিলড্রেন বিবিসি ভেরিফাইকে জানিয়েছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ১০ লাখ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার প্রয়োজন যা মোকাবিলা করা এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। অনেক বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা এখন দক্ষ কর্মী এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছাড়াই চলছে। **শিক্ষাখাতের ক্ষয়ক্ষতি :** গাজার শিক্ষার খাতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আইডিএফ জানিয়েছে, তারা জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে হামাস যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে ৪৯টি স্কুল ভবনে হামলা চালিয়েছে। ডিসেম্বরের শুরু থেকে ১৩টি স্থানে এ ধরনের হামলার যাচাইকৃত ফুটেজ পেয়েছে বিবিসি ভ্যারিফাই। এই স্থানগুলো তখন আর স্কুল হিসেবে চালু ছিল না। বরং বাস্তুচ্যুত মানুষের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু স্কুল ভবনে হামলায় যে ক্ষতি হয়েছে তা গাজার শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করবে। বিবিসি দেখিয়েছে, ইসরায়েল তাদের সামরিক অভিযান শুরুর পর পর কীভাবে শত শত পানির লাইন এবং স্যানিটেশন সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করে দিয়েছে। অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ অর্থাৎ মানুষের বাড়িঘর থেকে শুরু করে জনসেবা কেন্দ্র পুনরায় নির্মাণ করাই হবে সামনের বছরগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। মে মাসে জাতিসংঘ অনুমান করেছিল যে, গাজা পুনর্গঠনে ৪০ বিলিয়ন বা চার হাজার কোটি ডলার খরচ হতে পারে। **ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি :** জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা বিষয়ক সমন্বয় অফিস (ওসিএইচএ) ধারণা করছে, গাজায় অন্তত ১৯ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে যা কিনা গাজার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ।অর্থাৎ এই মানুষগুলো গাজায় তাদের বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে বাধ্য হয়েছেন।

নাইজেরিয়াতে ট্যাংকার উল্টে বিস্ফোরণ, হতাহত ১২৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নাইজেরিয়াতে একটি পেট্রোলবাহী ট্যাংকার বিস্ফোরণে অন্তত ১২৬ জন হতাহত হয়েছেন। দেশটির নাইজার প্রদেশে গত শনিবার চলন্ত ট্যাংকারটি হঠাৎ উল্টে গিয়ে তেল ছড়িয়ে পড়ে। সেগুলো সংগ্রহের আশায় এগিয়ে গেলে বিস্ফোরণে অনেকে হতাহত হন। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। নাইজার প্রদেশের ফেডেরাল রোড সেফটি কর্পসের সেক্টর কমান্ডার কুমার সুকওয়াম বলেছেন, মারা যাওয়া অধিকাংশই ছিলেন স্থানীয় হতদরিদ্র ব্যক্তি। ট্রাক উল্টে তেল ছড়িয়ে পড়লে সেগুলো সংগ্রহের আশায় তারা এগিয়ে গেলে বিস্ফোরণের শিকার হন। দমকলকর্মীরা আগুন নেভাতে সক্ষম হয়েছে বলেও জানান তিনি। এর আগে অক্টোবরে একই ধরনের আরেক দুর্ঘটনায় জিগাওয়া প্রদেশে অন্তত ১৪৭ জনের প্রাণহানি হয়েছিল। নাইজেরিয়ার জাতীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ৭০ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ৫৬ জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার নিকটবর্তী ১৫টির বেশি দোকান ধ্বংস হয়ে গেছে।

ভারতের কুম্ভমেলায় বিস্ফোরণ, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলায় আগুন লেগেছে। জানা গেছে, একটি তাবুতে সিলিন্ডার থেকে বিস্ফোরণের পর আগুনের সূত্রপাত হলে দ্রুত ২০-২৫টি তাঁবু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গতকাল রোববার আগুন লাগার এ খবর জানিয়েছে ভারতের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো। এ ঘটনার পর পুরো মেলা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে লোকজন নিরাপদ স্থানে ছোটাছুটি করছে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোনো তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। নিউজ নাইনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের ৬টি ট্রাক নামানো হয়েছে। তবে আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ও তীব্রতা বাড়ছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও এনডিআরএফ দল আশপাশের এলাকা খালি করছে। ঘটনাটি ঘটেছে কুম্ভমেলার মাঠের মধ্যে শাস্ত্রী ব্রিজ ও রেল ব্রিজের মাঝখানে। নিউজ নাইন জানিয়েছে, মেলার ৫ নম্বর সেক্টর থেকে শুরু হওয়া আগুন ধীরে ধীরে ১৯ ও ২০ নম্বর সেক্টরে ছড়িয়ে পড়ে।

কলম্বিয়ায় সংঘর্ষে নিহত ৬০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কলম্বিয়ার মাদক চোরাচালান প্রধান কাটাটুম্বো অঞ্চলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সাম্প্রতিক সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। চলমান নৃশংসতায় এখন পর্যন্ত ৬০ জন নিহত হয়েছেন বলে শনিবার দেশটির সরকারি মানবাধিকার ন্যায়পালের কার্যালয় থেকে জানানো হয়। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কার্যালয় থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, বামপন্থি ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ইএলএন) ও আপাত নিষ্ক্রিয় রেভুল্যুশনারি আর্মড ফোর্সেস অব কলম্বিয়ার (ফার্ক) চলমান সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত অন্তত ৬০ জন নৃশংস হত্যার শিকার হয়েছেন। এছাড়া, ৩২ জন অপহরণের শিকার হয়েছেন এবং কয়েশ মানুষ প্রাণভয়ে ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। গত সপ্তাহে ইএলএনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলে একটি বৈঠক বাতিল করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। চলমান সংঘর্ষ নিরসনের আশায় ওই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। এদিকে শনিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ইএলএন অভিযোগ করেছে, বেসামরিকদের হত্যা ও অন্যান্য নৃশংসতা চালিয়ে বর্তমান সংঘর্ষ উসকে দিয়েছে ফার্ক। এই অভিযোগের প্রতিবাদের এখনও মন্তব্য করেনি গোষ্ঠীটি। অবশ্য শুক্রবার তারা জানিয়েছে, সহিংসতা আরও ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে তাদের সশস্ত্র সদস্যদের প্রত্যাহার করা শুরু করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে, সংঘাতে জর্জরিত এই অঞ্চল ভেনেজুয়েলার নিকটবর্তী হওয়ায় মাদক চোরাচালানের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে অবৈধ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো কোকেইন পাচারের জন্য এই এলাকায় খুব সক্রিয় থাকে। দেশটির অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ বন্ধে ২০২২ সাল থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পেত্রো সরকার। এই উদ্দেশ্যে বামপন্থি গেরিলা ও সাবেক আধাসামরিক সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত অপরাধী সংগঠনগুলোর মধ্যে সমঝোতা করার একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রায় ছয় দশকের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে দেশটিতে অন্তত সাড়ে চার লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ন্যায়পালের কার্যালয় থেকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ইএলএনের বিরোধিতা করার জন্য সামাজিক আন্দোলনের অনেক নেতা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অপহরণের ঝুঁকিতে আছেন। বেসামরিকদের ওপর সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে তারা।

পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্পর্ক চ্যালেঞ্জের মুখে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সাম্প্রতিককালে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা দেশ দুইটির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখতে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চলতি বছরের শুরুর দিকে ডুরান্ড লাইনে দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে করে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়েছে। খবর খামা প্রেসের। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশের নাওয়া পাস এলাকায় সর্বশেষ হামলা চালায় পাকিস্তান। এতে হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে। এর আগে গত ২৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর হামলায় আফগানিস্তানে নিহত হয়েছে অন্তত ৫০ জন। নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল নারী ও শিশু। এর জবাবে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পাল্টা হামলায় চালায় আফগান যোদ্ধারা। এতে নিহত হয়েছে পাকিস্তানের অন্তত ১৯ জন সেনা। বিভিন্ন রিপোর্টের বরাতে খামা প্রেস জানিয়েছে, গত বছর পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমান্তে ৪০০টির বেশি সংঘাত হয়েছে। এসব সংঘাতের ফলে পারস্পরিক বিশ্বাস কমেছে এবং এসব সংঘাত আন্তর্জাতিক আইনের লজ্ঘন।

কৃত্রিম সূর্যে আরেক ধাপ এগোলো চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পূর্ব চীনের আনহুই প্রদেশের হফেই শহরে অবস্থিত 'সায়েন্স আইল্যান্ড' গবেষণা কেন্দ্রটিতে চীনা গবেষকরা ফিউশন শক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগে কাজ করছেন। যা চীনের পরবর্তী প্রজন্মের বিশুদ্ধ জ্বালানির উৎস 'কৃত্রিম সূর্য' তৈরির গবেষণারই অংশ। সম্প্রতি, ওই গবেষণার অংশ হিসেবে চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্সেসের অধীন প্লাজমা ফিজিক্স ইনস্টিটিউট বিশ্বের সবচেয়ে বড় সুপারকন্ডাক্টিং ম্যাগনেটের ডায়নামিক পরীক্ষার ব্যবস্থা তৈরি করেছেন।

চীনা সংবাদমাধ্যম সিএমজি এ খবর জানিয়েছে। প্লাজমা ফিজিক্স ইনস্টিটিউটের গবেষক ছিন চিংকাং জানালেন, 'সুপারকন্ডাক্টিং ম্যাগনেটের ডায়নামিক পরীক্ষা ব্যবস্থাটি ফিউশন প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো। প্রথম রাউন্ডের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং শিগগিরই আরও উচ্চতর প্যারামিটার এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের হার দিয়ে একাধিক পরীক্ষা চালানো হবে।' ১০ বছরের প্রচেষ্টায় গবেষক দলটি অনেক চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে সুবৃহৎ সুপারকন্ডাক্টিং ম্যাগনেটটি তৈরি করেছেন, যা ফিউশন রিয়েক্টরের মূল উপাদান। আর ওই চুম্বকের কর্মক্ষমতা পরিমাপের জন্য প্রয়োজন হয় একটি গতিশীল পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার। এই সিস্টেমে রয়েছে একটি বড় বায়ুশূন্য কনটেইনার, যার ব্যাস ৬.৫ মিটার এবং উচ্চতা ৯.২ মিটার। এতে অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রা, উচ্চ বৈদ্যুতিক প্রবাহের পাওয়ার সাপ্লাই এবং অন্যান্য সিস্টেম রয়েছে, যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরীক্ষাটি সম্পাদন করতে সক্ষম এবং সুপারকন্ডাক্টিং ম্যাগনেটের কার্যকারিতার তথ্যও সংগ্রহ করতে পারবে। প্রথম রাউন্ডের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থির বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছিল ৪৮ কিলোঅ্যাম্পিয়ার, যা গবেষকদের আশানুরূপ সূচক পূরণ করেছে। ছিন চিংকাং আরও জানালেন, 'ভবিষ্যতে এই সিস্টেমের বহন ক্ষমতা ৫০ কিলোঅ্যাম্পিয়ারের বেশি এবং এর চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তনের হার প্রতি সেকেন্ডে ১.৫ টেরাওয়াটে পৌঁছাবে। প্রথমবারের মতো বড় প্রবাহ, একাধিক কয়েল এবং উচ্চ চৌম্বক ক্ষেত্রের মতো গতিশীল পরিস্থিতিতে পরীক্ষাগুলো পরিচালনা করতে পারবো।' চীনা গবেষকরা জানান, সুপারকন্ডাক্টিং ম্যাগনেট ডায়নামিক পরীক্ষার ব্যবস্থার পাশাপাশি ফিউশন প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ১৮টি সাব-সিস্টেমের প্রায় সবগুলোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সেগুলোর একত্রীকরণ সংক্রান্ত পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। গবেষণা ও অবকাঠামোটি চলতি বছরের শেষ নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

'পিনিক'র নতুন পোস্টারে ভিন্ন রূপে বুবলী

বিনোদন ডেস্ক : ঈদুল ফিতরে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা 'পিনিক'র নতুন পোস্টারে এক ভিন্নধর্মী রূপে দেখা গেছে শবনম বুবলীকে। তার খাঁচায় বন্দী এই লুকে রহস্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট। এর আগে ফার্স্ট লুক পোস্টারে আদর আজাদকে দেখা গিয়েছিল বিশাল অস্ত্র ভাণ্ডারের সামনে। 'পিনিক'র গল্পে রয়েছে অ্যাকশন, রোমান্স, সাসপেন্স, মিস্ট্রি এবং মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার। সিনেমাটিতে নিজের চরিত্রের বিষয়ে বুবলীর ভাষ্য, 'আমি অনেকদিন ধরে চাচ্ছিলাম এমন চরিত্রে অভিনয় করতে যা দেখে দর্শক চমকে উঠবে, পিনিকে আমার চরিত্র তেমনই।' নির্মাতা জাহিদ জুয়েল সিনেমাটি সম্পর্কে বলেন, এটি দর্শকদের একটা 'ঘোরের' জগতে নিয়ে যাবে। আর সিনেমাটির প্রযোজক আশরাফ কিটো জানান, চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে ঝড় তুলবে পিনিক। সিনেমাটিতে আদর-বুবলী ছাড়াও আরও অভিনয় করেছেন আলী রাজ, ফজলুর রহমান বাবু, সমু চৌধুরী, আজাদ আবুল কালাম, শিমুল খান, মোমেনা চৌধুরী, নবাগত কেয়া আল জান্নাহসহ অনেকে।

এবার দেশে প্রদর্শিত হলো নন্দিত সিনেমা 'বলী'

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্বের নানা দেশের একাধিক মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসব ঘুরে প্রশংসা পেয়েছে বাংলাদেশি নির্মাতা ইকবাল হোসাইনের সিনেমা 'বলী' (দ্য রেসলার)। ছবিটি এবার নিজ দেশের উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গতকাল শেষ দিনে জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে সিনেমাটির বাংলাদেশ প্রিমিয়ার হয়েছে। তবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ারে উপস্থিত থাকতে পারেননি ছবিটির পরিচালক ইকবাল হোসাইন চৌধুরী। বর্তমানে তিনি কানাডায় রয়েছেন। নির্মাতা হোসাইন বলেন, 'এই সিনেমাতে চট্টগ্রামের বলীখেলার ঐতিহ্য ও উপকূলীয় মিথ বিশ্বের সামনে তুলে ধরার একটি চেষ্টা করা হয়েছে।

সাইফকে নিয়ে ফের বিতর্কের মুখে উর্বশী

বিনোদন ডেস্ক : মুম্বাইয়ে নিজের বাসায় ছুরিকাহত হয়েছেন বলিউডের অভিনেতা সাইফ আলী খান। সে ঘটনা নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করা হয়েছিল অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলাকে। কিন্তু ঘটনার গভীরতা অনুধাবন করতে না পেরে সে প্রশ্নের বেশ অসংবেদনশীল জবাব দিয়ে বসেন তিনি। সাইফের ঘটনা নিয়ে একবাক্যে উর্বশী বলেন, 'এটা দুঃখজনক।' এরপরই নিজের সিনেমা 'ডাকু মহারাজ'-এর সাফল্য এবং বাবা-মা'র কাছ থেকে উপহার পাওয়া গহনার ফিরিস্তি শোনানো শুরু করেন এই অভিনেত্রী। বলেন, 'ডাকু মহারাজ বক্স অফিসে ১০৫ কোটির বেশি আয় করেছে। মা আমাকে হীরায় মোড়ানো একটি রোলেক্স ঘড়ি গিফট করেছিল আর বাবা হাতের ছোট ঘড়িটা দিয়েছে। তবে এগুলো পড়ে বাইরে যাই না। মনে হয় কেউ যদি এগুলোর জন্য আমার ওপর হামলে পড়ে।' এই বক্তব্য নিয়ে নেটদুনিয়ায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে পরে দীর্ঘ এক পোস্ট দিয়ে সাইফের কাছে ক্ষমা চান উর্বশী। সেখানে উর্বশী জানান, তিনি ঘটনার গভীরতা অনুধাবন করতে পারেননি। নিজের অজ্ঞতা এবং অসংবেদনশীলতার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন তিনি।

সাইফের উপর হামলার অভিযোগ বাংলাদেশের উপর চাপানোর চেষ্টা!

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খানের ওপর হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বাংলাদেশের নাগরিক, এমনটাই দাবি করেছে মুম্বাই পুলিশ। মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম শেহজাদ নামে ৩০ বছর বয়সী ওই যুবককে অভিনেতার বাড়ির ৩৫ কিলোমিটার দূর থেকে আটক করা হয়। এরপরই এক সংবাদ সম্মেলনে মুম্বাই পুলিশ জানিয়েছে, সাইফ আলি খানের হামলাকারী ভারতে ঢোকার পর নাম বদলে বিজয় দাস রেখেছিল। পুলিশ কর্মকর্তা দীক্ষিত গেদাম জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশি এবং অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের পর নিজের নাম পরিবর্তন করেছেন। তিনি বিজয় দাস হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন। মুম্বাই পুলিশের পক্ষ থেকে এই কর্মকর্তা আরও বলেন, '৫-৬ মাস আগে মুম্বাইয়ে আসেন শেহজাদ। এরপর কিছুদিন শহরেই ছিলেন। অভিযুক্ত একটি হাউসকিপিং এজেন্সিতে কাজ করতেন। তার কাজ থেকে মিলেছে ভুয়া নথিপত্র। ভারতীয় নাগরিক হওয়ার কোনো পরিচয় দেখাতে পারেনি সে।' অভিযুক্ত কি আগেও সাইফের বাড়িতে এসেছে, জানতে চাইলে ডিসিপি গেদাম বলেছেন– আমাদের কাছে এখনও এ সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। তবে ধারণা করা যাচ্ছে, সে প্রথমবার চুরির উদ্দেশ্যে অভিনেতার বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদে শেহজাদ পুলিশকে বলেছেন, তিনি জানতেন না যে সাইফ আলি খানের বাড়িতে প্রবেশ করেছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল চুরি করা এবং সে কারণেই সে বাড়িতে ঢুকেছিল। হঠাৎ সইফ আলি খান তার সামনে হাজির হন এবং অভিনেতাকে ছুরি দিয়ে বেশ কয়েকবার আক্রমণ করে সেখান থেকে পালিয়ে যান। মুম্বাই পুলিশের মতে, অভিযুক্তের কোনও অপরাধমূলক ইতিহাস নেই। পুলিশ মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম শেহজাদের সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করছে এবং জানার চেষ্টা করছে সে যদি বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে থাকে, তাহলে সে কীভাবে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করল। এদিকে সাইফের ওপর হামলাকারী যুবককে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশি বলে দাবি করলেও সেই দাবির বিপরীতে কোনো প্রমাণাদি দেখায়নি মুম্বাই পুলিশ।

দ্বিতীয় সিজন নিয়ে ফের পর্দায় আসছে শার্ক ট্যাঙ্ক বাংলাদেশ

বিনোদন ডেস্ক : উদ্যোক্তাদের জন্য বঙ্গ নিয়ে এলো চমৎকার উদ্যোগ। প্রথম সিজনের অসাধারণ সফলতার পর শার্ক ট্যাঙ্ক বাংলাদেশ আবার ফিরে এসেছে সিজন ২ নিয়ে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বঙ্গ জানায়, এখন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদি আপনার কাছে একটি ব্যবসায়িক আইডিয়া থাকে অথবা এমন একটি ব্যবসা থাকে যা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রয়োজন, তাহলে এটি আপনার সুযোগ। বাংলাদেশে প্রভাবশালী বিনিয়োগকারীদের যাদের আমরা 'শার্ক' বলে জানি; তাদের সামনে আপনার আইডিয়া উপস্থাপন করুন এবং প্রয়োজনীয় অর্থায়ন পেয়ে আপনার ব্যবসাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যান। ২০০১ সালে জাপানের নিপ্পন টিভিতে 'মানি টাইগার্স' নামে যাত্রা শুরু করার পর, এই ফর্ম্যাটটি বিশ্বব্যাপী এক অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। এই ফর্ম্যাটটি পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশে তৈরি করা হয়, যেখানে উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসায়িক আইডিয়া উপস্থাপন করে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে বিনিয়োগ পাওয়ার সুযোগ পান। নিপ্পন টিভির এই ফর্ম্যাটটি বিশ্বজুড়ে সনি পিকচার্স টেলিভিশন দ্বারা বিতরণ করা হয়। সিজন ২ শার্ক ট্যাঙ্ক বাংলাদেশে একটি রোমাঞ্চকর নতুন অধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। বঙ্গ, শোর প্রযোজকরা, বিভিন্ন খাতের স্থানীয় সফল ব্যবসায়ীদের একটি শক্তিশালী প্যানেল তৈরি করছে।

শর্ত ভেঙে চুমুর দৃশ্যে তামান্না

বিনোদন ডেস্ক : দক্ষিণের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই মুহূর্তে বলিউডেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। 'লাস্ট' নামের একটি সিরিজে অভিনয় করে ঝড় তুলেছিলেন তিনি। যদিও একটা সময় ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন না নায়িকা। নিজেকে শর্ত দিয়েছিলেন, কোনো ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে কাজ করবেন না তিনি। কিন্তু 'লাস্ট' সিরিজে এক চুমু দৃশ্যে কাজ করে স্বেচ্ছায় সেই শর্তটি ভাঙেন তামান্না। যৌনতা নিয়ে অনেক ছুৎমার্গ ছিল তামান্না ভাটিয়ার। অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন, পরিবারের সঙ্গে যৌনতা-যৌনদৃশ্য দেখতে বেশ অস্বস্তির মুখে পড়তে হতো তাকে। তামান্না বলেছিলেন, 'আমি এমন একজন ছিলাম, যে পরিবারের সঙ্গে বসে ওই সব দেখতে পারতাম না।

লস এঞ্জেলেসের দাবানলের ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা দিলেন বিয়ন্সে

বিনোদন ডেস্ক : দাবানলের আগুনে পুড়ে ছাই যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস শহর। এতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে সেখানকার অধিবাসীরা। ঘর হারিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াতে হচ্ছে লাখো মানুষকে। হলিউডের অনেক তারকারাও হয়েছেন ঘরছাড়া। এছাড়াও এই বিপর্যয়ে এক হলিউড অভিনেতাসহ ২৪ জনের মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে। দাবানলের এই আঁচে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন অনেকে। তাদের মধ্যে একজন মার্কিন পপ তারকা বিয়ন্সে। সম্প্রতি তার এক দাতব্য সংস্থার পক্ষ থেকে মোটা অঙ্কের সহায়তার কথা জানিয়েছেন তিনি। সংবাদমাধ্যম এপির খবর অনুযায়ী, বিয়ন্সে তার সেই সংস্থা থেকে 'লস অ্যাঞ্জেলেস ফায়ার রিলিফ ফান্ড' এ আড়াই মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছেন। এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করে বিয়ন্সের দাতব্য সংস্থা 'বিয়গুড'। বিয়গুড এক বিবৃতিতে জানায়, এই দাবানলে যারা বাড়িঘর হারিয়েছে, তাদের জরুরি সহায়তার জন্যই এই অর্থ; যা বিভিন্ন গির্জা ও কমিউনিটি সেন্টারগুলোর মাধ্যমে এই সহায়তা গ্রহণ করা যাবে। বিয়ন্সে ছাড়াও বিপর্যস্ত মানুষের সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন জেমি লি কার্টিস, তিনি ১০ লাখ ডলার অনুদান দিয়েছেন। অন্য তারকারাও বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এছাড়াও ওয়ার্নার মিউজিক অ্যান্ড ব্লাভান্টিক ফাউন্ডেশন থেকেও ১০ লাখ ডলার সহায়তার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। নেটফ্লিক্স এবং কমকাস্ট এনবিসিইউনিভার্সাল-ও দাবানলের শিকারদের সহায়তা হিসেবে ১০ মিলিয়ন ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ফের শাকিবের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন, মুখ খুললেন পূজা

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিমেনার সুপারস্টার শাকিব খান ব্যক্তিজীবনে চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস ও শবনম বুবলীকে বিয়ে করেছিলেন। তাদের দু'জনের বাইরেও আরও এক নায়িকার সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল নায়ককে ঘিরে। যার নাম পূজা চেরী। অনেকের ধারণা, শাকিবের সঙ্গে 'গলুই' সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়ে পূজার সঙ্গে প্রেম হয়। এমনও শোনা যায়, পূজা সেই প্রেমের কারণে বুবলীর সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। যদিও সেসবের পক্ষে জোরালো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি শাকিব খানের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আয়োজনে পূজার সরব উপস্থিতিতে এই গুঞ্জন আরও মাথাচাড়া দিয়েছে। শাকিবের 'দরদ' সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনীতেও দেখা গেছে পূজাকে। সব মিলিয়ে শাকিবের সঙ্গে পূজা এখন আরও বেশি চর্চিত। এবার সেই প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে আবারও কথা বলেছেন পূজা। একটি গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, শাকিব ভাই এত সিনিয়র একজন ব্যক্তিত্ব, তার সঙ্গে প্রেম! এটা যারা বলেন, তাদের নিজেদের লজ্জা থাকা উচিত। আমরা যারা কাজ করি, হোক তা সিনিয়র কিংবা জুনিয়র-আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা দারুণ বন্ধুত্ব তৈরি হয়। পূজা আরও বলেন, যদি শাকিব ভাইয়ের কথা বলি বা সিয়াম, রোশান, এ বি এম সুমন; যাদের কথাই বলি না কেন, সবার সঙ্গে আমার কাজ হয়েছে। প্রত্যেকেই কাজের জায়গা থেকে আমার ভালো বন্ধু। শাকিব ভাইয়ের সঙ্গে এটা তো জীবনেও আসবে না। তাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করি। রায়হান রাফীর 'পোড়ামন ২' সিনেমা দিয়ে আলোচনায় আসেন পূজা চেরী। সম্প্রতি রাফীর 'ব্ল্যাক মানি' দিয়ে ওয়েব সিরিজে অভিষেক হয়েছে তার। বঙ্গতে মুক্তি পাওয়া সিরিজটিতে উঠতি নায়িকা 'শায়লা' চরিত্রে আবেদনময়ী রূপে দেখা গেছে তাকে।

গরের বিভিন্ন বাজার থেকে জবাই করা গবাদিপশুর চামড়া কিনে তা প্রক্রিয়াজাত করে রাখছেন এক কর্মচারী। প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০টি চামড়া ব্যবসায়ীরা বাজার থেকে কিনে আনেন। মান অনুযায়ী ৪০০ থেকে ১২০০ টাকা দাম পড়ে। প্রক্রিয়াজাত শেষে এসব চামড়া ঢাকায় আড়তদারের কাছে পাঠানো হয়। ঢাকার আড়তদারেরা প্রতি ফুট ৪৫ থেকে ৫০ টাকা হিসেবে কিনে নেন। রসুলপুর, বরিশাল।

রাণীনগরে বালতিতে জোঁক চাষ

রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগরের মানিক মন্ডল বালতিতে স্বল্প পরিমানে চাষ করছেন জোঁক। ইতি মধ্যে তিনি প্রায় ৪০০টি জোঁক দিয়ে চাষ শুরু করেছেন। জোঁক চাষে ভাল প্রশিক্ষন নিয়ে খামার গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন গ্রাম্য কবিরাজ মানিক মন্ডল। কিন্তু গত ১৫বছর ধরে জোঁক থেকে বাচ্চা ফুটাতে ব্যার্থ হওয়ায় এবং মাঠে-ঘাটে জোঁক কম পাওয়ায় বার বার সে স্বপ্ন ভেস্তে যাচ্ছে। তার পরেও হাল ছারেননি তিনি। এই জোঁক চাষে আগামীতে খুব বড় সফলতা আসবে এমনটায় আসা তার।মানিক মন্ডল উপজেলার কাশিমপুর স্কুল পাড়া গ্রামের শমসের মন্ডলের ছেলে। এদিকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জোঁকসহ বিভিন্ন জলচর প্রাণি রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মৎস্য কর্মকর্তা। মানিক মন্ডল জানান,তার বাবা শমসের মন্ডল গ্রাম্য কবিরাজ। বাবার সাথে বিভিন্ন হাটে বাজারে চলাচল করতে করতে কবিরাজী শেখা তার। কবিরাজী করতে গিয়ে তার বাবা খুব অল্প করে জোঁক পোষতেন। বাবার হাত ধরেই তার কবিরাজী এবং জোঁক পালন শেখা। মানিক মন্ডল জানান,১০/২০টি করে জোঁক লালন পালন করতে করতে বানিজ্যিকভাবে খামার গড়ে তোলার স্বপ্ন জাগে। সেই থেকেই তিনি পানির বালতিতে জোঁক পালন শুরু করেন।তিনি বলছেন,গত ১৫বছর ধরে চেষ্টা করছি বালতিতে জোঁক থেকে বাচ্চা ফোটানোর,কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি। ফলে বিভিন্ন এলাকা থেকে বর্ষা মৌসুমে ধানের মাঠ,খাল-বিল এলাকার লোকজনের কাছ থেকে ৬০০থেকে ৮০০টাকা কেজি দরে জোঁক ক্রয় করেন। প্রতি কেজিতে আকার ভেদে ২৫০থেকে প্রায় ২৮০টি পরিমানে জোঁক পাওয়া যায়। তিনি জানান,জোঁকগুলো বালতিতে রেখে এলাকার কশাইয়ের নিকট থেকে গরু/ছাগলের রক্ত কিনে নেন। এর পর বাড়ীতে এই রক্ত ঘন্টাখানেক পাত্রে রাখলে জমাট বেধে যায়। পরে জমাট ধরা রক্ত বালতিতে দিলেই চুষে চুষে খেয়ে নেয়। একবার খাবার দিলে প্রতি ১৫ থেকে ২০দিন পর পর রক্ত খাওয়াতে হয়। তবে জোঁক চাষে তেমন কোন পরিশ্রম বা বাড়তি খরচ নেই। এখানে নেই কোন ওষুধের ঝামেলা। ফলে খুব অল্প পরিমান টাকায় কেনা জোঁক এক থেকে দুই বছরের মধ্যেই প্রতিটির ওজন আসে দেড় থেকে প্রায় দুইশত গ্রাম। তিনি জানান,বিভিন্ন চিকিৎসক এবং বিউটি পার্লারের লোকজন জোঁক কিনে নেয়।একেককটি জোঁক প্রায় ৮০০থেকে এক হাজার টাকায় বিক্রি করেন তিনি। এছাড়া একেকটি জোঁক থেকে তেল তৈরি করলে বাত ব্যাথা,আঘাতজনিত ব্যাথা,মাথার চুলপড়া রোধসহ বিভিন্ন রোগের মালিশ হিসেবে প্রতিটি জোঁক থেকে পাওয়া তেল প্রায় এক হাজার থেকে ১২শত টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে। মানিক মন্ডলের ভাষ্য মতে,এক কেজি জোঁক দেড় বছর লালন-পালন করতে সর্বোচ্চ ৮/১০হাজার টাকা খরচ হতে পারে। কিন্তু এই এক কেজি জোঁক দেড়-দুই বছর পর বিক্রি করলে গড়ে প্রায় দুই/আড়াই লক্ষ টাকায় বিক্রি করা সম্ভব। তিনি বলেন,জোঁক এবং জোঁকের তেল বিক্রি করেই চার সদস্যের পরিবার চলে তার। বর্তমানে প্লাস্টিকের দুটি বালতিতে প্রায় ৪০০টি জোঁক রয়েছে। জোঁক চাষে তার স্ত্রী,এবং মাত্র পাঁচ বছরের কন্যা শিশুও এই কাজে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন মাঠে,পুকুরে,এমনকি খালে-বিলেও বিষ প্রয়োগের অতিরিক্ত ব্যবহারে দিন দিন জোঁকের বংশ বিস্তার চরমভাবে,হ্রাস পাচ্ছে। ফলে চাষের জন্য কাংখিত পরিমানে জোঁক পাওয়া যাচ্ছেনা। মানিক মন্ডল জানান,তিনি গত প্রায় ১৫বছর ধরে চেষ্টা করেছেন জোঁক থেকে বাচ্চা ফুটানোর জন্য,কিন্তু কিভাবে এটা করা হয় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং সরকারীভাবে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা না থাকায় কোন ভাবেই তা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন,হয়তো সবাই এই কাজে আসবেনা। তবে মাছ চাষের মতো সরকারী ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে জোঁক চাষ করলে এখান থেকেও নূন্যতম খরচে খুব বড় ধরনের লাভ হবে বলে দাবি মানিক মন্ডলের। রাণীনগর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সাব্বির রহমান বলেন,জোঁক চাষ প্রশিক্ষন নওগাঁ জেলার মধ্যে এখন পর্যন্ত কোন প্রকল্প আসেনি।

ডিমলায় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট উদ্বোধন

ডিমলা, নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর ডিমলায় ডিমলা মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৫ এর ট্রফি উন্মোচন ও উদ্বোধন করেন, ডিমলা উপজেলা বিএনপি'র সাবেক সভাপতি ও আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আলহাজ্ব রইসুল আলম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে টুর্নামেন্ট কমিটির আহবায়ক, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব ও ডিমলা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক আশিক উল ইসলাম লেমনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, জাতীয়তাবাদী মহিলা দলেরকেন্দ্রীয় সাবেক সদস্য ও উপজেলা মহিলা দলের সাবেক সভাপতি অধ্যাপিকা সেতারা সুলতানা, জনতা মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আফতাব হোসেন, ডিমলা ইসলামীয়া ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম, টেপাখড়িবাড়ী ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম শাহীন, খগাখড়িবাড়ী ইউপি'র সাবেক চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম লিথন, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি স্বপনুজ্জামান স্বপন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক আইয়ুব আলী ডন, আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদেও আহবায়ক হাফিজুর রহমান মানিক প্রমুখ। টুর্নামেন্টে মোট বিভিন্ন জেলা উপজেলার মোট ১৬টি দল অংশ গ্রহন করবে।

শুষ্ক মৌসুমেও জলাবদ্ধতায় ৩শ' বিঘা জমি অনাবাদী

বড়াইগ্রাম, নাটোর প্রতিনিধি : নাটোরের বড়াইগ্রামের বাজিতপুর বিলে শুষ্ক মৌসুমেও জলাবদ্ধতার কারণে কমপক্ষে তিনশ' বিঘা জমিতে কোন ফসল চাষ করা সম্ভব হয়নি। বিলের মাঝে অপরিকল্পিত পুকুর খনন আর নদী দখলের ফলে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রান্তিক চাষীদের পথে বসার উপক্রম হয়েছে। জানা যায়, এক সময় বর্ষার পানি নেমে যাওয়া মাত্র বিল জুড়ে সরিষা, গম, বিনাচাষে রসুনসহ নানা ফসলের আবাদ হতো। কিন্তু বিলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা একটি খাল দখল করে বাড়ি নির্মাণ, বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে যথাযথ স্থানে ব্রিজ নির্মাণ না করা এবং যত্রতত্র পুকুর খননের কারণে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বিলের উপর অংশের জমিতে কিছু ফসল চাষ হলেও নীচু জমিগুলোতে আগাম জাতের সরিষা, গম, রসুনসহ কোন ফসল চাষাবাদ করতে পারছেন না কৃষকরা। এতে বাজিতপুর, ফুলবতি, রয়না ভরট ও মানিকপুর গ্রামের প্রায় শতাধিক কৃষকের পথে বসার উপক্রম হয়েছে। স্থানীয় কলেজ শিক্ষক আয়নাল হক বলেন, এ বিলে জলাবদ্ধতার নিরসনের জন্য একাধিকবার বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ করেও কোন লাভ হয়নি।

সুপারি বিক্রির আগে রোদে শুকাতে দিয়েছেন ব্যবসায়ী। কাজীরবাজার, সিলেট।

পাবনার সুজানগরে মাছের পরিবর্তে পেঁয়াজ চাষ

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরের এক সময়ের প্রচণ্ড স্রোতস্বিনী গাজনার বিলের অধিকাংশ এলাকা চলতি শীতের মৌসুমে শুকিয়ে গেছে। ফলে বিলে এখন মাছের পরিবর্তে আবাদ হচ্ছে পেঁয়াজ। উপজেলা মৎস্য বিভাগ সূত্রে জানা যায়, সরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানা মিলে প্রায় ৬ হাজার হেক্টর জমি নিয়ে গড়ে উঠা ওই বিলে এক সময় সারা বছর পানি থৈথৈ করতো। সে সময় উপজেলার মৎস্যজীবীরা বিলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু কালের আবর্তনে বর্তমানে বিলটিতে আর সারা বছর পানি থাকেনা। বিলটিতে বছরের ৬ মাস পানি থাকলেও আর ৬ মাস শুকনা থাকে। চলতি শীতের মৌসুমে গাজনার বিলের খালের অংশ ছাড়া বেশিরভাগ এলাকা শুকিয়ে গেছে। ফলে বিলে এখন আর মাছ মিলছেনা। তবে বর্তমানে বিলে মাছ না মিললেও পেঁয়াজের আবাদ হচ্ছে চোখে পড়ার মতো। বিলপাড়ের উলাট গ্রামের আলতাফ হোসেন বলেন গাজনার বিল শুকিয়ে যাওয়ায় বিল পাড়ের প্রায় অর্ধশত গ্রামের হাজার হাজার কৃষক বিশাল বিলের বুক জুড়ে পেঁয়াজ আবাদ করছেন। বর্তমানে বিল জুড়ে শোভা পাচ্ছে শুধু পেঁয়াজ আর পেঁয়াজ। বিল পাড়ের দুর্গাপুর গ্রামের আদর্শ কৃষক কামরুজ্জামান বলেন, গাজনার বিলে কখনও ফসল আবাদ করা যাবে একথা ভাবাই যায়নি। কেননা বেশিদিন আগের কথা নয়, গাজনার বিলের বিশাল ডেউয়ের তোড়ে বিল পাড়ের মানুষের বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। মানুষ অনেক সময় ভয়ে খেয়া নৌকায় ওই বিল পার দিয়ে কোথাও যাওয়ার সাহস পায়নি। আর মাছের কথাতো বলেই শেষ করা যাবেনা। বিলে মাছ আর পানি ছিল প্রায় সমান। অথচ কালের আবর্তনে আজ সেই স্রোতস্বিনী গাজনার বিল শুকিয়ে যাওয়ায় সেখানে ফসল আবাদ হচ্ছে। শুধু তাইনা গাজনার বিলে পেঁয়াজ ও ধান আবাদ করে অনেক কৃষক স্বাবলম্বী হয়েছেন বলেও তিনি জানান। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রাফিউল ইসলাম বলেন গাজনার বিল এখন বিলপাড়ের মানুষের জন্য আর্শীবাদ। কেননা সুজানগরবাসীর প্রধান অর্থকরী ফসল পেঁয়াজ। আর চলতি মৌসুমে সেই পেঁয়াজ গাজনার বিলে ব্যাপকভাবে আবাদ করা হচ্ছে।

সাপাহারে নির্বাহী অফিসারের শীতবস্ত্র বিতরণ

সাপাহার, নওগাঁ প্রতিনিধি : "মানুষ মানুষের জন্য" কথাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে গভীর রাতে অসহায় ছিন্নমুল শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন নবাগত সাপাহার উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম আহমেদ। তিনি সাপাহারে যোগদান করেই এই মহতি কাজের মধ্য দিয়ে মানবিক কাজের শুভ সূচনা করলেন। উপজেলা পরিষদের গাড়ি নিয়ে উপজেলার আইহাই ইউনিয়নের বিভিন্ন হাট বাজার ও মোড়ে মোড়ে গিয়ে শতাধিক অসহায় শীতার্থ ছিন্নমুল মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে একটি করে কম্বল প্রদান করেন। গভীর রাতে নির্বাহী অফিসারের দেয়া কম্বল পেয়ে উপকার ভোগীরা মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন ও নির্বাহী অফিসারের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন। উপজেলার আশড়ন্দ বাজারের হত দরিদ্র অসহায় বৃদ্ধা সালেহা বিবি জানান যে, মুই কুনো দিন মনে করিনি যে এত আতোত (রাতে) মোক নিন্দোত থাকি ডাকি তুলি কেউ এখনা কম্বল দিবি (দেবে)। মোক যে কম্বল দিলো আল্লাহ যেন তার ভাল করে। এবিষয়ে নির্বাহী অফিসার সেলিম আহমেদ বলেন যে, কয়েক দিন হল আমি সীমান্তবর্তী সাপাহার উপজেলায় নির্বাহী অফিসার হিসেবে যোগদান করেছি।

পোরশায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

পোরশা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর পোরশা উপজেলা ঘাটনগর ইউনিয়ন বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও এর অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে রাস্ট্রমেরামতের ৩১দফা সম্বলিত লিফলেট ও শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে উপজেলার সোমনগর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ৩১দফা সম্বলিত লিফলেট ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ ছালেক চৌধুরী। এসময় তিনি ২৮৬ জনের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শফিউদ্দিন মন্ডল। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি তৌফিকুর রহমান শাহ্ চৌধুরী।

টাঙ্গাইলে মগড়া ইউনিয়নে শীতবস্ত্র বিতরণ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলে সুবিধা বঞ্চিত শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন জেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক এডভোকেট ফরহাদ ইকবাল। উপজেলার মগড়া ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এসময় চার শতাধিক শীতার্তদের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। শীতবস্ত্র বিতরণে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি হাদিউজ্জামান সোহেল, মামুন সরকার, তাতীদল সাধারন সম্পাদক হাবিবুর রহমান, মহিলাদল নেত্রী এডভোকেট রক্সি মেহেদী, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আক্তার স্বপ্না, বিএনপি নেতা রুহুল আমিন, বাবু, ছাত্রদল নেতা আরেফিন রানা, হেলাল প্রমূখ।

চিরিরবন্দরে ফাইনাল ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার মামুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে মামুদপুর পল্লী উন্নয়ন ক্লাবের আয়োজনে আলহাজ্ব মোঃ ময়েন উদ্দিন শাহ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে ট্রফি ও প্রাইজমানি প্রদান করেন কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও দিনাজপুর ৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মোঃ আখতারুজ্জামান মিয়া। আব্দুলপুর ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ ময়েন উদ্দিন শাহ এর সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা মোকাররম হোসেন মুকুল, মেছবাহুল ইসলাম, আব্দুল মতিন সরকার, কবির হোসেন, ওমর ফারুক বাদশা, রেজাউল ইসলাম মানিক, আকতার হোসেন প্রমূখ। খেলায় ফুলবাড়ি ডাব্লিউ এফ সি ক্লাব ১-০ গোলে রাণীরবন্দর ফুটবল একাডেমিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। খেলাটি পরিচালনা করেন সাজেদুর রহমান রুবেল, সহকারি হিসেবে মোস্তাফিজুর রহমান বাবু, মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক দায়িত্ব পালন করেন। ম্যচ কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন সাংবাদিক ও রেফারী মোরশেদ উল আলম।

চাটমোহরে শিশুকন্যাকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে মামলা

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহরে আট বছর বয়সী এক কন্যা শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে তুহিন হোসেন (১৮) নামের এক তরুণের বিরুদ্ধে। উপজেলার নিমাইচড়া ইউনিয়নের বিন্যাবাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে প্রায় এক সপ্তাহ আগে। কিন্তু অভিযুক্ত তরুণের পরিবার প্রভাবশালী হওয়ার কারণে প্রথমে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া চেষ্টা হয়। পরে জানাজানি হলে এদিন সন্ধ্যায় থানায় মামলা দায়ের করে ভুক্তভোগি শিশুর বাবা। মামলা ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বিন্যাবাড়ি গ্রামের আব্দুল হাই প্রামানিকের ছেলে তুহিন প্রতিবেশী ওই শিশুকে গত মঙ্গলবার দুপুরে বিস্কুট খাওয়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে নিজ বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। এ সময় তুহিনের বাড়িতে কেউ ছিল না। পরে তুহিন ওই শিশুকে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ চেষ্টা চালায়। এসময় শিশুটির চিৎকারে আশাপাশের লোকজন ছুটে এলে পালিয়ে যায় তুহিন। এরপরেই বিষয়টি ধামাচাপা দিতে শুরু হয় তোড়জোড়। প্রভাবশালী হওয়ার কারণে ভুক্তভোগী পরিবারকে দেখানো হয় ভয়ভীতি। তবে বিষয়টি জানাজানি হলে গা ঢাকা দেয় তুহিন। গত শনিবার চাটমোহর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়। এ ব্যাপারে চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুরুল আলম বলেন, শিশুটির বাবা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত আসামীকে ধরতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।

কালীগঞ্জে আগুনে পুড়লো ২ টি কাঠের দোকান

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরের সরকারি নলডাঙ্গা ভূষণ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় সড়কে মধ্য রাতে আগুনে দুটি কাঠের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কাঠের দোকান দুটিতে আগুন ধরে। কাঠের দোকান হওয়াতে অল্প সময়ের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। ফায়ার সার্ভিস অফিস খবর পেয়ে ঘটনা স্থানে আসে এবং কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হয়। দোকান মালিকরা হলেন বিদ্যুত দাস ও বিকাশ দাস দু,জন ফার্নিচার তৈরির কাঠ সাইজ ও ফিনিসিং এর কাজ করতেন। অপরদিকে সন্তোশ দাস কাঠ দিয়ে হার্স-মুরগী ও পায়রার ঘর বানাতেন। ধারণা করা হচ্ছে আগুনে পুড়ে দুইটি দোকানে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকার ক্ষতি সাধন হয়েছে। স্থানীয় লোকজন জানান, রাত ১টার সময় হঠাৎ আগুন লাগে। আমরা ঠিক পাওয়া মাত্রই ফায়ার সার্ভিস অফিসে খবর দিই।

দিঘলিয়ায় ভুট্টা চাষে নতুন সম্ভাবনা, ঝুঁকছে কৃষক

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : ধান ও সরিষার পাশাপাশি ভুট্টা চাষে ঝুঁকছেন দিঘলিয়ার কৃষকেরা। ফলে ভুট্টা চাষে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ভুট্টার দানা মানুষের খাদ্য হিসেবে এবং গাছ ও সবুজ পাতা গোলার হিসেবে ব্যবহার হয়। হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবেও এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তা ছাড়া জ্বালানি হিসেবে ভুট্টার গাছের রয়েছে চাহিদা। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে চলতি বছর ভুট্টা চাষে কৃষকেরা বেশ লাভবান হবেন। বাড়বে ভুট্টা চাষির সংখ্যাও। উপজেলা কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এ মৌসুমে উপজেলার অল্প কিছু কৃষক ভুট্টা চাষের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তবে ভুট্টা চাষের জন্য কোনো প্রকার প্রণোদনা দেওয়া হয় নি এমনটাই জানিয়েছেন দিঘলিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। এ উপজেলায় ৮ হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও ৩ হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ করা হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৫ মেট্রিকটন। উপজেলার ফরমাইশখানা গ্রামের ভুট্টা চাষি মোল্লা কামরুল ইসলাম বলেন, 'ভুট্টা চাষ এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আশার আলো জাগিয়েছে। গত বছরও অল্প জমিতে ভুট্টা চাষ করে আশানুরূপ ফল পেয়েছিলাম। এ বছর প্রায় এক একর জমিতে আগাম জাতের ভুট্টা চাষ করেছি। আমাদের এলাকায় ভুট্টা গরুর খাবার হিসেবেও বেশ জনপ্রিয়। একই গ্রামের কৃষক শফিকুর রহমান মোড়ল বলেন, কৃষি কার্যালয় থেকে প্রণোদনা পেয়ে এক বিঘা জমিতে ভুট্টার আবাদ করেছি। গাছের চেয়ারাও ভালো দেখা যাচ্ছে। সার ব্যবহার করলে গাছগুলো তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে এবং মাস খানিক সময়ের মধ্যে ভুট্টা গাছগুলোতে ফলন চলে আসবে। ভুট্টার বাম্পার ফলনের আশা করছেন তিনি।

এ নিয়ে উপজেলা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ কামাল হোসেন জানান, বীজ, সার, পানি, জমি প্রস্তুত, চারা লাগানো, শ্রমিকের মজুরি, কাটা-মাড়াইসহ প্রতি বিঘায় চাষিদের খরচ হয় সর্বোচ্চ ৮ থেকে ৯ হাজার টাকা। এর মধ্যে কৃষক প্রতি বিঘায় উৎপাদন করবে গড়ে ৩০ থেকে ৩২ মণ ভুট্টা। প্রতি মণ শুকনা ভুট্টা বাজারে বিক্রি হচ্ছে কমপক্ষে ৭৬০ টাকায়। কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ফলে ভুট্টা চাষে এ উপজেলার কৃষকদের মাঝে আগ্রহ বাড়ছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ কিশোর আহমেদ বলেন, কৃষি বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগ না হলে চাষিরা ভুট্টার ভালো ফলন ঘরে তুলতে পারবে। এ ছাড়া ভুট্টা চাষে খরচ কম, কিন্তু দাম অনেক ভালো। এ ছাড়া ভুট্টার গাছ গো-খাদ্য ও জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

আড়ত থেকে পাইকারি দরে কলা কিনেছেন খুচরা বিক্রেতা। ভ্যানে সাজিয়ে নিচ্ছেন খুচরা বিক্রির জন্য। কাজীরবাজার, সিলেট।

চাটমোহরে ১০ জন নারী পেলেন বাছুর

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহরে এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় ১০ জন দরিদ্র নারী পেলেন গরুর বাছুর। চাটমোহরস্থ 'মানবসেবা উন্নয়ন সংস্থা' নামের একটি বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় উপজেলার বেজপাড়া গ্রামের ১০জন নারীকে এই বাছুর দেওয়া হয়েছে। বিএনএফ'র 'হতদরিদ্রদের মাঝে উন্নতজাতের গাভীর বাছুর বিতরণ'প্রকল্পের আওতায় এই বাছুর দেওয়া হয়েছে। এজন্য বরাদ্দ রয়েছে ৫ লাখ টাকা। উপজেলার মুলগ্রাম ইউনিয়নের বেজপাড়া গ্রামে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বেজপাড়া গ্রামের ১০ জন দুস্থ নারীকে গরুর বাছুর দেওয়া হয়েছে। তারা বাছুরগুলো লালন পালন করছেন। ওই গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী ছালেকা বেগম বলেন,গরুর বাছুর দেওয়ার আগে আমাদের দুই দিনের ট্রেনিং করানো হয়েছে। ট্রেনিং সকালে ও দুপুরে খাবার দেওয়া হয়। পরে গাভীর বাছুর হাতে ধরিয়ে ছবি তোলেন। পরদির বাছুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। তিনি বলেন এই বাছুর লালন পালন করার পর গাভী হলে প্রথম বাছুরটি ফেরত দিতে হবে। বাছুর দিতে কোন টাকা পয়সা নেওয়া হয়নি বলেও দাবি করেন ছালেকা। আরেক গৃহবধূ একই গ্রামের আঃ রশিদের স্ত্রী কোহিনুর খাতুন বলেন, ৫/৭ দিন আগে বাছুর দিয়ে গেছেন বাবলু ভাই। এজন্য কোন টাকা পয়সা নেন নাই। আমিও ট্রেনিং নিয়েছি। একই কথা বললেন,চঞ্চলের স্ত্রী শাহিদা খাতুন,মৃত কিবরিয়ার স্ত্রী জীবন নাহার,কামরুলের স্ত্রী সুলতানা পারভীন। তারা বললেন,আমাদের ট্রেনিং করানোর পর গরুর বাছুর দেওয়া হয়েছে। গরুর বাছুর বুঝে পেয়েছেন বেজপাড়া গ্রামের হাফিজুরের স্ত্রী রাশিদা,রাশেদুলের স্ত্রী ছালমা,শাহ আলমের স্ত্রী রাবেয়া ,কামরুলের স্ত্রী সুলতানা পারভীন,বুল কাশেমের ছেলে শান্ত,চঞ্চলের স্ত্রী শাহিদা,আঃ রশিদের স্ত্রী কোহিনুর। সুফলভোগী দরিদ্র এই ১০ নারী জানান,বাছুর দেওয়ার সময় কোন টাকা পয়সা নেওয়া হয়নি। কিন্তু সম্প্রতি অভিযোগ ওঠে কয়েকজন নারীকে বাছুর দেওয়ার কথা বলে নিজ বাড়ি কাম অফিসে ডেকে এনে শুধু বাছুর হাতে ধরিয়ে ছবি তুলে খিচুড়ি দিয়ে বিদায় করে দেন ওই এনজিও'র নির্বাহী পরিচালক এম এস আলম বাবলু। কাউকে বাছুর দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এবিষয়ে গতকাল রোববার দুপুরে রেলবাজাস্থ মানবসেবা উন্নয়ন সংস্থার কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করেন নির্বাহী পরিচালক এম এস আলম বাবলু। সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন,বিএনএফ'র শর্ত মোতাবেক একই গ্রামের ১০জন নারীকে বাছুর দেওয়া হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে,তার কোন ভিত্তি নেই। কে কিভাবে অভিযোগ করেছেন,তা আমার জানা নেই। গত ৩০ ডিসেম্বর সকালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের (বিএনএফ) আর্থিক সহায়তায় মানবসেবা উন্নয়ন সংস্থা এনজিওর উদ্যোগে ১০ জন দরিদ্র নারীকে গাভীর বাছুর দেওয়া হয়। এখানে কোনো অনিয়ম হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। তিনি আরো বলেন,পত্র-পত্রিকায় যে সকল সংবাদ প্রকাশ হয়েছে,তা বাস্তবতা বিবর্জিত। একই ধরণের সংবাদ এবং একই ধরণের শিরোনামে সংবাদগুলো প্রকাশিত হয়েছে। আমার প্রতিপক্ষ একটি গোষ্ঠি সাংবাদিকদের ভুল বুঝিয়ে অথবা সংবাদ লিখে হয়তোবা সরবরাহ করেছেন। আমি সকল সংবাদকর্মীকে সরেজমিনে এসে বাস্তবতা তুলে ধরার আহবান জানাচ্ছি।

পাইকগাছায় ছিনতাইকারী গ্রেফতার

খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার পাইকগাছায় ধারালো অস্ত্রর ভয় দেখিয়ে মাছব্যবসায়ীর নিকট থেকে টাকা ছিনতায়ের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত একজনকে গ্রেফতার করে ছিনতায়ের ৫ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-পুলিশ পরিদর্শক শামীম রেজা জানান, সাতক্ষীরা জেলার কালিগজ্ঞ উপজেলার মৌতলা গ্রামের শেখ আনোয়ার হোসেনের ছেলে মাছ ব্যবসায়ী সোহেল রানা(৩৫) গত বছর ১৪ ডিসেম্বর ব্যবসার জন্য মোটরসাইকেল যোগে পাইকগাছায় আসার পথে হরিঢালী ইউনিয়নের মামুদকাটি শিকদার মোড়ে পৌছালে ৩-৪ জন অজ্ঞাত ব্যক্তি সোহেলের গতিরোধ করে। এ সময় ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে পাশ্ববর্তী একটি বাড়িতে আটকে রেখে নগদ ৩২ হাজার টাকা ও তার বিকাশ একাউন্ট ও নগদ একাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন করে নেয়। এ ঘটনায় সোহেল রানা বাদী হয়ে গত শুক্রবার থানায় মামলা করে। পুলিশ উন্নত প্রযুক্তি ও বিকাশের সূত্র ধরে হরিঢালী ইউনিয়নের মামুদকাটি গ্রামের আব্দুল্লাহ সরদারের ছেলে তৈয়বুর রহমান বাবু(২২)কে গ্রেফতার করে। তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক তার নিকট থেকে ৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। পাইকগাছা থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ সবজেল হোসেন জানা, আসামি তৈয়বুর রহমান কে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেফতার করার চেষ্টা অব্যহত রয়েছে। গত শনিবার বিকালে গ্রেফতার ব্যক্তিকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

জুমে চাষ করা হয়েছে এই কচু। ক্ষেত থেকে সংগ্রহের পর আঁশ ছাড়ানো হচ্ছে বাজারজাত করার জন্য। তেঁতুলতলা, রাঙামাটি।

নুনেসের চমকে শেষ মুহূর্তে জয় পেলো লিভারপুল

স্পোর্টস ডেস্ক : নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা শেষ। ম্যাচ গোলশূন্য ড্র। ব্রেন্টফোর্ডের মাঠে নিশ্চিতই পয়েন্ট হারাতে বসেছিল লিভারপুল। সেখান থেকে ইনজুরি টাইমে ডারউইন নুনেসের চমক। ইনজুরি টাইমে তিন মিনিটের মধ্যে নুনেসের জোড়া গোলে ব্রেন্টফোর্ডের মাঠ থেকে ২-০ ব্যবধানের নাটকীয় জয় নিয়ে ফিরেছে লিভারপুল। প্রথমার্ধে কোনো দলই গোল করতে পারেনি, ফলে প্রথমার্ধ গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে লিভারপুল শেষ সময়ে এসে জাল খুঁজে পায়, যেখানে দুই গোলই করেন ডারউইন নুনেস (৯১ ও ৯৩ মিনিটে)। এই জয়ের ফলে আর্নে স্লটের দল ২১ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট অর্জন করেছে। লিভারপুল বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের চেয়ে ছয় পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে। আর্সেনাল ঘরের মাঠে ২-২ গোলে ড্র করে পয়েন্ট হারিয়েছে অ্যাস্টন ভিলার কাছে।

জয় দিয়ে বছর শুরু করলো মেসির মায়ামি

স্পোর্টস ডেস্ক : নতুন বছরে মৌসুমের প্রথম ম্যাচে মাঠে নেমেছিল ইন্টার মিয়ামি। যদিও প্রীতি ম্যাচ, কিন্তু নতুন কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানোর অধীনে লিওনেল মেসিরা কেমন খেলেন সেটি ছিল দেখার। হতাশ করেননি মেসিরা। ক্লাব আমেরিকার সঙ্গে দুর্দান্ত লড়াই ২-২ সমতা থাকার পর টাইব্রেকারে ৩-২ ব্যবধানে জয় পেয়েছে ইন্টার মিয়ামি। ম্যাচে অবশ্য দাপট দেখিয়েছে ক্লাব আমেরিকাই। বল দখলে এগিয়ে থাকার পাশাপাশি মিয়ামির দ্বিগুণ শট নেয় দলটি। ৩১ মিনিটে তাদের এগিয়ে দেন হেনরি মার্টিন। তবে দলকে সমতায় ফেরাতে সময় নেননি মেসি। তিন মিনিট পরই সুয়ারেজের ভাসানো বলে গোলপোস্টের কাছ থেকে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী তারকা। ২০২৫ সালে এটি মেসির প্রথম গোল, ইন্টার মিয়ামির হয়ে ৩৫তম। ক্লাব ক্যারিয়ারে ৭৩৯ এবং সিনিয়র ক্যারিয়ারে আর্জেন্টাইন খুদেরাজের ৮৫১তম গোল ছিল এটি। ৫২ মিনিটে ইসরায়েল রেইসের গোলে ফের এগিয়ে যায় ক্লাব আমেরিকা। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে এসে মিয়ামিকে বাঁচান টমাস আভিলেস। ২-২ সমতায় শেষ হয় নির্ধারিত সময়। এরপর টাইব্রেকারে দুই দল মিলিয়ে ১২টি শট নিয়েছে, গোল হয়েছে মোট ৫টি। সেখানে ইন্টার মিয়ামি ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে।

দলে থাকলেও এখনো অনিশ্চিত বুমরাহর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলা

স্পোর্টস ডেস্ক : আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করে ভারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে থাকা বুমরাহর জন্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোম সিরিজের শেষ ম্যাচ ফিটনেস টেস্ট। দল ঘোষণায় বুমরাহর নাম বলতেই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, তার খেলা নির্ভর করবে ফিটনেসের উপর। এর জন্য ১২ ফেব্রুয়ারি ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় ওয়ানডে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রায় সব ক্রিকেটারই রয়েছেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে। তবে জাসপ্রীত বুমরাহর ম্যাচ ফিটনেস নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় বাড়তি পেসার হিসেবে এই সিরিজের স্কোয়াডে জায়গা করে দেওয়া হয় হারশিত রানাকে। অর্থাৎ, রানা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে নেই। তিনি শুধু বুমরাহর ব্যাকআপ হিসেবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের স্কোয়াডে থাকছেন। বুমরাহর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুই ম্যাচে মাঠে নামার সম্ভানা কম। সেক্ষেত্রে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডে ম্যাচে মাঠে নামতে পারেন জাসপ্রীত। ফিটনেস টেস্ট দিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার ছাড়পত্র আদায় করতে হবে জাসপ্রীত বুমরাকে। ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ ওয়ানডে ম্যাচেই তার ফিটনেস টেস্ট হবে। পাশ করলে চিন্তা মুক্ত হবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। একান্তই পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ সিরাজ, হারশিত রানার মধ্যে কাউকে নেওয়া হতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মিশনে। সবশেষ বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির মধ্যেই খেলা ছেড়ে হাসপাতালে যেতে হয় জাসপ্রীত বুমরাহকে। আগামী মাস থেকে শুরু হওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তিনি কার্যত অপরিহার্য। তাই বুমরাহকে নিয়ে কোনও ঝুঁকিতে যেতে রাজি নয় টিম ম্যানেজমেন্ট। তারা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে বুমরাহকে পুরো ফিট করে তুলতে চাইছে।

পরপারে স্কটল্যান্ডের একমাত্র ব্যালন ডি'অর জয়ী

স্পোর্টস ডেস্ক : স্কটল্যান্ড, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং ম্যানচেস্টার সিটির সাবেক স্ট্রাইকার ডেলিস ল আর নেই। ৮৪ বছর বয়সে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন ব্যালন ডি'অর জয়ী একমাত্র স্কটিশ ফুটবলার। 'দ্য কিং' ও 'দ্য লম্যান' নামে খ্যাত ডেলিস ল ১১ বছর ওল্ড ট্রাফোর্ডে কাটিয়েছেন। এ সময়ে ৪০৪ ম্যাচ খেলে ২৩৭ গোল করেছেন তিনি। ইউনাইটেডের ইতিহাসে ওয়েইন রুনি ও ববি চার্লটনের পরে তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলস্কোরার ল। ল'র পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু হয় হাডার্সফিল্ড টাউনের জার্সিতে। এছাড়া তোরিনোর হয়েও খেলেছেন তিনি। নিজ দেশ স্কটল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন ৫৫ ম্যাচ। ৩০ গোল করে স্কটল্যান্ডের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলস্কোরার তিনি। ক্লাব ক্যারিয়ারে তিনবার ব্রিটিশ রেকর্ড ট্রান্সফার ফি'তে দলবদল হয় ল'র। এর মধ্যে ১৯৬০ সালে হাডার্সফিল্ড থেকে ৫৫ হাজার পাউন্ডে ম্যানচেস্টার সিটিতে পাড়ি জমান তিনি। এক বছর পর ১ লাখ ১০ হাজার পাউন্ডে যান তোরিনোয়। কিন্তু সেখানে মন টেকেনি তার। ১৯৬২ সালে ১ লাখ ১৫ হাজার পাউন্ড ট্রান্সফার ফি'তে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যান ল। ১৯৭৪ সালে সিটিতে ক্যারিয়ার শেষ করেন তিনি। ইংল্যান্ডের প্রথম ক্লাব হিসেবে ১৯৬৮ সালে ইউরোপিয়ান কাপ জেতা ইউনাইটেডের খেলোয়াড় ছিলেন ল। যদিও সেবার তার দল ৪-১ গোলে ফাইনাল জিতলেও মাঠে নামতে পারেননি তিনি। ইনজুরি নিয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে খেলা দেখেন। ইউনাইটেডের জার্সিতে একবার এফএ কাপ এবং দুইবার ইংলিশ লিগ জেতার স্বাদ পেয়েছেন ল। এছাড়া স্কটল্যান্ডকে ছয়বার ব্রিটিশ হোম চ্যাম্পিয়নশিপ জেতানোর পেছনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তার। ১৯৬৩ সালে স্কটল্যান্ডের হয়ে ৭ ম্যাচে ১১ গোল এবং ওয়েম্বলিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে রেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড ম্যাচে গোল করার পর ব্যালন ডি'অর জেতেন তিনি। ফুটবল থেকে অবসরের পর, টেলিভিশনে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন ল। পাশাপাশি যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক চ্যারিটি ফুটবল এইড এবং ডেনিস ল লেগাসি ট্রাস্টের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় ছিলেন তিনি। বর্ণিল ক্যারিয়ারে অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ল। ২০২১ সালে তার আলঝেইমার ধরা পড়ে তার। এছাড়া বার্ধক্যজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। তার মৃত্যুতে ব্রিটিশ ফুটবলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

হামজা চৌধুরীর মতো আরও ফুটবলার চান জামাল

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশের ফুটবলে এখন একটা নাম সবচাইতে বেশি চর্চিত হামজা চৌধুরী। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইংলিশ ফুটবলারকে ঘিরে ফুটবলপ্রেমিদের স্বপ্নের ডানা মেলতে শুরু করেছে। হামজার উপস্থিতি বাংলাদেশের ফুটবলে বড় প্রভাব ফেলবে এমনটা বিশ্বাস করেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াও। বাফুফেতে হামজার মানের আরও তিন চারজন ফুটবলার বাংলাদেশ দলে থাকলে ভালো হতো, এমন প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন অধিনায়ক। বাফুফে ভবনে ফুফের অনাবাসিক একাডেমি ক্ষুদে ফুটবলারদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার সময় এসব বলেন তিনি। ইংলিশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগে খেলা হামজা বাংলাদেশের হয়ে খেলবে এটা দারুণ বিষয় সেটা আগেই বলেছিলেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক। আজ কোচিং কোর্স করতে এসে তিনি বলেন, 'হামজা সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলে যা বিশাল ব্যাপার। হামজা ৩-৪টা থাকলে দেশের জন্য ভালো। সে আসছে, এটা সবার জন্য ভালো। 'প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা হামজা ২০১৫ সালে যোগ দেন লেস্টার সিটিতে। পরের বছর ধারে যোগ দেন বার্টন অ্যালবিয়নে; সেখানে কাটান ২০১৭ পর্যন্ত। গত মৌসুমে ওয়াটফোর্ডে ধারে খেলেছেন ২৬ বছর বয়সী এই ফুটবলার। অনেক দৌড়ঝাঁপের পর বাংলাদেশের হয়ে খেলার অনুমতি পেয়েছেন হামজা। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই ইংলিশ মিডফিল্ডারের গায়ে লাল-সবুজের জার্সি উঠতে পারে আগামী মার্চেই; ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের ম্যাচে। এবারের মৌসুমে কোনও ক্লাবের হয়ে খেলতে পারছেন না জামাল। মধ্যবর্তী দলবদলে কোনও ক্লাবে নিজের নাম লিখাতে পারেন তিনি। এই বিষয়েও কথা বলেছেন তিনি। জামাল বলেন, 'আবাহনীর সাথে যে ইস্যুটা হয়েছে, সেটা হয়ে গেছে। এটা আমার ডিসিশন না, ওদের ডিসিশন ছিল। (লিগের দ্বিতীয় ভাগে কোন দলের হয়ে খেলব) ১০ দিনের ভিতরে সমাধান হয়ে যাবে। (এএফসি/ফিফার কাছে যাবেন কিনা?) দেখা যাক। এতদিন আমি ডেনমার্কে ছিলাম, ওখানে স্থানীয় পর্যায়ে খেলেছি ক্লাবে অনুশীলন করেছি।'

লাইফস্টাইল

শীতে চোখ শুষ্ক হওয়ার অন্যতম কারণ

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীতকালে চোখের সবচেয়ে প্রচলিত সমস্যা হলো, শুষ্কতা। অর্থাৎ চোখ সহজেই শুকিয়ে যায়। এটা চোখে জ্বালাপোড়া বা চুলকানির কারণ হতে পারে। শীতকালে চোখ শুষ্ক হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, শুষ্ক শীতল বাতাস, কম আর্দ্রতা, ঠাণ্ডা তাপমাত্রা। এ ছাড়া এ সময়টায় ঘর ও অফিসে হিটিং সিস্টেমের ব্যবহারও চোখ শুকিয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে। শীতে ঠান্ডা এড়াতে জানালা দীর্ঘসময় বন্ধ রাখা হয় ও হিটার চালু করা হয়। এর ফলে বাতাসের আর্দ্রতা আরো কমে যায়। এটা চোখের জন্য ভালো নয়। শীতকালে চোখ থেকে পানি ঝরার সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এটা সাধারণত চোখ শুষ্ক হওয়ার কারণেই হয়ে থাকে। চিকিৎসকদের মতে, চোখের শুষ্কতা সমস্যা দীর্ঘদিন থাকলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে অথবা কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হলে সময় পরিক্রমায় অন্ধত্বেরও ঝুঁকি থাকে। শীতকালে চোখের শুষ্কতা এড়াতে করণীয়- * **পর্যাপ্ত পানি পান করুন:** শীতকালে অনেকেরই পানি পানের প্রবণতা কমে যায়। কিন্তু চোখকে আর্দ্র রাখতে এসময়ও প্রচুর পানি পান করতে হবে। দিনে কমপক্ষে আট গ্লাস (প্রায় দুই লিটার) পানি পানের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। এ ছাড়া যখন জেগে থাকবেন, তখন হিউমিডিফাইয়ার চালু করুন। এটা ঘরের বাতাসে আর্দ্রতা যোগাবে। * **আই ড্রপস ব্যবহার করুন:** চোখ শুকিয়ে গেলে স্বস্তি পেতে লুব্রিকেটিং আই ড্রপস বা আর্টিফিশিয়াল টিয়ারস ব্যবহার করতে পারেন। এটা ব্যবহার করতে চিকিৎসকের অনুমতি লাগে না, চোখে শুষ্কতার লক্ষণ থাকলেই ব্যবহার করা যাবে। * **পলক ফেলুন:** কম্পিউটার বা অন্য স্ক্রিনের দিকে একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকবেন না। পলক ফেলার স্বাভাবিকতা ব্যাহত হলে চোখ দ্রুত শুকিয়ে যায়। তাই স্ক্রিন সংক্রান্ত কাজ করার সময় ঘনঘন চোখের পলক ফেলতে হবে। কেবল স্ক্রিন নয়, পলক ফেলার হার কমাতে পারে এমন যেকোনো কাজের ক্ষেত্রেও পরামর্শটি প্রযোজ্য। * **সানগ্লাস পরুন:** সানগ্লাসের ব্যবহার কেবল গরমকালে সীমাবদ্ধ নয়, বরং শীতকালে এটার গুরুত্ব আরো বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঠান্ডার দিনগুলোতে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি চোখের ভয়াবহ ক্ষতি করতে পারে। যারা সানগ্লাস ছাড়াই সূর্যালোকে বেশি সময় কাটান, তাদের চোখে ছানি ও ম্যাকুলার ডিজেনারেশনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ ছাড়া সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে চোখের পাতাও স্কিন ক্যানসারের ঝুঁকিতে থাকে। চোখকে প্রায় ১০০ শতাংশ সুরক্ষা দিতে ইউভি ৪০০ প্রটেকশনের সানগ্লাস পরুন। শীতে বাইরে সানগ্লাস ব্যবহার করলে বাতাসের শুষ্ক প্রভাব থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। * **ডায়েটে ওমেগা ৩ রাখুন:** গবেষণা বলছে, ওমেগা ৩ সমৃদ্ধ খাবার খেয়েও শুষ্ক চোখে স্বস্তি আনা যায়। ওমেগা ৩ চোখের মেইবোমিয়ান গ্ল্যান্ডের কার্যক্রম উন্নত করে, এর ফলে শুষ্ক চোখের অস্বস্তি কমে। ওমেগা ৩ সমৃদ্ধ খাবার চোখ শুকিয়ে যাওয়ার প্রবণতাও কমায়। * **চোখকে আর্দ্র রাখুন:** নারকেল তেল চোখ আর্দ্র রাখে, জ্বালা-পোড়াভাব কমায়। পরিষ্কার তুলায় নারকেল তেল দিয়ে চোখের ওপর ১৫ মিনিটের জন্য রাখতে পারেন। কিংবা হালকা গরম পানিতে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা ডুবিয়ে নেওয়ার পর সেটি নিংড়ে নিয়ে চোখের ওপর পাঁচ মিনিট রাখুন। এরপর আঙুলের হালকা চাপে চোখের ওপরের ও নিচের পাতায় কাপড়টা মালিশ করুন।

ভ্রমণে অনভিজ্ঞ হলেই নানা সমস্যা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ভ্রমনবিলাসী অনভিজ্ঞ হলেই নানা সমস্যায় পড়েন। অবশ্য নিয়মিত ভ্রমণ করলে এসব সমস্যা তারা এড়িয়ে যেতে পারেন। কিন্তু যেমনটা বলছিলাম, অনভিজ্ঞতার দরুন অনেকেই ভুল করে বসেন। সেসব ভুল নিয়েই আজকের এই লেখা। **বেশি প্যাকিং করা:** ঘুরতে যাবেন তাই রাজ্যের সব জিনিস ব্যাগে গুছিয়ে নেন অনেকে। বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে অনেকেই অতিরিক্ত লাগেজ ফি দেন। আবার এসব ভারি জিনিস বহনেও সমস্যা দেখা দেয়। **ফোনের ডাটা প্যাক ও ব্যালেন্স:** ভ্রমণের সময় স্মার্টফোনে ইন্টারনেট প্যাক ও ব্যালেন্স রাখার বিষয়ে অনেকেই গাফলতি করেন। এমনটা করা উচিত নয়। **পরিকল্পনা না করা:** যেকোনো ভ্রমণেই পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি। অথচ আমরা পরিকল্পনা করিই না প্রায়। এজন্য বাড়তি অনেক খরচ আমাদের গুনতেই হয়। আবার পরিকল্পনা ছাড়া এলোমেলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। **ব্যাংকিং সুবিধা নিশ্চিত না করা:** ভ্রমণের সময় হুটহাট টাকার প্রয়োজন হলে ব্যাংকিং সেবার সাহায্য নিতে পারলে ভালো। বিশেষত ক্রেডিট কার্ড সুবিধা পেলে তো আরও ভাল। তবে ভ্রমণের আগে অবশ্যই ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিতে তা জানিয়ে নেবেন।

শীতে শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করনীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : মৌসুমি ভাইরাসের সংক্রমণ শিশুদের জন্য নতুন কিছু নয়। বিশেষত শীত এলে সংক্রমণের মাত্রা যেন একটু বেশিই। এজন্য শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাড়তি মনোযোগ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাসে বদল আনতে পারলে ঝুঁকি অনেকাংশে কমে। শীতে কিছু ভালো সবজি আছে যা শিশুকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। চলুন জেনে নেই সেসব খাবার সম্পর্কে- **আমলকি:** আমলকীতে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে। ফ্লু, সাধারণ সর্দি কিংবা পেটের পীড়ায় আমলকি উপকারি। **মিষ্টি আলু:** মিষ্টি আলু ভিটামিন, ফাইবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির সরবরাহকারী। এর স্বাদও ভাল। **সিট্রাস ফল:** কমলা, লেবু, জাম্বুরাকে সিট্রাস জাতীয় ফল বলা হয়। এসব ফল দেহের রোগ প্রতিরোধ বাড়াতে সাহায্য করে। তাই শিশুদের জন্য এসব ফল দারুণ উপকারী। **শালগম:** শালগমে আছে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি। এসব উপাদান শরীরকে বাইরের রোগ থেকে রক্ষা করে।

বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের ডিম ভর্তা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : বাজারে সব সময়ই সহজলভ্য বেগুন। এই সবজি দিয়ে বাহারি পদ তৈরি করা যায়। বেগুনের সব তরকারিই কমবেশি সবার পছন্দের। তবে বেগুনের বিভিন্ন পদের চেয়ে এর ভর্তা বেশি পছন্দের সবাই। বিশেষ করে পোড়া বেগুনের ভর্তা সবারই কমবেশি পছন্দের। এবার বেগুন ভর্তার স্বাদ বদলাতে এর সঙ্গে মিশিয়ে নিন ইলিশ মাছের ডিম। এই মাছের ডিম খেতে বেশ সুস্বাদু, আবার সবাই পছন্দও করেন। বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের ডিম ভর্তার রেসিপি জেনে নিন- **উপকরণ,** ১. বেগুন ১টি বড়, ২. পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, ৩. শুকনো মরিচ ৩-৪টি, ৪. লবণ স্বাদমতো, ৫. সরিষার তেল পরিমাণমতো, ৬. ইলিশ মাছের ডিম পরিমাণমতো ও, ৭. ধনেপাতা কুচি।, **পদ্ধতি,** প্রথমে বেগুন পুড়িয়ে নিন চুলায়। এজন্য গ্যাসের চুলার উপর একটি পাতিল রাখা স্ট্যান্ড বসিয়ে নিতে পারেন। তারপর এপিঠ-ওপিঠ উল্টে পুড়িয়ে সেদ্ধ করে নিন বেগুন। তারপর কৌশলে বেগুনের পোড়া খোসা ছড়িয়ে ম্যাশড করে নিন। এরপর মাছের ডিম ভাজার পালা। ভালো করে ইলিশ মাছের ডিম ভেজে নিন। এরপর পেঁয়াজ কুচি, ভেজে নেওয়া শুকনো মরিচ ও লবণ মেখে এর সঙ্গে বেগুন ও মাছের ডিম ভর্তা করেন নিন। সবশেষে সরিষার তেল ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে আরও একবার ভালো করে মেখে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে জিভে জল আনা এই ভর্তা। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন দারুন স্বাদের বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের ডিম ভর্তা।

চুলের সজ্জায় হেয়ার স্ট্রেটনার ব্যবহার

লাইফস্টাইল ডেস্ক : অনেকেই চুলের সজ্জায় হেয়ার স্ট্রেটনার ব্যবহার করেন। সঠিকভাবে এই যন্ত্র ব্যবহার না করলে চুলের ক্ষতি হয়। আপনি যদি নিয়মিত হেয়ার স্ট্রেইটনার ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আপনার উচিত জেনে নেওয়া কিভাবে এই ক্ষতি এড়ানো সম্ভব। সে বিষয়ে আমাদের কিছু পরামর্শ রইলো:এমন হেয়ার স্ট্রেইটনার কিনুন যেটি দিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কারণ আপনি হয়তো এমন হেয়ার স্ট্রেটনার ব্যবহার করছেন যেটি ক্রমেই চুল পুড়িয়ে ফেলছে। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা গেলে এই সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন। সিরামিক প্লেটের স্ট্রেইটনার ব্যবহার করুন। অনেকে মনে করেন ভেজা চুলে হেয়ার স্ট্রেইটনার ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বাস্তবে এমন করলে চুল শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে পড়ে। তাই হেয়ার স্ট্রেইটনার ব্যবহারের আগে চুল ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। একই জায়গার চুল প্রতিবার স্ট্রেইট করবেন না। অনেকে বিষয়টি না বুঝেই চুলের ভয়ানক ক্ষতি করে বসি।

খুশকি দূর করার ঘরোয়া উপকরন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীত এলেই অনেকের বুকে কাঁপন ধরে। মাথায় খুশকি বাড়লো বুঝি। অনেকেই রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে খুশকি দূর করার চেষ্টা করেন। তবে পুরোপুরি তা দূর করা সম্ভব হয় না। তবে কিছু প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব। চলুন জেনে নেই কি সেইসব উপাদান- **নিম,** চুলে শ্যাম্পু করার আগের রাতে নিমের তেল মেখে নিন। তাতে খুশকি দূর হবে। অথবা নিম পাতা পানিতে ফুটিয়ে পানি ঠাণ্ডা করে মাথা ধুয়ে নিতে পারেন। তবে ওইদিন শ্যাম্পু করবেন না। **লেবুর রস,** লেবুর রসের সঙ্গে অলিভ অয়েল, আদার রস মিশিয়ে মাথায় লাগাতে পারেন। সাইট্রিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি ও জিঙ্ক খুশকি দূর করতে সাহায্য করবে। **অ্যালোভেরা,** অ্যালোভেরা দিয়েও খুশকি দূর করা সম্ভব। বাজার থেকে অ্যালোভেরা কিনে সেই জেল মাথায় ব্যবহার করুন। খুশকি দূর হবে। **আমলকি,** আমলকির গুড়ো কিংবা রস যেকোনো কিছুই ব্যবহারে খুশকি দূর হয়। **মেথি,** আগের রাত মেথি ভিজিয়ে রাখুন। সকালে পেস্ট করে দই ও লেবুর রস মিশিয়ে নিন। আধ ঘণ্টা মিশ্রণটি মাথায় রেখে মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেললে খুশকি দূর হবে।